Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11175

ভক্তেকর কা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতক-কৌমুদী।

11|79

SWAMI SATCHIDANAND SARASWATI,
ANANDASRAM,
STONE MEHAL, BRAHMAGANJ, CHUNAR.

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

হেয়ার প্রেস—কলিকাতা
১৯০০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, যে নসীপুরাধিপতি অনারেবল্ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণব্যয়ের সাহায্যার্থ ১৫৲ টাকা দিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented to Babu Manmatha nath Chakravarti with the best regard of the author K. P. Bhattach...
23.11.09

SWAMI SATCHIDANAND SARASWATI
ANANDASRAM,
STONE MAHAL, ... GANJ, CHUNAR.

অবতরণিকা।

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বুঝিয়াছেন যে এই শাস্ত্র নিতান্ত অসার নহে। শিক্ষিত মহোদয়গণের শাস্ত্রানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেকানেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার অনুবাদ, ও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সঙ্কলিত সানুবাদ বচন পরম্পরা। অবশ্য এই দুইয়েরই উপকারিতা আছে। মূল-গ্রন্থেরও প্রয়োজন ও শিক্ষার্থিগণের জন্য সংক্ষিপ্ত, সহজ, সঙ্কলিত পুস্তকেরও প্রয়োজন। কিন্তু কেবল কতকগুলি সংস্কৃত বচন ও তাহার অনুবাদ সময়ে সময়ে পাঠকগণের বিরক্তিকর হয়। কিরূপে ঠিকুজি দেখিয়া ফল বিচার করিতে হয় তাহার প্রণালী সকল ক্রমান্বয়ে বিধিবদ্ধরূপে লিখিত না থাকায় অনেক পাঠক ঐ সমস্ত পুস্তক পড়িয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। যে সমস্ত শ্লোকে কেবল সাধারণ ফল বিবৃত আছে সেই গুলি অনেক স্থলেই বিফল হয় ও সেই জন্য অনেকে শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। গ্রন্থানুসারে কোষ্ঠী মিলাইতে মিলাইতে অনেক সময় দেখা যায় যে দুইস্থানে দুই বিভিন্ন প্রকারের ফল লিখিত আছে। কিন্তু ঐ বিভিন্নতার কোনও মীমাংসা লিখিত নাই। ইহাও জ্যোতিঃ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীনতার একটী প্রধান কারণ। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যাহাতে সাধারণে জ্যোতিঃ শাস্ত্র সহজে বুঝিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে অতি সরল ভাষায় ও সহজ পদ্ধতিতে এই পুস্তক লিখিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। বহুকাল পূর্ব্বে হাজারিবাগের বিখ্যাত উকীল স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল ঘোষ বি, এল, মহাশয় আমাকে এইরূপ এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। খুল্‌নার সিভিল্ মেডিকাল্ অফিসার ডাক্তার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ; এম্, বি, মহাশয় এবিষয়ে আমাকে প্রোৎসাহিত করেন। ও তাঁহাদের পরামর্শ মতই এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইল। এই পুস্তকখানি আমার আঠার বৎসরের জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনার ফল। শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য গ্রন্থখানিকে সংক্ষিপ্ত অথচ সমস্ত সার সার বিষয়ে যথাসম্ভব পূর্ণ করাই আমার উদ্দেশ্য। জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন একখানি গ্রন্থ আগাগোড়া সানুবাদ লিখিতে গেলে অনেক বাজে বচন লিখিতে হয়। "বাজে" বলার কারণ এই যে সেই সমস্ত বচন (যেমন বারফল, তিথি ফল ইত্যাদি) কেবল সাধারণ ভাবে ফল প্রকাশ করে। সে গুলির তেমন মিল হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ, গ্রন্থ খানিতে ক্রমান্বয়ে বিধিগুলি যেরূপ ভাবে লিখিলে পাঠকগণের সহজে বোধ-গম্য হইবে বলিয়া মনে হইল পরপর সেরূপ ভাবে কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত নাই। কোন শ্লোকের অর্দ্ধ ভাগ লওয়া হইয়াছে। কোনও শ্লোকটী বা সম্পূর্ণ লওয়া হইয়াছে। এরূপস্থলে সমস্ত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গেলে গ্রন্থ অপেক্ষা শ্লোকের পরিমাণ ৪ গুণ অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া আমি এই পুস্তকে সংস্কৃত প্রমাণ দিই নাই। কেবল বাঙ্গালায় সহজ ভাষায় যাহাতে পাঠক অনায়াসে সমস্ত বুঝিতে পারেন এইরূপ ভাবে পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রামাণিক জ্যোতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ সকল হইতে কতক কতক অংশ আমূল অনুবাদিত হইয়াছে তবে তাহার সংস্কৃত প্রমাণ দেওয়া হয় নাই এই মাত্র।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা গুরুমুখী। সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া যে বিষয় আয়ত্ত না হয়, হয়ত, একটী সামান্য সঙ্কেত দ্বারা সেই বিষয় অতি সহজে ফলবান্ হইতে দেখা যায়। এই সঙ্কেত গুলি জ্যোতিষীরা অতি যত্ন সহকারে গোপন করেন। ও এই গোপনই জ্যোতির্ব্বিদ্যা লোপের একটী প্রধান কারণ। সকল জ্যোতিষীই যে সব সঙ্কেত জানেন তাহা নহে। বহুকষ্টে বহুদেশবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট হইতে যে সমস্ত সঙ্কেত সংগৃহীত হইয়াছে সে সমস্তই এই পুস্তকে নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম শিক্ষার্থিগণ অনুগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত পুস্তকখানি পড়িয়া ফেলিবেন না। পড়িলে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে। তাঁহা-দিগের নিকট অনুনয় এই যে তাঁহারা যেন এক একটী অংশ করিয়া পাঠ করেন। একটী অংশ ৩ বার ৪ বার পড়িয়া ও নিজে তদনুযায়ী জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া বা ফল বিচার করিয়া যখন সেটী বেশ আয়ত্ত হইবে তখন দ্বিতীয় অংশ পড়িবেন। এইরূপে ৩।৪ মাসে ক্রমে ক্রমে বইখানি পড়িয়া শেষ করিলে তাহার পরে যতই আলোচনা করিবেন ততই ফল মিলাইতে সক্ষম হইবেন। ফলবিচার কালে দেশ কাল পাত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যে বালকের মাতা পিতা সকলেই গৌরবর্ণ সে বালকের যদি কৃষ্ণবর্ণের যোগ পড়ে তাহা হইলে দেশ কাল পাত্র বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে সে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইবে না। ইংলণ্ডীয় লোকগণ স্বাভাবিক গৌর বর্ণ। তাহাদের যে কৃষ্ণবর্ণের যোগ পড়ে না তাহা নহে। কিন্তু সে দেশে গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ উৎপন্ন হইতে পারে না। কৃষ্ণবর্ণ যোগ জাত ব্যক্তির বর্ণ তদ্রূপ উৎকৃষ্ট গৌরবর্ণ হইবে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাল আভা বিশিষ্ট হইবে এই মাত্র বুঝায়। একজন মুটের ও এক জন রাজার যদি উভয়েরই কোনও সময় ধন লাভের যোগ পড়ে তাহা হইলে রাজা ও মুটে একই প্রকার ধনী হইবে না। রাজা প্রচুর ধন পাইবে ও মুটে তাহার অবস্থার উপযোগী ধন পাইবে। এক জন কলিকাতাবাসী যে পরিমাণ বিদ্যাযোগে জন্ম গ্রহণ করিলে যেরূপ বিদ্বান্ হইবে—যাঁহার বাসস্থান হইতে ৩০।৪০ ক্রোশ দূরে রেলপথ, যেখান হইতে ২০।২৫ ক্রোশ মধ্যে বিদ্যালয় নাই—এরূপ একজন সুদূর মফস্বল বাসী সেই একইরূপ বিদ্যা-যোগে জাত হইলে কখনই সেই পরিমাণ বিদ্বান্ হইতে পারে না। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া ফল বলিতে হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে দেশ কালজ্ঞ পণ্ডিত দেবতার ন্যায় পূজিত হন।

পাঠকগণ এই গ্রন্থে প্রথমে সাধারণ বিধিগুলি দেখিতে পাইবেন। যেমন ক্রমে ক্রমে তিনি অধ্যয়ন কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকিবেন ততই বিশেষ বিধিগুলি দেখিতে পাইবেন ও ততই অধিক পরিমাণে ফল মিলাইতে সক্ষম হইবেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এরূপ ভাবে বিষয়টী লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি যে কেবল এই গ্রন্থখানি হইতেই পাঠকগণ মোটামুটী জীবনের ঘটনাবলী ও সেইগুলি ঘটিবার কাল নির্ণয়ে সক্ষম হইবেন। এই পুস্তকখানি পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যাভিমানী গণের জন্য লিখিত হয় নাই। যাঁহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের কিছুমাত্র উপকারে আসিলেও আমার শ্রম সার্থক হইবে।

বারাসত
৫ই ভাদ্র ১৩০৭ সাল } গ্রন্থকারস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SWAMI SATCHIDANAND SARASWATI,
ANANDASRAM,
STONE MEHAL, BRAHMAGANJ, CHUNAR.

জাতক-কৌমুদী ।

—:o:—

লগ্ন কি ও কিরূপে নির্ণয় করিতে হয় ?

জ্যোতিঃশাস্ত্রে দুইটী প্রধান মত প্রচলিত আছে। একমতে পৃথিবী কেন্দ্রবর্ত্তী। সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ এবং নক্ষত্র ও রাশি সকল তাহার পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত গিয়া থাকে। অন্য মতে সূর্য্য কেন্দ্রবর্ত্তী। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং তদ্দ্বারা রাশি, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির বিপরীত গতি অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন রেল গাড়ীতে চড়িলে, পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদি বিপরীত দিকে গমন করিতেছে বলিয়া অনুভূত হয়, শেষোক্ত মতে পৃথিবীবাসী জীবগণও সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রাদির বিপরীত গতি অনুভব করিয়া থাকেন। পৃথিবী ভিন্ন অন্যান্য গ্রহেরও স্ব-স্ব গতি আছে। আপেক্ষিক গতির বিভিন্নতা বশতঃ কখনও কোন গ্রহকে বক্রগামী, কখনও বা সরলগামী, কখনও বা শীঘ্রগামী বলিয়া অনুভব হয়। কিন্তু পৃথিবী সাক্ষাৎসম্বন্ধে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে বলিয়া এবং চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে বলিয়া এই দুই গ্রহের বক্রগতি অনুভূত হয় না।

জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধে এতদুভয়ের মধ্যে যে মতই ধরা যাউক না, আমাদের অর্থাৎ এই পৃথিবীবাসী জীবগণের পক্ষে ফল একই প্রকার। জ্যোতিষের যে মতই অবলম্বন করা যাউক না, পৃথিবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে গ্রহনক্ষত্রাদি একই ভাবে দৃষ্ট হইবে। আমরা দেখিতে পাইব যে (মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশ রাশি*) ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবে। এই রাশি সকলের মধ্যে যখন যে রাশি পূর্ব্বদিকে উদিত থাকে তখন তাহাকে লগ্ন বলা যায়। দিবা রাত্রি মধ্যে এই দ্বাদশ রাশির উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে (দিনে ছয় রাশির; রাত্রে ছয় রাশির।) (সুতরাং যদি প্রাতঃকালে মেষ রাশির উদয় হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যাকালে মেষ হইতে সপ্তম অর্থাৎ তুলা রাশির উদয় হইবে, এবং মেষ রাশি পশ্চিম দিকে অস্তগত হইবে।)

এই লগ্নের উপর মানব জীবনের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কিরূপে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে লগ্ন স্থির করা যাইতে পারে। জ্যোতিষীরা প্রত্যেক রাশিতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কোনও গ্রহের স্থিতি কালকে ভিত্তিস্বরূপ ধরা ভিন্ন লগ্ন নির্ণয় করার অন্য উপায় নাই। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটী

(* রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই কয়টী গ্রহ। রাহু ও কেতু ব্যতীত বাকী কয়েকটী এক একটী নক্ষত্র মাত্র। রবি ও চন্দ্র নিকটে আছে বলিয়া বড় বলিয়া বোধ হয়। বাকী কয়েকটী দূরবর্ত্তিত্বাদি-কারণে সাধারণ নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রাহু ও কেতু বস্তুতঃ গ্রহ নহে। ফল বিচার কালে গ্রহরূপে গণ্য হয়। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই দ্বাদশটী রাশি। ইহারা এক একটী নক্ষত্র নহে। কতকগুলি নক্ষত্র লইয়া এক একটী রাশি গঠিত হয়। ইহারা স্থির নক্ষত্র। কিন্তু গ্রহ সকলের গতি আছে। গ্রহগণ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন যে রাশির নিকটে উপস্থিত হয় তখন সেই গ্রহকে সেই রাশিতে অবস্থিত বলা যায়। যেমন, মেষে বৃহস্পতি আছেন। ইহার অর্থ এই যে আমরা বৃহস্পতি ও মেষরাশিকে একই সমসূত্রে দেখিতে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহকে ভিত্তি স্বরূপ ধরা যাইতে পারা যায় না। কারণ, ইহাদিগকে চেনা সহজ নহে। বিশেষতঃ, পৃথিবীবাসী জীবগণের পক্ষে ইহাদিগকে কখনও বক্রগতি, কখনও বা সরলগতি, কখনও বা শীঘ্রগতি বলিয়া অনুভূত হয়। ইহাদের উদয়ের ও অস্তগমনের সময় ঠিক করা বড়ই দুরূহ। যদি ইহারা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী বলিয়া অনুভূত হইত এবং বক্রগতিত্ব প্রভৃতি দোষ না থাকিত তাহা হইলে ইহাদের স্থিতি কালকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিলে চলিতে পারিত। আমাদিগের পক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী গ্রহ আর নাই। সূর্য্য দিবা ও রাত্রির কারক। সূর্য্য জগতের প্রাণ স্বরূপ। এই জন্যই সূর্য্যকে শাস্ত্রকারেরা সবিতা অর্থাৎ জগৎ-প্রসবিতা বলিয়া উল্লেখ করেন। সূর্য্যের উদয় এবং অস্তকালে আমাদের হৃদয়ের ভাব যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই জন্য সূর্য্যের স্থিতি কালকেই লগ্ন নির্ণয়ের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক।

জ্যোতিষীরা পরিদর্শন দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে সূর্য্যের স্থিতি কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্য্যের এক এক রাশিতে স্থিতি কালে এক এক মাস হইয়া থাকে। (বৈশাখ মাসে রবি মেষ রাশিতে থাকেন, জ্যৈষ্ঠে বৃষরাশিতে থাকেন, আষাঢ় মাসে মিথুনে, শ্রাবণ মাসে কর্কটে, ভাদ্রমাসে সিংহে, আশ্বিন মাসে কন্যায়, কার্ত্তিক মাসে তুলায়, অগ্রহায়ণ মাসে বিছায়, পৌষমাসে ধনুতে, মাঘমাসে মকরে, ফাল্গুন মাসে কুম্ভে ও চৈত্রমাসে মীন রাশিতে বাস করেন।) উদয় কালে সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে থাকেন ইহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না। (সুতরাং বৈশাখ মাসে সূর্য্যোদয় কালে মেষলগ্ন, জ্যৈষ্ঠে বৃষলগ্ন, আষাঢ়ে মিথুনলগ্ন, শ্রাবণে কর্কটলগ্ন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাদ্রে সিংহলগ্ন, ইত্যাদি ক্রমে বোধ করি সকলেই ধরিয়া লইতে পারিবেন। উদয়কালীন লগ্ন ঠিক হইলে মেষ, বৃষাদি ক্রমে পর পর লগ্ন ধরিয়া গেলেই কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের লগ্ন স্থিরীকৃত হইবে।) তবে এ বিষয়ে একটী কথা আছে ; মনে করুন, মাঘ মাসে কাহারও লগ্ন স্থির করার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মাঘ মাসে রবি মকরে বাস করেন। তবে কি মাঘ মাসে ৩০ দিনই রবি মকর রাশির একই স্থানে থাকিবেন ও ফাল্গুন মাসে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কুম্ভ রাশিতে যাইবেন ? না। তাহা কখনও হইতে পারে না। (জ্যোতিষীরা গণনার সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাশিকে ৩০ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন) এই ত্রিশ অংশ রবি এক মাসে গমন করেন। যদি ৩০ দিনে মাস হয় তাহা হইলে প্রত্যেক দিন রবি এক অংশ করিয়া গমন করেন ; সুতরাং সূর্য্যোদয়কালে ১লা মাঘ রবি মকরের প্রথম অংশে থাকেন, ২রা মাঘ দ্বিতীয় অংশে থাকেন, ৩রা তৃতীয় অংশে থাকেন, ৪ঠা চতুর্থ অংশে থাকেন এইরূপে ৩০ দিনে ৩০ অংশ গমন করিয়া, ১লা ফাল্গুন কুম্ভের প্রথম অংশে গমন করেন এবং সেই দিন সূর্য্যোদয় কালে কুম্ভের প্রথম অংশ উদিত হয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভ রাশির প্রথম অংশ উদিত হয়। সুতরাং সেই দিনে অর্থাৎ ১লা ফাল্গুন দিবসে সূর্য্যোদয় কালে কুম্ভের প্রথম অংশই লগ্ন। কোন্ রাশি কত ক্ষণ পূর্ব্বদিকে থাকেন জ্যোতিষীরা তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থিতি সময়কে লগ্নমান কহে। এই লগ্নমান ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লগ্নমান লিখিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা,মেদিনীপুর ও তাহার সমান রেখাস্থিত পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে লগ্নমান		নবদ্বীপ বর্দ্ধমান ও ঢাকা ও তৎসমসূত্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে লগ্নমান	মুর্শিদাবাদ ও তৎ সমসূত্রস্থ. পূর্ব্ব পশ্চিমদেশে লগ্নমান	চট্টগ্রামও তৎসমসূত্রস্থ পূর্ব্বপশ্চিম দেশে লগ্নমান	রংপুর ও তৎসমসূত্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে লগ্নমান	কুচবিহার ও তৎসমসূত্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে লগ্নমান
মেষ	৪।৮।৪৬ ...	৪।৮।২৯ ...	৪।৮।১২ ...	৪।৯।৩৮ ...	৪।২।৪৫ ...	৪।১।২
বৃষ	৪।৫১।১২ ...	৪ ৫১।৩ ...	৪।৫০।৫৩ ...	৪।৫১।৪১ ...	৪।৪৭।৫৩ ...	৪।৪৬।৫৭
মিথুন	৫।২৯।২১ ...	৫।২৯।২৩ ..	৫।২৯।২৬ ...	৫।২৯।১৩ ...	৫।৩০।১৭ ...	৫।৩০।৩৩
কর্কট	৫।৪০।৩ ..	৫।৪০।১৬ ...	৫।৪০।২৯ ..	৫।৩৯।২৩ ...	৫।৪৪।৪০ ...	৫।৪৫।৫৯
সিংহ	৫।৩২।৫০ ...	৫।৩৩।৯ ...	৫।৩৩।২৮ ..	৫।৩১।৫৪ ...	৫।৩৯।২৫ ...	৫।৪১।১৮
কন্যা	৫।২৯।৪০ ...	৫।৩০।০ ...	৫।৩০।২০ ...	৫।২৮।৪০ ...	৫।৩৬।৪০ ..	৫।৩৮।৪০
তুলা	৫।৩৭।৪ ...	৫।৩৭।২১ ...	৫।৩৭।৩৮ ...	৫।৩৬।১২ ...	৫।৪৩।৫ ...	৫।৪৪।৪৮
বিছা	৫।৩৯।৪৮ ...	৫।৩৯।৫৭ ...	৫।৪০।৭	৫।৩৯।১৯ ...	৫।৪৩।৭	৫।৪৪।৩
ধনু	৫।১৫।৩৯ ...	৫।১৫।৩৭ ...	৫।১৫।৩৪ ...	৫।১৫।৪৭ ...	৫।১৪।৪৩ ..	৫।১৪।২৭
মকর	৪।৩২।১৭ ...	৪।৩২।৪ ...	৪।৩১।৫১ ...	৪।৩২।৫৭ ...	৪।২৭।৪০ ...	৪।২৬।২১
কুম্ভ	৩।৫৬।২০ ...	৩।৫৬।১ ...	৩।৫৫।৪২ ...	৩।৫৭।১৬ ...	৩।৪৯।৪৫ ...	৩।৪৭।৫২
মীন	৩।৪৭।০ ...	৩।৪৬।৪০ ...	৩।৪৬।২০ ...	৩।৪৮।০ ...	৩।৪০।০ ...	৩।৩৮।০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা পূর্ব্বে মাঘ মাসের কোন সময়ের লগ্ন স্থির করার কথা কহিতেছিলাম। এক্ষণে দেখা গেল, যে রবি মাঘ মাসে মকরে থাকেন। মকরের লগ্নমান কলিকাতা অঞ্চলে ৪ দণ্ড ৩২ পল ১৭ বিপল। যদি ৩০ দিনে এক মাস হয়, তাহা হইলে রবি এক এক দিনে এক এক অংশ করিয়া গমন করেন ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মকর রাশির প্রথম অংশের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশ অংশের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত উদিত হইতে ৪ দণ্ড ৩২ পল ১৭ বিপল সময় লাগে সুতরাং এক এক অংশ ০ দণ্ড ৯ পল ৪ বিপল ৩৪ অনুপল পরিমাণ সময় পূর্ব্বদিকে উদিত থাকে। মাঘ মাসের ২রা তারিখে দ্বিতীয় অংশে সূর্য্য থাকেন। অতএব সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই মকরের ১ অংশ উদিত হইয়াছে। এইরূপ তৃতীয় দিনে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ২ অংশ উদিত হইয়াছে। ২০ তারিখে মকরের ১৯ অংশ উদিত হইয়াছে। এই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উদিত অংশকে রবিভুক্ত অংশ বা ভুক্তাংশ কহে। এই রবিভুক্ত অংশ স্থির করিয়া কতক্ষণ পূর্ব্বে অর্থাৎ কতটুকু রাত্রি থাকিতে মকর উদিত হইয়াছে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, যে আমাদের মতে সূর্য্যোদয়ের সময়ই দিবার আরম্ভ কাল। ২রা তারিখে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ১ অংশ উদিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, মকর লগ্ন সূর্য্যোদয়ের ৯ পল ৪ বিপল ৩৪ অনুপল পূর্ব্বে উদিত হইয়াছে। এইরূপ ৫ তারিখে ৯ পল ৪ বিপল ৩৪ অনুপলের ৪ গুণ সময় অর্থাৎ ৩৬ প, ১৮ বি, ১৬ অনুপল রাত্রি থাকিতে মকর উদিত হইয়াছে। এই সমস্ত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের যতটুকু পূর্ব্বে সূর্য্যাধিষ্ঠিত রাশি উদিত হয় সেই সময়কে সেই দিনের রবিভুক্তি বলে। এই রবিভুক্তি ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্ন লগ্নমানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে কল মাস ৩০ দিনে নয়। পঞ্জিকা দৃষ্টে যে সময় রবির কোন াশিতে সঞ্চার হইবে তাহা দেখিয়া লইবে ও যে সময়ে সেই রাশি রিত্যাগ করিবে তাহাও দেখিয়া লইবে এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী ময়ই সেই মাসের দিন সংখ্যা। তদ্দ্বারা লগ্নমানকে ভাগ করিয়া ইলে মোটামুটী হিসাবে প্রতি দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যাইবে। তবে প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ৩০ দিনে মাস ধরাই সহজ। বিশেষতঃ, পঞ্জিকাতে প্রতিদিনের রবিভুক্তি লিখিত থাকে তাহা লইলেই চলিবে।

এক্ষণে কিরূপে লগ্নস্থির করিতে হইবে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। সন ১২৯৪ সালের ২৫ আষাঢ় বেলা ৩টা ২৫ মিনিট সময়ে কোন্ লগ্ন হইবে?

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় ঐ তারিখে লিখিত আছে ইং ৫।২৩।৫৪ গতে উদয়। সুতরাং সূর্য্যোদয় হইতে ইষ্টকাল অর্থাৎ ৩টা ২৫ মিনিট কত সময়? অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেণ্ড গেলে ৩ টা ২৫ মিনিট হইবে?

বেলা ১২ টা হইতে ৫টা ২৩ মিনিট ৫৪ সেকেণ্ড বাদ দিলে ৬ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ৬ সেকেণ্ড পাওয়া যায়। সুতরাং বেলা বারটা পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় হইতে ৬ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট ৬ সেকেণ্ড।

তৎপরে ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট পরে ইষ্টকাল।

	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেণ্ড
উভয়ের সমষ্টি	১০।	১।	৬ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়

হইতে ইষ্টকাল দশ ঘণ্টা এক মিনিট ছয় সেকেণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখা বাহুল্য যে ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট

৬০	মিনিটে	১ ঘণ্টা
৬০	অনুপলে	১ বিপল
৬০	বিপলে	১ পল
৬০	পলে	১ দণ্ড
৬০	দণ্ডে	১ দিন

আড়াই দণ্ডে ১ ঘণ্টা। আড়াই পলে এক মিনিট। আড়াই বিপলে এক সেকেণ্ড। ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড।

এক্ষণে ১০ ঘণ্টা ১ মিনিট ৬ সেকেণ্ডকে দণ্ডাদিতে পরিণত করিতে হইবে। ১০ ঘণ্টা=১০×২॥০ দণ্ড=২৫ দণ্ড। ১ মিনিট =২॥০পল=২ পল ৩০ বিপল। ৬ সেকেণ্ড=৬×২॥০ বিপল= ১৫ বিপল।

সুতরাং ১০ ঘণ্টা ১ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে ২৫ দণ্ড ২ পল ৪৫ বিপল।

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা গেল যে ঐ তারিখে মিথুন ৪।১২।১৩ গতে উদয়। অর্থাৎ মিথুন লগ্ন সূর্য্যোদয়ের ৪ দণ্ড ১২ পল ১৩ বিপল পূর্ব্বে উদিত হইয়াছে।

	দণ্ড	পল	বিপল	
কলিকাতা অঞ্চলে মিথুনের লগ্নমান	৫।	২৯।	২১	
সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গত	৪।	১২।	১৩	(রবিভুক্তি)
	দ	প	বি	
সূর্য্যোদয়ের পরে বেলা	১।	১৭।	৮	পর্য্যন্ত

মিথুন লগ্ন থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	দ	প	বি	
সুতরাং	১ ।	১৭ ।	৮	পর্য্যন্ত মিথুন লগ্ন ।
তাহার পর কর্কট	৫ ।	৪০ ।	৩	
	৬ ।	৫৭ ।	১১	পর্য্যন্ত কর্কট থাকিবে ।
তাহার পর সিংহ	৫ ।	৩২ ।	৫০	
	১২ ।	৩০ ।	১	” সিংহ ”
তাহার পর কন্যা	৫ ।	২৯ ।	৪০	
	১৭ ।	৫৯ ।	৪১	” কন্যা ”
” তুলা	৫ ।	৩৭ ।	৪	
	২৩ ।	৩৬ ।	৪৫	” তুলা ”
” বিছা	৫ ।	৩৯ ।	৪৮	
	২৯ ।	১৬ ।	৩৩	” বিছা ”

ইষ্টকাল ২৫ । ২ । ৪৫ ; ২৩ দণ্ড ৩৬ পল ৪৫ বিপল গতে বিছা আরম্ভ হইয়া ২৯ দণ্ড ১৬ পল ৩৩ বিপল পর্য্যন্ত থাকিবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহারই মধ্যে ইষ্টকাল পড়ায় বিছা রাশিই লগ্ন হইল।

ঐরূপ রাত্রের লগ্ন স্থির করিতে গেলে সূর্য্যাস্ত কাল হইতে ধরিলেই চলিবে। যেমন, ঐ তারিখে রাত্রি ৯ টার সময় কোন্ লগ্ন হইবে ?

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় দেখা গেল যে ইং ৬।৪৫।৩০ গতে অস্ত। ৯টা হইতে ৬।৪৫।৩০ বাদ দিয়া ২ঘণ্টা ১৪ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড হইল। ইহাকে পূর্ব্ববৎ দণ্ডাদিতে পরিণত করা গেল। যথা ২ঘণ্টা = ৫দণ্ড। ১৪ মিনিট = ১৪ × ২৷৷০পল = ৩৫ পল। ৩০ সেকেণ্ড = ৩০ × ২৷৷০ বিপল = ১পল ১৫বিপল। অতএব দুইঘণ্টা ১৪মিনিট ৩০সেকেণ্ড = ৫দণ্ড ৩৬পল ১৫বিপল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত পঞ্জিকায় দেখা যায় যে ধনু ৪।৭।৩২ বিঃ গতে অস্ত।

ধনুর লগ্নমান ৫।১৫।৩৯ তন্মধ্যে
সূর্য্যাস্তের ৪। ৭।৩২ পূর্ব্বে ধনু উদিত হইয়াছে।
অতএব বাদ দিয়া ১। ৮। ৭ দণ্ডাদি রাত্রি পর্য্যন্ত ধনু থাকিবে।
তৎপরে মকর ৪।৩২।১৭
৫।৪০।২৪ „ „ মকর „

ইহারই মধ্যে ইষ্টকাল অর্থাৎ ৫।৩৬।১৫ পড়ায় মকরই লগ্ন হইল। ইহার পরে হইলে পর পর কুম্ভ, মীন, পুনরায় মেষ, বৃষ ইত্যাদি ক্রমে লগ্নমান যোগ করিয়া যে রাশির লগ্নমান মধ্যে ইষ্টকাল পড়িত সেই রাশিই লগ্ন হইত। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার জন্মকাল সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জাতকের জন্ম-কালানুযায়ী লগ্ন স্থির করিবে। ঐ লগ্নকেই জন্মলগ্ন কহে।

ভাব ও ভাবসন্ধি কি ? ও এই দুইটী কিরূপে স্থির করিতে হয় ?

জ্যোতিষীরা জীবনের যাবতীয় বিষয়কে বার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগকে ভাব কহে। ভাবগুলির নাম—তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়। যে বিষয়েরই বিচারের প্রয়োজন হউক না, সমস্তই এই তনু প্রভৃতি ১২টী ভাবের অন্তর্নির্বিষ্ট। লগ্ন হইতে তনুভাবের বিচার করিতে হয়। তাহার দ্বিতীয় গৃহ হইতে ধনভাব, তৃতীয় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহোদর ভাব, চতুর্থ হইতে সুখ বা বন্ধুভাব এইরূপে বারটী ঘর হইতে বামাবর্ত্তে বারভাবের বিচার করিতে হয়। আমাদের দেশে মেষাদি দ্বাদশ রাশি নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত হয়।

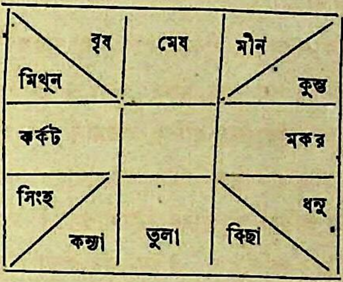

মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি রাশির নাম অবশ্য লিখিত হয় না, উহারা উহ্য থাকে। তবে উক্ত প্রণালীতে ঘর অঙ্কিত থাকে; তাহাতে লেখা থাকুক বা না থাকুক উপরের ঘরটী মেষ, তাহার পার্শ্বে বাম দিকে বৃষ, তাহার বাম দিকে মিথুন ইত্যাদিক্রমে মীন পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। যে রাশিতে লগ্ন হইবে, সেই ঘরে "লং" এইরূপ লিখিতে হয় ও যে রাশিতে যে যে গ্রহ অবস্থিত তাহা পঞ্জিকা দৃষ্টে উঠাইয়া লইতে হয়।

পঞ্জিকাতে প্রতিমাসে প্রথমেই একটী রাশি চক্র অঙ্কিত আছে। তদ্দৃষ্টে সূর্য্যের রাশ্যন্তর সময়ে কোন গ্রহ কোন রাশিতে অবস্থিত তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। গ্রহগণের নামের পার্শ্বে ১,২,৩,৪ ইত্যাদি সংখ্যা লিখিত আছে। ঐ সংখ্যাগুলি নক্ষত্রের অঙ্ক ও উহাদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় যে সূর্য্যের রাশ্যন্তর কালে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। নক্ষত্র সাতাইশটী। (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তর-ফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী। এই নক্ষত্রগুলি এক একটী তারা নহে। ফলতঃ এক একটী নক্ষত্রপুঞ্জ। এই ২৭টী নক্ষত্র লইয়া ১২টী রাশি। এইজন্য ২৷০ সওয়া দুই নক্ষত্রে এক এক রাশি কিন্তু এক এক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত। অতএব এক এক নক্ষত্র ১৩ অংশ ২০ কলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নক্ষত্রের চতুর্থভাগকে চরণ কহে। ১৩ অংশ ২০ কলার চতুর্থভাগ ৩ অংশ ২০ কলা এক এক চরণের পরিমাণ।

এইরূপে সূর্য্যের রাশ্যন্তর গমনের সময় গ্রহগণ কোন রাশির কোন নক্ষত্রে অবস্থিত জ্ঞাত হইয়া জন্মতারিখের মধ্যে উহাদের রাশ্যন্তর বা নক্ষত্রান্তর হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। ইহা আজ-কালিকার পঞ্জিকায় রাশিচক্রের নিম্নেই বা কিছু পরে লিখিত থাকে। যে কিছু পরিবর্ত্তন হয় দেখিয়া লইয়া রাশিচক্রে লিখিতে হইবে। রবির নক্ষত্র দিনপঞ্জিকায় তত্তৎ দিনের পার্শ্বে লিখিত থাকে। ও দিন পঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন দিন যে নক্ষত্র লিখিত থাকে তাহাই চন্দ্রযুক্ত নক্ষত্র। পঞ্জিকায় প্রতিদিনের পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন দিন চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত তাহা লিখিত থাকে। এইরূপে প্রস্তুত চক্রকে জন্মকুণ্ডলী বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাউক ১৩০৫ সালে ১৮ই মাঘ দিবসে বেলা ১০দণ্ড সময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থিত। পঞ্জিকাতে ১লা মাঘের পূর্ব্বেই রাশিচক্রে এইরূপ লিখিত আছে।—

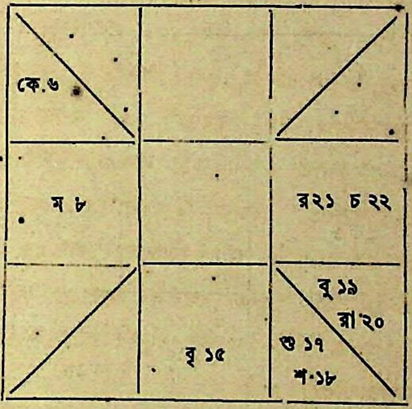

* তৎপরে দেখা যায় যে ১লা মাঘ শু ১৮ নক্ষত্রে ১৪ মাঘ বু ২১ নক্ষত্রে। ১৬ তারিখে বু মকরে ও শুক্র. ধনুরাশিতে গমন করিয়াছে। ১৮ মাঘ তারিখে দিনপঞ্জিকায় দেখা যায়, র ২২ নক্ষত্রে ও কন্যার চন্দ্র; ও উত্তরফল্গুনী অর্থাৎ ১২শ নক্ষত্র ১৬ দণ্ড ছিল অতএব চন্দ্র কন্যায় ১২ নক্ষত্রে ছিল। মঙ্গল ১৫ দ ১১ পলে ৭ নক্ষত্রে গিয়াছে। সুতরাং দশম দণ্ডে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

---

*জ্যোতিষীরা রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুস্থলে সুবিধার জন্য যথাক্রমে র, চ, ম, বু, বৃ, শু, শ, রা, ও কে লিখিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব ১৮ মাঘ বেলা ১০ দণ্ড সময়ে এইরূপ গ্রহ সংস্থান হইবে ; যথা—

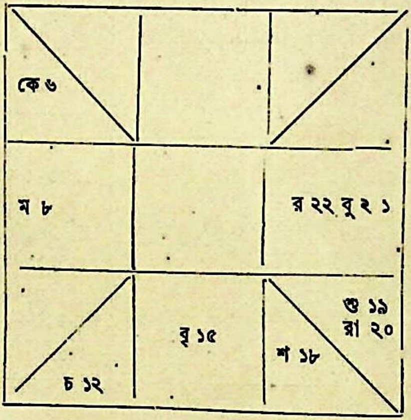

২।০ সওয়া দুই নক্ষত্রে এক রাশি সুতরাং বিছায় ১৮ নক্ষত্র শেষ হইবে। ধনুর প্রথমে ১৯ নক্ষত্র। এইজন্য শুক্রের নিকট ১৯ লেখা হইয়াছে।

অপর পৃষ্ঠে একটী চক্র অঙ্কিত হইল। তাহাতে দেখা যায় যে লগ্নে বা তনুভাবে মঙ্গল অবস্থিত। ধনভাবে শুক্র, বুধ ও রবি। ষষ্ঠ গৃহে বা শত্রুভাবে কেতু ; অষ্টম গৃহে বা নিধন ভাবে বৃহস্পতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশমগৃহে বা কর্ম্মভাবে শনি ও চন্দ্র, দ্বাদশগৃহে বা ব্যয় ভাবে রাহু আছে।

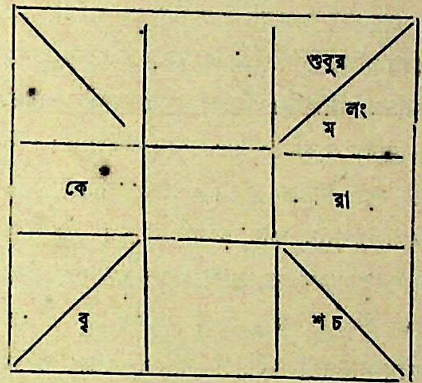

১৮১৯।১০।২৯।৫৭।২০

সাধারণতঃ বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যে ভাবে পাপগ্রহ থাকে সেই ভাবের হানি ও যে ভাবে শুভগ্রহ থাকে সেই ভাবের বৃদ্ধি। তবে উপচয় গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ ভাব গত পাপগ্রহ শুভফল প্রদান করেন। রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু ইহারা স্বাভাবিক পাপগ্রহ। বুধ উক্ত পাপগ্রহ সকলের কোনটীর সহিত মিলিত হইলে পাপগ্রহ বলিয়া গণ্য হয়। এইজন্য উক্ত কুণ্ডলীতে বুধ রবির সহিত যুক্ত থাকায় পাপগ্রহ হইয়াছে। চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে শুক্লপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ক্ষীণচন্দ্র নামে অভিহিত। ক্ষীণ চন্দ্র অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কুণ্ডলীর নিম্নে যে ১৮১৯।১০।২৯।৫৭।২০ লিখিত আছে ইহার অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, ১৮১৯ শকাব্দায় বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ মাস গতে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে ২৯ দিন গতে অর্থাৎ ৩০ তারিখে ৫৭ দণ্ড ২০ পল সময়ে বালকের জন্ম।

আমরা দ্বিতীয় ঘরে শুক্র বুধ ও রবি আছে বলিয়া শুক্র বুধ ও রবিকে ধনভাবস্থ বলিয়াছি। এইরূপ ষষ্ঠ ঘরে কেতু আছে বলিয়া কেতুকে শত্রুভাবস্থ বলিয়াছি। এইরূপ গুরুকে অষ্টম ভাবস্থ, শনি ও চন্দ্রকে কর্ম্ম ভাবস্থ ও রাহুকে ব্যয় ভাবস্থ বলিয়াছি। কিন্তু এরূপ গুন্‌তি হিসাবে ধরা উচিত নহে। এরূপ ধরিলে অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের গর্ভ গণনার ন্যায় হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৮ তারিখে যদি গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অবশ্য একমাসও পূর্ণ হয় না, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা গুন্‌তি হিসাবে দুইমাস গর্ভবতী হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এমন স্থলে দুইমাস গণনা করা যেমন অনুপযুক্ত, সেইরূপ যদি কোন রাশির ২৮ অংশে লগ্ন হয় তাহা হইলে তৎপর রাশির প্রথম অংশস্থ গ্রহকে দ্বিতীয় ভাবে স্থিত ইহা বলাও তদ্রূপ অনুপযুক্ত। এইজন্য কোন্ রাশির কোন্ অংশ হইতে কোন্ রাশির কোন্ অংশ পর্য্যন্ত কোন্ ভাব ইহা জানা আবশ্যক। ইহারই পারিভাষিক নাম ভাবস্ফুট ও ভাবসন্ধিস্ফুট।* ইহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ ভাবস্ফুট গণনা করার প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন্ রাশির কত অংশে কোন্ ভাবের স্ফুট পড়িবে তাহা জানিতে হইবে। রাশি-

---

*যে রাশির যে অংশ হইতে কোনও ভাব আরম্ভ হয় ও যে অংশে শেষ হয়, সেই সেই অংশকে ঐ ভাবের সন্ধি বলা যায়। এই উভয় সন্ধির মধ্যবর্ত্তী স্থান লইয়া ভাব। ও ভাবস্ফুট উহার প্রায় মধ্যবিন্দু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রের বক্রতাদি প্রযুক্ত ভাবস্ফুটের ইতর বিশেষ হয়। অর্থাৎ জন্মলগ্ন ১৫ অংশে হইলে ধনভাব সহজভাব প্রভৃতি ঠিক ১৫ অংশের উপর পড়ে না। সূক্ষ্মভাবে ভাবস্ফুট বাহির করার প্রণালী লিখিলে পাঠকগণের অন্ততঃ প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে নীরস বোধ হইবে ভাবিয়া এস্থলে তাহা লিখিত হইল না। মোটামুটী কাজ চলে অথচ বিশেষ পার্থক্য না হয় সেই পদ্ধতিই লিখিত হইতেছে।

[৩০ অংশে একরাশি। ৬০ কলায় এক অংশ।
৬০ বিকলায় এক কলা। ৬০ অনুকলায় এক বিকলা।]

লগ্ন স্ফুট গণনার জন্য মোটামুটী ত্রৈরাশিক অবলম্বন করিলেই চলিবে। ইতি পূর্ব্বে ১২৯৪ সালের ২৫ আষাঢ় তারিখে যে লগ্নমান নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে
দ প বি
ইষ্টকাল ২৫। ২।৪৫ আরও দেখিতে পাই যে ২৩। ৩৬। ৪৫ গতে বিছা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক বিছার কত পরিমাণ গত হইলে জাতক জন্মিয়াছে।

২৫। ২। ৪৫ হইতে
২৩। ৩৬। ৪৫ বাদগেলে
১। ২৬ থাকে অতএব বৃশ্চিকের ১ দণ্ড ২৬ পল গতে বালক জন্মিয়াছে। বিছার পূর্ণ পরিমাণ ৫। ৩৯। ৪৮ অর্থাৎ বিছার ত্রিশ অংশ উদিত হইতে ৫ দণ্ড ৩৯ পল ৪৮ বিপল সময় লাগে তাহা হইলে ১ দণ্ড ২৬ পলে কত অংশ উদিত হইবে এই ত্রৈরাশিক করণীয়। ৫ দণ্ড ৩৯ পল ৪৮ বিপল= (৫ × ৬০ + ৩৯) পল ৪৮ বিপল=৩৩৯ × ৬০ + ৪৮ বিপল=২০৩৮৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপল। ১ দণ্ড ২৬ পল=৮৬ পল=৮৬×৬০ বিপল=৫১৬০ বিপল।

২০৩৮৮ : ৫১৬০ :: ৩০ : কিং

$$\frac{৫১৬০ \times ৩০}{২০৩৮৮} = \frac{১৫৪৮০০}{২০৩৮৮}$$

```
২০৩৮৮ ) ১৫৪৮০০ ( ৭°
        ১৪২৭১৬
        -------
         ১২০৮৪
            ৬০
        -------
        ৭২৫০৪০ ( ৩৫′
         ৬১১৬৪
        -------
        ১১৩৪০০
        ১০১৯৪০
        -------
         ১১৪৬০
```

অতএব দেখাগেল যে জাতকের জন্মকালে বিছার ৭ অংশ ৩৫ কলা উদিত হইয়াছিল।

যে সময়ে যে রাশি লগ্ন হইবে তাহা হইতে মেষাদি গণনায় দশমরাশি সেই সময়ে মস্তকের উপরে থাকে। ও চতুর্থরাশি ঠিক্ তাহার বিপরীতে অর্থাৎ ঠিক্ নিম্ন দেশে থাকে। দশমরাশির ফল মানব জীবনের উপর সম্পূর্ণ প্রবল। বাস্তবিকও আমরা দেখিতে পাই যখন সূর্য্য মাথার উপর আইসে তখনই সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর বোধ হয়। চন্দ্র মাথার উপর আসিলেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতিষ্মান্ বোধ হয়। দশমভাবই মানবের সর্ব্বপ্রধান বলিয়া যত্ন করিয়া জ্যোতিষীরা দশম ভাব বিচার করেন। কোন্ রাশির কত অংশ লগ্ন হইলে কোন্ রাশির কত অংশে মোটামুটী হিসাবে দশম ভাব হইবে তাহা পরপৃষ্ঠে লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহা হইতেই মোটামুটী দশমভাবস্ফুট অবগত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লগ্নস্ফুট অনুসারে দশম ভাব স্ফুট গণনা করিবার খণ্ডা।

লগ্নস্ফুট	মেষ লগ্ন স্থলে দশম ভাব অং কং	বৃষলগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং	মিথুন লগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং	কর্কট লগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং
১ অংশে হইলে	ধনুরাশির ২৪।৩০	মকরের ১৮।৩০	কুম্ভের ১৮।৩০	মীনের ২৪।০
২ ,, ,,	,, ২৫।০	,, ১৯।৩০	,, ১৯।৩০	,, ২৫।৩০
৩ ,, ,,	,, ২৬।০	,, ২০।৩০	,, ২১।০	,, ২৬।৩০
৪ ,, ,,	,, ২৬।৩০	,, ২১।৩০	,, ২২।০	,, ২৮।০
৫ ,, ,,	,, ২৭।৩০	,, ২২।৩০	,, ২৩।০	,, ২৯।০
৬ ,, ,,	,, ২৮।৩০	,, ২৩।৩০	,, ২৪।৩০	মেষের ০।৩০
৭ ,, ,,	,, ২৯।০	,, ২৪।৩০	,, ২৫।৩০	,, ১।৩০
৮ ,, ,,	,, ৩০।০	,, ২৫।০	,, ২৭।০	,, ৩।০
৯ ,, ,,	মকরের ০।৩০	,, ২৬।০	,, ২৮।০	,, ৪।০
১০ ,, ,,	,, ১।৩০	,, ২৭।০	,, ২৯।০	,, ৫।৩০
১১ ,, ,,	,, ২।০	,, ২৮।০	মীনের ০।৩০	,, ৬।৩০
১২ ,, ,,	,, ৩।০	,, ২৯।০	,, ১।৩০	,, ৭।৩০
১৩ ,, ,,	,, ৩।৩০	কুম্ভের ০।০	,, ২।৩০	,, ৯।০
১৪ ,, ,,	,, ৪।৩০	,, ১।০	,, ৪।০	,, ১০।০
১৫ ,, ,,	,, ৫।৩০	,, ২।০	,, ৫।০	,, ১১।০
১৬ ,, ,,	,, ৬।০	,, ৩।০	,, ৬।৩০	,, ১২।৩০
১৭ ,, ,,	,, ৭।০	,, ৪।০	,, ৭।৩০	,, ১৩।৩০
১৮ ,, ,,	,, ৭।৩০	,, ৫।০	,, ৮।৩০	,, ১৪।৩০
১৯ ,, ,,	,, ৮।৩০	,, ৬।০	,, ১০।০	,, ১৬।০
২০ ,, ,,	,, ৯।০	,, ৭।০	,, ১১।০	,, ১৭।০
২১ ,, ,,	,, ১০।০	,, ৮।০	,, ১২।৩০	,, ১৮।০
২২ ,, ,,	,, ১১।০	,, ৯।০	,, ১৩।৩০	,, ১৯।০
২৩ ,, ,,	,, ১১।৩০	,, ১০।০	,, ১৪।৩০	,, ২০।৩০
২৪ ,, ,,	,, ১২।৩০	,, ১১।০	,, ১৬।০	,, ২১।৩০
২৫ ,, ,,	,, ১৩।৩০	,, ১২।০	,, ১৭।০	,, ২২।৩০
২৬ ,, ,,	,, ১৪।০	,, ১৩।০	,, ১৮।০	,, ২৩।৩০
২৭ ,, ,,	,, ১৫।০	,, ১৪।০	,, ১৯।৩০	,, ২৫।০
২৮ ,, ,,	,, ১৬।০	,, ১৫।০	,, ২০।৩০	,, ২৬।০
২৯ ,, ,,	,, ১৬।৩০	,, ১৬।০	,, ২২।০	,, ২৭।০
৩০ ,, ,,	,, ১৭।৩০	,, ১৭।৩০	,, ২৩।০	,, ২৮।০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লগ্নস্ফুট অনুসারে দশমভাবস্ফুট গণনা করিবার খণ্ড।

লগ্নস্ফুট	সিংহ লগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং	কন্যালগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং	তুলালগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং	বিছালগ্নস্থলে দশম ভাব অং কং
১ অংশ হইলে	মেষের ২৯।৩০	মিথুনের ১।০	কর্কটের ২।০	সিংহের ৫।৩০
২ ,, ,,	বৃষের ০।৩০	,, ২।০	,, ৩।০	,, ৬।৩০
৩ ,, ,,	,, ১।৩০	,, ৩।০	,, ৪।০	,, ৭।৩০
৪ ,, ,,	,, ৩।০	,, ৪।০	,, ৫।০	,, ৮।৩০
৫ ,, ,,	,, ৪।০	,, ৫।০	,, ৬।০	,, ১০।০
৬ ,, ,,	,, ৫।০	,, ৬।০	,, ৭।০	,, ১১।০
৭ ,, ,,	,, ৬।০	,, ৭।৩০	,, ৮।০	,, ১২।৩০
৮ ,, ,,	,, ৭।৩০	,, ৮।৩০	,, ৯।৩০	,, ১৩।৩০
৯ ,, ,,	,, ৮।৩০	,, ৯।৩০	,, ১০।৩০	,, ১৫।০
১০ ,, ,,	,, ৯।৩০	,, ১০।৩০	,, ১১।৩০	,, ১৬।০
১১ ,, ,,	,, ১০।৩০	,, ১১।৩০	,, ১২।৩০	,, ১৭।০
১২ ,, ,,	,, ১১।৩০	,, ১২।৩০	,, ১৪।০	,, ১৮।৩০
১৩ ,, ,,	,, ১২।৩০	,, ১৩।৩০	,, ১৫।০	,, ১৯।৩০
১৪ ,, ,,	,, ১৩।৩০	,, ১৪।৩০	,, ১৬।০	,, ২১।০
১৫ ,, ,,	,, ১৪।৩০	,, ১৫।৩০	,, ১৭।০	,, ২২।০
১৬ ,, ,,	,, ১৫।৩০	,, ১৬।৩০	,, ১৮।৩০	,, ২৩।৩০
১৭ ,, ,,	,, ১৬।৩০	,, ১৭।৩০	,, ১৯।৩০	,, ২৪।৩০
১৮ ,, ,,	,, ১৭।৩০	,, ১৮।৩০	,, ২০।৩০	,, ২৫।৩০
১৯ ,, ,,	,, ১৯।০	,, ১৯।৩০	,, ২১।৩০	,, ২৭।০
২০ ,, ,,	,, ২০।০	,, ২০।৩০	,, ২৩।০	,, ২৮।০
২১ ,, ,,	,, ২১।০	,, ২১।৩০	,, ২৪।০	,, ২৯।৩০
২২ ,, ,,	,, ২২।০	,, ২২।৩০	,, ২৫।০	কন্যার ০।৩০
২৩ ,, ,,	,, ২৩।০	,, ২৩।৩০	,, ২৬।০	,, ২।০
২৪ ,, ,,	,, ২৪।০	,, ২৪।৩০	,, ২৭।৩০	,, ৩।০
২৫ ,, ,,	,, ২৫।০	,, ২৫।৩০	,, ২৮।৩০	,, ৪।০
২৬ ,, ,,	,, ২৬।০	,, ২৬।৩০	,, ২৯।৩০	,, ৫।৩০
২৭ ,, ,,	,, ২৭।০	,, ২৭।৩০	সিংহের ০।৩০	,, ৬।৩০
২৮ ,, ,,	,, ২৮।০	,, ২৮।৩০	,, ২।০	,, ৮।০
২৯ ,, ,,	,, ২৯।০	,, ২৯।৩০	,, ৩।০	,, ৯।৩০
৩০ ,, ,,	মিথুনের ০।০	কর্কটের ১।০	,, ৪।০	,, ১০।৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লগ্ন স্ফুট অনুসারে দশম ভাব স্ফুট গণনা করিবার খণ্ডা।

লগ্ন স্ফুটাংশ	ধনু লগ্নস্থলে দশম ভাব	মকর লগ্নস্থলে দশম ভাব	কুম্ভ লগ্নস্থলে দশম ভাবস্ফুট	মীন লগ্নস্থলে দশম ভাবস্ফুট
১ হইলে	কন্যার ১১।৩০	তুলার ১৫।০	বৃশ্চিকের ১২।০	ধনুর ৪।০
২ "	" ১৩।০	" ১৬।০	" ১৩।০	" ৫।০
৩ "	" ১৪।০	" ১৭।০	" ১৩।৩০	" ৫।৩০
৪ "	" ১৫।০	" ১৮।০	" ১৪।৩০	" ৬।০
৫ "	" ১৬।৩০	" ১৮।৩০	" ১৫।০	" ৭।০
৬ "	" ১৭।৩০	" ১৯।৩০	" ১৬।০	" ৭।৩০
৭ "	" ১৮।৩০	" ২০।৩০	" ১৬।৩০	" ৮।৩০
৮ "	" ১৯।৩০	" ২১।৩০	" ১৭।৩০	" ৯।০
৯ "	" ২১।০	" ২২।৩০	" ১৮।০	" ৯।৩০
১০ "	" ২২।০	" ২৩।৩০	" ১৮।৩০	" ১০।৩০
১১ "	" ২৩।০	" ২৪।০	" ১৯।৩০	" ১১।০
১২ "	" ২৪।০	" ২৫।০	" ২০।০	" ১২।০
১৩ "	" ২৫।৩০	" ২৬।০	" ২১।০	" ১২।৩০
১৪ "	" ২৬।৩০	" ২৭।০	" ২১।৩০	" ১৩।০
১৫ "	" ২৭।৩০	" ২৮।০	" ২২।৩০	" ১৪।০
১৬ "	" ২৯।০	" ২৮।৩০	" ২৩।০	" ১৪।৩০
১৭ "	" ৩০।০	" ২৯।৩০	" ২৪।০	" ১৫।৩০
১৮ "	তুলার ১।০	বৃশ্চিকের ০।৩০	" ২৪।৩০	" ১৬।০
১৯ "	" ২।০	" ১।৩০	" ২৫।৩০	" ১৬।৩০
২০ "	" ৩।০	" ২।৩০	" ২৬।০	" ১৭।৩০
২১ "	" ৪।৩০	" ৩।৩০	" ২৭।০	" ১৮।০
২২ "	" ৫।৩০	" ৪।০	" ২৭।৩০	" ১৯।০
২৩ "	" ৬।৩০	" ৫।০	" ২৮।০	" ১৯।৩০
২৪ "	" ৮।০	" ৬।০	" ২৯।০	" ২০।০
২৫ "	" ৯।০	" ৭।০	" ২৯।৩০	" ২১।০
২৬ "	" ১০।০	" ৮।০	ধনুর ০।৩০	" ২১।৩০
২৭ "	" ১১।০	" ৮।৩০	" ১।০	" ২২।৩০
২৮ "	" ১২।০	" ৯।৩০	" ২।০	" ২৩।০
২৯ "	" ১৩।০	" ১০।৩০	" ২।৩০	" ২৩।৩০
৩০ "	" ১৪।০	" ১১।৩০	" ৩।৩০	" ২৪।০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ১২৯৪ সালের ২৫এ আষাঢ় তারিখে ২৫ দণ্ড ২ পল ৪৫ বিপলে যে বালক জন্মিয়াছে তাহার লগ্ন বিছার ৭ অংশ ৩৫ কলায় পড়িয়াছে। অর্থাৎ তাহার লগ্ন স্ফুট বিছার ৭ অংশ ৩৫ কলা। দশম ভাব স্ফুট গণনা করিবার যে খণ্ডা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই, যে বিছার সাত অংশে লগ্ন হইলে দশম ভাব সিংহের ১২ অংশ ৩০ কলায় ও আট অংশে লগ্ন হইলে দশম ভাব সিংহের ১৩ অংশ ৩০ কলায় পড়ে। সুতরাং লগ্ন স্ফুট (৮-৭) অর্থাৎ এক অংশ বৃদ্ধি হইলে দশম ভাবও (১৩।৩০ — ১২।৩০) অর্থাৎ ১ অংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং (৭।৩৫-৭) অর্থাৎ ৩৫ কলা বৃদ্ধি হইলে দশম ভাব কত বৃদ্ধি পাইবে? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা জানা যায় যে ৩৫ কলা বৃদ্ধি পাইবে। অতএব ৭ অংশ ৩৫ কলা লগ্ন স্ফুট হইলে দশম ভাব স্ফুট সিংহের (১২অ ৩০ক + ৩৫ক) অর্থাৎ ১৩ অংশ ৫ কলা হইবে। অর্থাৎ দশম ভাব স্ফুট সিংহের ১৩ অংশ ৫ কলা।

এইরূপে প্রথমে লগ্ন ও দশম ভাব স্ফুট নির্ণয় করিয়া অন্যান্য ভাব স্ফুট নির্ণয় করিতে হইবে। জ্যোতিষীরা রাশি, অংশ, কলা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার জন্য রাশি প্রভৃতির নাম লেখেন না। যেমন সিংহ রাশির ১৩ অংশ ৫ কলা লিখিতে গেলে তাঁহারা "সিংহের ১৩ অংশ ৫ কলা" এরূপ লেখেন না। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন যে, মেষ হইতে কত রাশি গত হইয়াছে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট এই ৪ রাশি গত হইয়া তৎপরবর্ত্তী রাশির ১৩ অংশ ৫ কলা চলিতেছে। এরূপ স্থলে সিংহের ১৩ অংশ ৫ কলা লিখিতে হইলে ৪ রাশি ১৩ অংশ ৫ কলা লিখিতে হয় অথবা সংক্ষেপে ৪।১৩।৫ লিখিলেও চলে। এইরূপ বৃশ্চিকের ৭ অংশ ৩৫ কলা লিখিতে গেলে ৭।৭।৩৫ লেখা যায়। তৎপরে একটী স্তম্ভে তনু প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের নাম লিখিতে হয়। ও অপর স্তম্ভে তনুসন্ধি, ধন সন্ধি ইত্যাদি ক্রমে লিখিতে হয়। লিখিয়া তত্তৎ পার্শ্বে স্ফুট লিখিতে হয়। যথা—

(তনু	৭।৭।৩৫	তনু সন্ধি	৭।২৩।৩০
ধন	৮।৯।২৫	ধন সন্ধি	৮।২৫।২০
সহোদর	৯।১১।১৫	সহোদর সন্ধি	৯।২৭।১০
বন্ধু	১০।১৩।৫	বন্ধু সন্ধি	১০।২৭।১০
পুত্র	১১।১১।১৫	পুত্র সন্ধি	১১।২৫।২০
রিপু	০।৯।২৫	রিপু সন্ধি	০।২৩।৩০
জায়া	১।৭।৩৫	জায়া সন্ধি	১।২৩।৩০
নিধন	২।৯।২৫	নিধন সন্ধি	২।২৫।২০
ধর্ম্ম	৩।১১।১৫	ধর্ম্ম সন্ধি	৩।২৭।১০
কর্ম্ম	৪।১৩।৫	কর্ম্ম সন্ধি	৪।২৭।১০
আয়	৫।১১।১৫	আয় সন্ধি	৫।২৫।২০
ব্যয়)	৬।৯।২৫	ব্যয় সন্ধি	৬।২৩।৩০

ভাবস্ফুট আনয়নের রীতি লিখিত হইতেছে। এস্থলে লগ্ন স্ফুট বিছার ৭ অংশ ৩৫ কলা ও দশম বা কর্ম্মভাব স্ফুট সিংহের ১৩ অংশ ৫ কলা। এই জন্য তনু এই শব্দের পার্শ্বে ৭।৭।৩৫ ও কর্ম্ম এই শব্দের পার্শ্বে ৪।১৩।৫ লিখিত হইল। কারণ লগ্ন হইতে তনু ভাব ও দশম গৃহ হইতে কর্ম্ম ভাব বিচার করিতে হয়। কর্ম্ম ভাবে ৬ রাশি যোগ করিলে বন্ধুভাব হয়। ও তনু ভাবে ৬ রাশি যোগ করিলে জায়া ভাব হয়। যোগ ফলের রাশির অঙ্ক ১২ হইতে অধিক হইলে ১২ বিয়োগ করিয়া লইতে হয়। যে হেতু বার হইতে অধিক রাশি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। এস্থলে কর্ম্ম স্ফুট ৪।১৩।৫ এই জন্য বন্ধু ভাব স্ফুট ১০।১৩।৫ ও এইটী বন্ধু ভাবের পার্শ্বে লিখিত হইল। তনু ভাব স্ফুট ৭।৭।৩৫ ইহাতে ৬ যোগ করিয়া ১৩।৭।৩৫ হয়। যোগ ফলের রাশির অঙ্ক ১২ হইতে অধিক হওয়ায় ১২ বিয়োগ করা গেল। বিয়োগ ফল ১।৭।৩৫ জায়া ভাব স্ফুট। ও ইহা "জায়া" এই শব্দের পার্শ্বে লিখিত হইল।

এই রূপে প্রধান চারি ভাবের স্ফুট নির্ণয় করিয়া অন্যান্য ভাব স্ফুট ও ভাব সন্ধি স্ফুট স্থির করিতে হইবে। চতুর্থ বা বন্ধু ভাব স্ফুট হইতে লগ্ন বা তনু ভাব স্ফুট বিয়োগ করিয়া বিয়োগ ফলকে ছয় দিয়া ভাগ করিবে। ভাগফল লগ্ন স্ফুটে যোগ করিলে তনু সন্ধি স্ফুট হইবে। তনু সন্ধি স্ফুটে উক্ত ভাগ ফল যোগ করিলে ধন ভাব স্ফুট হইবে। ধন ভাবে উক্ত ভাগ ফল যোগ করিলে ধন সন্ধি স্ফুট হইবে। এইরূপ পর পর যোগ করিয়া সহজ ভাব স্ফুট ও সহজ সন্ধিস্ফুট আনয়ন করিবে।

ঐরূপ জায়া ভাব স্ফুট হইতে বন্ধুভাব স্ফুট বিয়োগ করিয়া বিয়োগ ফলকে ছয় দিয়া ভাগ করিবে। এই ভাগফল পর পর বন্ধু ভাব স্ফুটে যোগ করিয়া বন্ধু সন্ধি, পুত্র, পুত্র-সন্ধি, রিপু ও রিপু সন্ধি স্ফুট আনয়ন করিবে। বিয়োগ কালে উপরিস্থিত স্ফুটের রাশির অঙ্ক কম হইলে ১২ যোগ করিয়া লইবে।

এস্থলে বন্ধু ভাব স্ফুট ১০।১৩।৫ হইতে তনু ভাব স্ফুট ৭।৭।৩৫ বিয়োগ করিয়া ৩ রাশি ৫ অংশ ৩০ কলা হইল। ইহাকে ৬ ভাগ করিয়া ১৫ অংশ ৫৫ কলা পাওয়া গেল।

তনুভাব ৭।৭।৩৫ ইহাতে ঐ ভাগফল
১৫।৫৫ যোগ করা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগফল ৭।২৩।৩০ তনুসন্ধিস্ফুট।
পুনরায় ১৫।৫৫ যোগ করা গেল।
যোগফল ৮।৯।২৫ ধনভাব
এইরূপ ইহাতে ১৫।৫৫ যোগ করিয়া
যোগফল ৮।২৫।২০ হইল। ইহাই ধনসন্ধি।
এইরূপ ১৫।৫৫
৯।১১।১৫ সহোদর ভাব
১৫।৫৫
৯।২৭।১০ সহোদর সন্ধি

এইরূপ জায়াভাবস্ফুট ১।৭।৩৫ হইতে
বন্ধুভাবস্ফুট ১০।১৩।৫ বিয়োগ করা গেল।
বিয়োগফল = ২।২৪।৩০ (১ রাশি ১০ রাশি হইতে অল্প হওয়ায় ১২ যোগ করা হইয়াছে)
৩০
৬০
২
৬)৮৪।৩০(১৪।৫ ৬ ভাগ করিয়া ০ রাশি ১৪ অংশ ৫কলা পাওয়া গেল।
৮৪।৩০

বন্ধুস্ফুট ১০।১৩।৫ ইহাতে
০।১৪। ৫ যোগ করা গেল।
যোগফল ১০।২৭।১০ বন্ধুসন্ধি।

১০।২৭।১০ এ
পুনরায় ০।১৪।৫ যোগ করা গেল।
১১।১১।১৫ ইহাই পুত্রভাব।

এইরূপ ১১।১১।১৫ + ০।১৪।৫ = ১১।২৫।২০ পুত্রসন্ধি।
১১।২৫।২০ + ০।১৪।৫ = ০।৯।২৫ রিপুভাব।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১২ হইতে অধিক সংখ্যক রাশি নাই বলিয়া ১২ পরিত্যাগ করা গেল)

০।৯।২৫ + ০।১৪।৫ = ০।২৩।৩০ রিপুসন্ধি

ধনভাবে ৬রাশি যোগ করিলে নিধনভাব হয়।
সহোদর বা সহজ „ „ „ ধর্ম্ম „ „।
পুত্র „ „ „ আয় „ „।
রিপু „ „ „ ব্যয় „ „।

যথা—এখানে ধনস্ফুট ৮।৯।২৫ এইজন্য নিধনভাব ১৪।৯।২৫ অর্থাৎ ২।৯।২৫ যেহেতু ১২ হইতে অধিক সংখ্যক রাশি নাই। সহজভাব ৯।১১।১৫ ইহাতে ৬রাশি যোগ করিয়া ৩।১১।১৫ হইল। ইহা ধর্ম্মভাবস্ফুট। পুত্রভাব ১১।১১।১৫তে ৬ যোগ করিয়া ৫।১১।১৫ আয়ভাব পাওয়া গেল। ০।৯।২৫এ ৬ যোগ করিয়া ৬।৯।২৫ ব্যয়ভাবস্ফুট পাওয়া যায়।

ভাব সন্ধি বিষয়েও ঐ নিয়ম। তনু সন্ধিতে ৬ রাশি যোগ করিয়া জায়া সন্ধি হইবে। ধন সন্ধিতে ৬ রাশি যোগ করিয়া নিধন সন্ধি হইবে।

সহজ সন্ধিতে ৬রাশি যোগ করিয়া ধর্ম্ম সন্ধি হইবে।
বন্ধু „ „ „ কর্ম্ম „ „।
পুত্রসন্ধি ও রিপুসন্ধিতে ৬ রাশি যোগ করিয়া যথাক্রমে আয় ও ব্যয় সন্ধি হইবে।

যথা—তনু সন্ধি ৭।২৩।৩০ এইজন্য ৭।২৩।৩০ + ৬ = ১।২৩।৩০ জায়াসন্ধি

ধনসন্ধি	৮।২৫।২০ + ৬ = ২।২৫।২০	নিধনসন্ধি
সহজসন্ধি	৯।২৭।১০ + ৬ = ৩।২৭।১০	ধর্ম্মসন্ধি
বন্ধুসন্ধি	১০।২৭।১০ + ৬ = ৪।২৭।১০	কর্ম্মসন্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রসন্ধি ১১।২৫।২০ + ৬ = ৫।২৫।২০ আয়সন্ধি

রিপুসন্ধি ০।২৩।৩০ + ৬ = ৬।২৩।৩০ ব্যয়সন্ধি।

ভাব সন্ধি স্ফুটের অর্থ দুইটীভাবের মিলন স্থান। তনুসন্ধি= ৭।২৩।৩০ ; ধন সন্ধি=৮।২৫।২০ ; ইহার অর্থ এই যে ৭ রাশি ২৩ অংশ ৩০ কলায় অর্থাৎ বিছার ২৩ অংশ ৩০ কলায় তনুভাব শেষ হইয়া তৎপরে অর্থাৎ ২৩ অংশ ৩১ কলা হইতে ধনভাব আরম্ভ হইয়াছে। ও ৮ রাশি ২৫ অংশ ২০ কলা অর্থাৎ ধনুর ২৫ অংশ ২০ কলায় ঐ ধন ভাব শেষ হইয়াছে। এইরূপ ধন সন্ধি হইতে সহজ সন্ধি পর্য্যন্ত সহজভাবের বিস্তৃতি। সহজসন্ধি হইতে বন্ধু সন্ধি পর্য্যন্ত বন্ধুভাবের বিস্তৃতি। ইত্যাদি। তনুসন্ধি, ধনসন্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি তত্তৎভাবের শেষ সন্ধি এই অর্থে ব্যবহৃত হইল। শেষ সন্ধি হইলেই পরবর্ত্তী ভাবের প্রথম সন্ধি পাওয়া গেল।

ভাব কুণ্ডলী কাহাকে বলে ? ও কিরূপে ঠিকুজী লিখিতে হয়।

পূর্ব্ব লিখিত নিয়ম অনুসারে ভাবস্ফুট নির্ণয় করিয়া কোন্ ভাবে কোন্ গ্রহ আছে তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। ইহা জানিতে হইলে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির কত অংশে আছে অর্থাৎ গ্রহস্ফুট জানার প্রয়োজন। গ্রহস্ফুট বাহির করার পদ্ধতি অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ ও নীরস। এই জন্য প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে বিরক্তি-কর হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা দৃষ্টে গ্রহস্ফুট উঠাইয়া লইলেই চলিবে। আজ কাল গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় বাম পার্শ্বে সূর্য্যোদয় কালের স্ফুট লিখিত থাকে। কোনও দিনের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোনও গ্রহের স্ফুট গণনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন হইলে তদ্দিনের সূর্য্যোদয় কালীন উক্ত গ্রহের স্ফুট ও তৎপর দিনের সূর্য্যোদয় কালীন স্ফুটের অন্তর করিয়া "৬০ দণ্ডে যদি এই পরিমাণ অন্তর হয় তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কত?" এই ত্রৈরাশিক দ্বারা প্রাপ্ত অঙ্ক তদ্দিবসীয় উক্ত গ্রহের স্ফুটে সরল গতি স্থলে যোগ ও বক্রগতি স্থলে বিয়োগ করিয়া স্থূল হিসাবের গ্রহ স্ফুট পাওয়া যাইবে।* গ্রহগণের সরল গতি থাকিলে যোগ ও বক্রগতি থাকিলে বিয়োগ এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যদি তদ্দিবসীয় স্ফুটাংশাদি তৎপরদিবসীয় স্ফুটাংশাদি হইতে অধিক হয় ত বিয়োগ করিবে ও অল্প হইলে যোগ করিবে। যথা গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় ১৩০৫ সালের ৫ পৌষ তারিখে সূর্য্যোদয়কালে চন্দ্রস্ফুট

রা অং ক বিকলা রা অং

১০।১৭।৩৯।৪১ দৃষ্ট হইল ও ৬ তারিখে ঐ সময়ে ১১।১।

ক বি

৩৬।৪০ দৃষ্ট হইল। এক্ষণে ৫ পৌষ তারিখে বেলা ৩০ দণ্ড সময়ে চন্দ্রস্ফুট কত হইবে স্থির করিতে হইলে উভয়ের অন্তর কত দেখিতে হইবে।

১১।১।৩৬।৪০	হইতে
১০।১৭।৩৯।৪১	বাদদিয়া
০।১৩।৫৬।৫৯	লব্ধ হইল।

৬০ দণ্ডে ০।১৩।৫৬।৫৯ পার্থক্য হইলে ৩০ দণ্ডে কত? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা ০।৬।৫৮।২৯।৩০ পাওয়া গেল। এক্ষণে ৫ পৌষ

---

* যদি পৃথিবী হইতে কোনও গ্রহকে পর পর অগ্রগামী হইতে দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে সরল গতি বলা যায়। এরূপ স্থলে দিন দিন গ্রহের স্ফুটের অংশাদির অঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি পৃথিবী হইতে জীবগণের চক্ষে কোনও গ্রহ পিছাইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে উহাকে বক্র গতিশীল কহে। এরূপ স্থলে গ্রহগণের স্ফুটাংশাদি ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারিখের স্ফুটাংশ ৬ তারিখের স্ফুটাংশ হইতে ন্যূন হওয়ায় এই পার্থক্য বা ত্রৈরাশিক লব্ধ অঙ্ক ০।৬।৫৮।২৯।৩০, ৫ তারিখের স্ফুট
রা অ
অর্থাৎ ১০।১৭।৩৯।৪১ এ যোগ করা গেল। যোগফল ১০। ২৪।
ক বি অনুকলা
৩৮। ১০। ৩০ ই ইষ্টকালের চন্দ্রস্ফুট। এইরূপ ৫ তারিখের বুধ স্ফুট ৮। ২। ২৪। ৪২, ৬ তারিখের বুধস্ফুট ৮। ১। ৩৫। ২৪; উভয়ের অন্তর ০। ০। ৪৯। ১৮, ৬০ দণ্ডে যদি অন্তর ০।০। ৪৯। ১৮ হয় ত ত্রিশ দণ্ডে কত? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা পাওয়া গেল ০। ০। ২৪। ৩৯; এক্ষণে ৫ পৌষ তারিখে বুধের স্ফুটাংশ ৬ তারিখের বুধের স্ফুটাংশ হইতে অধিক হওয়ায় এই অন্তর বা ত্রৈরাশিক লব্ধ অঙ্ক ০। ০। ২৪। ৩৯, ৫ তারিখের স্ফুট অর্থাৎ ৮।২।২৪। ৪২ হইতে বিয়োগ করা গেল। বিয়োগ ফল ৮।২।০।৩ রাশ্যাদিই বুধের ইষ্টকালীন স্ফুট।

এইরূপে গ্রহস্ফুট নির্ণয় করিয়া ভাব কুণ্ডলী প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার প্রণালী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

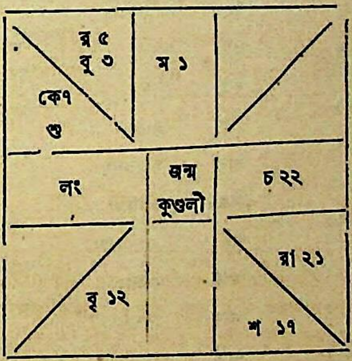

১৮২০। ১। ২৫। ৮। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবা

৩৩।২৩।৪৭

৪	২১	২৬
১৯	১	৪৮
১৪	৩৯	৪১
৪	১৬	১০
৩৭	৫৬	২৬
	৩৮	
	১৯	
	২	

জাতাহঃ

দিবা

৩৩।২৪।৫৩

৫	২৩	২৭
২০	৫৫	৪২
৮	২৭	৯
৪৬	৮	১৭
৪০	৪	২৭

পরাহঃ

দিবা

৩৩।২২।৪০

৩	২০	২৪
১৮	৫	৩
১৯	২৭	৯
৫১	৫৭	৬
৫৫	০	৫২
		৩৭
		৩৮
		২৫

পূর্ব্বাহঃ

গ্রহস্ফুট

র	১।২৫
চ	৯।১১।৩২
ম	০।৬
বু	১।৯
বৃ	৫।৯
শু	২।২৪
শ	৭।১৫
রা	৮।২৯
কে	২।২৯

ভাবস্ফুট

তনু	৩।১০।৩০
ধন	৪।৯।০
সহজ	৫।৭।৩০
বন্ধু	৬।৬।০
পুত্র	৭।৭।৩০
রিপু	৮।৯।০
জায়া	৯।১০।৩০
নিধন	১০।৯।০
ধর্ম্ম	১১।৭।৩০
কর্ম্ম	০।৬।০
আয়	১।৭।৩০
ব্যয়	২।৯।০

ভাব সন্ধি স্ফুট

তনুসন্ধি	৩।২৪।৪৫
ধনসন্ধি	৪।২৩।১৫
সহজসন্ধি	৫।২১।৪৫
বন্ধু সন্ধি	৬।২১।৪৫
পুত্র সন্ধি	৭।২৩।১৫
রিপু সন্ধি	৮।২৪।৪৫
জায়াসন্ধি	৯।২৪।৪৫
নিধনসন্ধি	১০।২৩।১৫
ধর্ম্মসন্ধি	১১।২১।৪৫
কর্ম্মসন্ধি	০।২১।৪৫
আয়সন্ধি	১।২৩।১৫
ব্যয়সন্ধি	২।২৪।৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

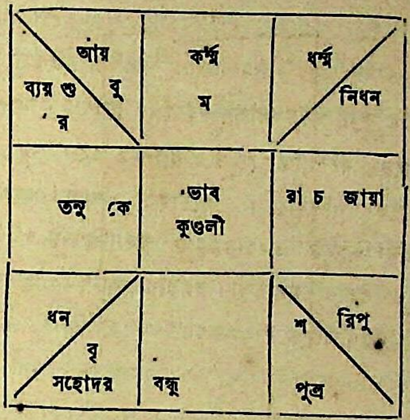

যে রাশিতে লগ্ন হইবে সেই রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরিলিখিত মত পর পর তনু, ধন, সহোদর ইত্যাদি ভাব কয়টীর নাম লিখিবে। উপরিলিখিত জন্মকুণ্ডলীতে কর্কট রাশিতে লগ্ন হওয়ায় ভাবকুণ্ডলীতে কর্কটে "তনু" লেখা হইয়াছে। সিংহে "ধন", কন্যায় "সহোদর", তুলায় "বন্ধু", ইত্যাদি ক্রমে ঠিক পর পর লেখা হইয়াছে। ভাবসন্ধিস্ফুটে দেখা যায় যে ব্যয় সন্ধি ২।২৪।৪৫ ও তনুসন্ধি ৩।২৪।৪৫ অর্থাৎ তনুভাব ২রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলার পর আরম্ভ হইয়া ৩ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শুক্রস্ফুট ২রাশি ২৪ অংশ। অতএব শুক্র ২ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলার পূর্ব্বে অবস্থিত। এইজন্য ব্যয় ভাবে শুক্র লেখা হইয়াছে। কেতুর স্ফুট ২রাশি ২৯ অংশ। অর্থাৎ ২ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলার পরবর্ত্তী ও ৩ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলার বাহিরে যায় নাই। এই জন্য কেতু তনু ভাবস্থ। তনুসন্ধি ৩।২৪।৪৫ ধনসন্ধি ৪।২৩।১৫। অতএব ধনভাব ৩।২৪।৪৫ পরে ৪।২৩।১৫ মধ্যে। কোনও গ্রহের স্ফুটই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার মধ্যে নাই। এইজন্য ধনভাবে গ্রহ লেখা হইল না। ধনসন্ধি ৪।২৩।১৫ ; সহজসন্ধি ৫।২১।৪৫ ; অতএব সহজভাব ৪ রাশি ২৩ অংশ ১৫ কলা গতে আরম্ভ হইয়া ৫ রাশি ২১ অংশ ৪৫ কলায় শেষ হইয়াছে। বৃহস্পতির স্ফুট ৫ রাশি ৯ অংশ। অতএব বৃহস্পতি সহজ ভাবে পড়িয়াছে। সহোদর শব্দের নামান্তর সহজ। এইরূপ বন্ধুসন্ধিস্ফুট ৬।২১।৪৫ ও পুত্রসন্ধিস্ফুট ৭।২৩।১৫ হওয়ায় ও শনিস্ফুট ইহার মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় শনিকে পুত্রভাবে লেখা হইয়াছে। রিপুসন্ধিস্ফুট ৮।২৪।৪৫ ; জায়াসন্ধিস্ফুট ৯।২৪।৪৫ ; ও রাহুস্ফুট ৮।২৯ ; চন্দ্রস্ফুট ৯।১১।৩২ ; জায়াভাব ৮।২৪।৪৫ হইতে ৯।২৪।৪৫ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাহু ও চন্দ্র উভয়েই এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। কারণ ৮ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলার পরেই জায়াভাব। রাহু ৮ রাশি ২৯ অংশে আছে। ও জায়াভাব ৯ রাশি ২৪ অংশ ৪৫ কলায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্র ৯ রাশি ১১ অংশ ৩২ কলায় আছেন। এইজন্য রাহু ও চন্দ্র উভয়কেই জায়াভাবে লেখা হইয়াছে। ধর্ম্ম সন্ধি ১১।২১।৪৫ ; কর্ম্ম সন্ধি ০।২১।৪৫ ; মঙ্গলের স্ফুট ০।৬ ; ধর্ম্মসন্ধির পরে ও কর্ম্মসন্ধির পূর্ব্বে অবস্থিত হওয়ায় মঙ্গলকে কর্ম্মভাবে লেখা হইয়াছে। এইরূপ "কর্ম্মসন্ধি" ০।২১।৪৫, আয়সন্ধি ১।২৩।১৫ ; বুধস্ফুট ১।৯ ; রবিস্ফুট ১।২৫ ; দেখা যাইতেছে যে বুধ আয় সন্ধির পূর্ব্বে অবস্থিত ও রবি পরে অবস্থিত এইজন্য বুধকে আয়ভাবে রাখা হইয়াছে ও রবিকে ব্যয় ভাবে রাখা হইয়াছে।

কোষ্ঠী প্রস্তুত অথবা মানবজীবনের শুভাশুভ স্থির করিতে হইলে জন্মকুণ্ডলী লিখিয়া তৎপরে ভাবকুণ্ডলী, গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট, ও ভাবসন্ধিস্ফুট অবশ্যই বিচার্য্য। সাধারণতঃ গ্রহস্ফুটাদি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিয়া গুণতি হিসাবে অনেকে ফলাফল বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপরি উক্ত ভাব কুণ্ডলীতে গ্রহাদির সংস্থানে ও গুণতি হিসাবে গ্রহাদির সংস্থানে কত পার্থক্য ও গুণতি হিসাবে বলা কতদূর ভ্রম-সঙ্কুল একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। জন্মকুণ্ডলীর পার্শ্বে জন্ম সময় লেখা কর্ত্তব্য। উপরি লিখিত জন্ম কুণ্ডলীর নিম্নে ১৮২০।১।২৫।৮।১৭ লেখা আছে অর্থাৎ ১৮২০. শকের ২৬ জ্যেষ্ঠ ৮ দণ্ড ১৭ পল সময়ে জন্ম। বাঙ্গালা সালের অঙ্কে ৫১৫ যোগ করিলেই শক বা শকাব্দা পাওয়া যায়। সে দিনের ও তৎপূর্ব্ব ও পরদিনের তিথি প্রভৃতি সহজে জানিবার জন্য পঞ্জিকায় সেই দিন, তৎপূর্ব্ব ও পরদিনের পার্শ্বে যে অঙ্কাবলী লেখা আছে তাহার নকল দেওয়া কর্ত্তব্য। উপরি লিখিত কুণ্ডলীর পার্শ্বে নকল দেওয়া হইয়াছে। জন্মদিনের অঙ্কাদির নীচে জাতাহ, পরদিনের অঙ্কা-বলীর নীচে পরাহ ও পূর্ব্বদিনের অঙ্কাবলীর নীচে পূর্ব্বাহ লেখা আছে। ঐ অঙ্কাবলী নিম্নলিখিত প্রণালীতে লেখা আছে, যথা—

বার	নক্ষত্র	যোগ	জাতাহে লিখিত আছে		
তিথি	দণ্ড	দণ্ড	৪	২১	২৬
দণ্ড	পল	পল	১৯	১	৪৮
পল	বিপল	বিপল	১৪	৩৯	৪১
বিপল	করণ	তারিখ	৪	১৬	১০
			৩৭	৫৬	২৬
			—	৩৮	–
			—	১৯	–
			–	২	–

বারস্থানে ৪ লেখা আছে অর্থাৎ রবি হইতে চতুর্থবারে অর্থাৎ বুধবারে জাতকের জন্ম। তিথি, দণ্ড, পল, বিপল স্থানে ১৯, ১৪,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪, ও ৩৭ আছে। ইহার অর্থ এই যে শুক্ল প্রতিপদ হইতে ১৯ তিথি* অর্থাৎ কৃষ্ণা চতুর্থী তদ্দিনে ১৪ দণ্ড ৪পল ৩৭ বিপল ছিল। করণস্থানে ২ আছে। অর্থাৎ বালব করণ। নক্ষত্র, দণ্ড, পল, বিপল স্থানে ২১, ১, ৩৯, ১৬ ও তন্নিম্নে ৫৬, ৩৮ ও ১৯ আছে। ইহার অর্থ ২১ নক্ষত্র অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ১ দণ্ড ৩৯ পল ১৬ বিপল পর্য্যন্ত ছিল। তৎপরে তৎপরবর্ত্তী নক্ষত্র অর্থাৎ শ্রবণা নক্ষত্র ৫৬ দণ্ড ৩৮ পল ১৯ বিপল ছিল। সেই দিনে দৈবাৎ দুইটী নক্ষত্র শেষ হওয়ায় প্রথমটীর স্থিতিকাল ১দ ৩৯প ১৬ বি লিখিয়া পুনরায় দ্বিতীয়টীর পরিমাণ ৫৬দ ৩৮প ১৯বি লেখার প্রয়োজন হইয়াছে। দুইটী নক্ষত্র এক দিনে শেষ না হইলে শেষের তিনটী অঙ্ক লিখিত হইত না। এইরূপ যদি তদ্দিনে দুইটী তিথি শেষ হইত তাহা হইলে ১৪, ৪, ৩৭এর নিম্নে ঐ সারিতে আরও তিনটী অঙ্ক থাকিত। যোগ, দণ্ড, পল, বিপল স্থানে ২৬, ৪৮, ৪১ ও ১০ লিখিত আছে অর্থাৎ ২৬ সংখ্যক যোগ অর্থাৎ ইন্দ্র যোগ ৪৮ দণ্ড ৪১ পল ১০বিপল পর্য্যন্ত ছিল। তারিখ স্থানে ২৬ আছে অর্থাৎ ২৬ তারিখে জন্ম। করণ ও যোগের নামগুলি প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই লিখিত আছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে মানবজীবনের ফলাফলের উপর ইহাদের বিশেষ আধিপত্য নাই বলিয়া ইহাদের নাম ও সংখ্যা লিখিত হইল না। ২২শ নক্ষত্রে জন্ম হওয়ায় উক্ত নক্ষত্রের স্থিতিকাল ৫৬ দণ্ড ৩৮ পল ১৯ বিপলই জাতকের নক্ষত্র মান। জন্মকাল ৮।১৭ ইহার মধ্যে

---

*রবি হইতে গণনায় বারাঙ্কগৃহীত হয়। শুক্লপ্রতিপদ হইতে তিথির অঙ্ক ও অশ্বিনী হইতে নক্ষত্রাঙ্ক গণনা করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১ নক্ষত্র ১ দণ্ড ৩৯ পল ১৬ বিপল ছিল সুতরাং ৮ দণ্ড ১৭ পল হইতে ১।৩৯।১৬ বাদ গেলে যে ৬।৩৭।৪৪ বাকী থাকে ইহা নক্ষত্রের গত বা ভুক্তমান। সুতরাং ৫৬।৩৮।১৯—৬।৩৭।৪৪ = ৫০।০।৩৫ নক্ষত্রের ভোগ্যমান। যদি ২১ নক্ষত্রে জন্ম হইত তাহা হইলে নক্ষত্রমান কত হইত। এরূপ প্রশ্ন হইলে আমাদের দেখিতে হইবে যে ২১ নক্ষত্র কখন আরম্ভ হইয়া কখন শেষ হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাহে ২৫ তারিখে দেখিতে পাই যে ২০ নক্ষত্র ৫।২৭।৫৭ পর্য্যন্ত ছিল। তৎপরে ২১ নক্ষত্র আরম্ভ হইয়া তৎপর দিন ১।৩৯।১৬ পর্য্যন্ত ছিল। অতএব পূর্ব্বদিনের ৬০—৫।২৭।৫৭ অর্থাৎ ৫৪।৩২।৩ দণ্ডাদি কাল ২১ নক্ষত্র ছিল ও তৎপরদিন ১।৩৯।১৬ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ২১ নক্ষত্রের পরিমাণ বা নক্ষত্রমান ৫৬দ ১১প ১৯বি ; এই নক্ষত্রমানের ১ চতুর্থাংশকে চরণ কহে ; সুতরাং চরণমান ১৪।২।৪৯।৪৫।

গ্রহগণ কিরূপে ফল প্রদান করে ?

গ্রহগণ নানা প্রকারে ফল দিয়া থাকে। ফলাফল সম্যক্ বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গ্রহগণের প্রাকৃতিক শুভাশুভত্ব। (২) গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি। (৩) গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি। (৪) গ্রহগণের পরস্পর মিত্রতা, শত্রুতা ও সমতা। (৫) গ্রহগণের আধিপত্য ও স্বক্ষেত্রাদিতে অবস্থান প্রভৃতি বশতঃ বলাবলের তারতম্য। (৬) গ্রহগণের কারকতা। (৭) গ্রহগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পর যোগ ও সম্বন্ধ প্রভৃতি। (৮) কতকগুলি বিশেষ বিধি (৯) দেশ কাল ও পাত্র বিচার।

এই নয়টি বিষয়ের প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী অধিকতর ফলবান। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়টী। তৃতীয় হইতে চতুর্থটী। চতুর্থ হইতে পঞ্চম, পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ, ষষ্ঠ হইতে সপ্তম, সপ্তম হইতে অষ্টম, অষ্টম হইতে নবম ক্রমশঃ অধিক ফল দিয়া থাকে। ফলতঃ পর পর যথাযথ বিচার করিয়া আসিতে পারিলে ফলাফলের বড় অধিক তারতম্য হয় না। তবে বিশেষবিধিগুলি সংখ্যায় অনেক। জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় পুস্তক সংখ্যায় অনন্ত। সে গুলি সমস্ত আয়ত্ত করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। এইজন্য ফলাফলের কথনও কথনও তারতম্য হয়। ফলতঃ প্রথম আটটী ও প্রধান প্রধান বিশেষবিধিগুলি আয়ত্ত থাকিলেও বেশ সুস্থভাবে বিচার করিতে পারিলে শতকরা ৭৫টী ফল মিলা সম্ভব। ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত বিষয় যথা সম্ভব বিবৃত হইতেছে।

———

গ্রহগণের প্রাকৃতিক শুভাশুভত্ব।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু ইহারা সর্ব্বদা পাপ ফল প্রদান করেন। চন্দ্র অমাবস্যার সমীপবর্ত্তী হইলে ক্ষীণনামে অভিহিত হয় ও পাপফল প্রদান করে। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত ক্ষীণ চন্দ্র। বুধ পাপগ্রহযুক্ত হইলেই পাপ অন্যথা শুভগ্রহ বলিয়া গণিত হয়। বৃহস্পতি ও শুক্র সর্ব্বদাই শুভ ফলপ্রদ। ইহাই গ্রহগণের প্রাকৃতিক শুভাশুভত্ব। সাধারণতঃ বুঝিতে গেলে পাপগ্রহ যে ভাবে থাকে সেই ভাবের অশুভ। ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ গ্রহ যে ভাবে থাকে সেই ভাবের শুভ। একাদশে ও দশমে যে গ্রহই থাকুক না কেন শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। ষষ্ঠস্থ অর্থাৎ শত্রু ভাবস্থ শুভগ্রহ ভাব বৃদ্ধিকর হওয়ায় অর্থাৎ শত্রুবৃদ্ধিকর হওয়ায় কার্য্যতঃ অশুভ ফল প্রদান করেন। ও পাপগ্রহ ভাবের হানি করায় অর্থাৎ শত্রুহানি করায় কার্য্যতঃ শুভফলেরই দাতা হন। তৃতীয় অর্থাৎ ভ্রাতৃভাবস্থ পাপগ্রহ জাতকের পক্ষে শুভফলপ্রদ। কিন্তু ভ্রাতৃ পক্ষে অশুভ। লগ্ন চতুর্থ সপ্তম ও দশম রাশির নাম কেন্দ্র। ইহাদের নামান্তর কণ্টক ও চতুষ্টয়। ধন, পঞ্চম, অষ্টম ও আয়ভাবের নাম পণফর ও অবশিষ্ট ভাব কয়টীর নাম আপোক্লিম। লগ্ন, নবম ও পঞ্চম এই তিনটীকে ত্রিকোণ কহা যায়। লগ্নের কেন্দ্রত্বও আছে। বিশেষতঃ কেন্দ্রত্ব ও কোণত্ব উভয়ের বিচারস্থলে লগ্নের কেন্দ্রত্বই প্রবল বলিয়া গণিত হয়। এই জন্যই নবম ও পঞ্চমকে বিশেষ করিয়া কোণ কহা হয়। কেন্দ্রবর্ত্তী শুভগ্রহ বিশেষ রূপে শুভফল প্রদান করে ও উক্ত স্থানস্থ পাপগ্রহ বিশেষ-রূপে অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ষষ্ঠ স্থানস্থ পাপগ্রহ শত্রু হানিকর। কিন্তু যেমন মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা হইতে পারে না, সেইরূপ শত্রু না থাকিলে শত্রুহানি হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে শত্রুস্থানে যে গ্রহই থাকুক না কেন কিছু না কিছু অশুভ ফল প্রদান করিবেই। এই জন্যই শত্রুস্থানের নামান্তর দুঃস্থান। ষষ্ঠস্থান ব্যতীত আরও দুইটী দুঃস্থান আছে—অষ্টম ও দ্বাদশ। যাহার দুঃস্থানে অধিক গ্রহ থাকে সে জীবনে শান্তি পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহগণের স্থিতি ও দৃষ্টি।

জ্যোতিষীরা গ্রহগণের দৃষ্টি কল্পনা করেন। গ্রহগণ যে রাশিতে থাকেন সেই রাশি হইতে তৃতীয় ও দশমে পাদ বা সিকি পরিমাণ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ দৃষ্টি করেন, পঞ্চম ও নবমে অর্দ্ধ পরিমাণ দৃষ্টি করেন। চতুর্থে ও অষ্টমে ত্রিপাদ বা বার আনা পরিমাণ দৃষ্টি করেন। ও সপ্তমে পূর্ণ পরিমাণে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে বৃহস্পতির নবম ও পঞ্চমে পূর্ণদৃষ্টি। মঙ্গলের চতুর্থ ও অষ্টমে পূর্ণদৃষ্টি। ও শনির তৃতীয় ও দশমে পূর্ণদৃষ্টি। বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনির অবশ্য সপ্তমেও পূর্ণদৃষ্টি আছে। রাহুর পক্ষে বিশেষ এই যে পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশে রাহুর পূর্ণদৃষ্টি। তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমে অর্দ্ধদৃষ্টি। দ্বিতীয় ও দশমে ত্রিপাদদৃষ্টি। রাহু যে রাশিতে থাকেন ও রাহু হইতে একাদশ ভবন এই দুই স্থানে রাহুর দৃষ্টি নাই।

ফলাফল বিচারকালে পাদদৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি ও ত্রিপাদ দৃষ্টির তাদৃশ ফল দেখা যায় না। দেখিলেও এত সামান্য যে তাদৃশ সূক্ষ্মভাবে বিচার করাও এক প্রকার অসম্ভব। এই জন্য মোটামুটী ফলবিচারের জন্য পূর্ণদৃষ্টির বিচারই শ্রেয়ঃ। যে ভাবে পাপগ্রহের পূর্ণদৃষ্টি থাকে সেই ভাবের হানি বা অশুভ ফল ও যে ভাবে শুভগ্রহের পূর্ণদৃষ্টি থাকে সেই ভাবের বৃদ্ধি বা শুভফল হয়। ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত কুণ্ডলীতে মেষস্থ মঙ্গল মেষ হইতে চতুর্থ কর্কটে, মেষ হইতে সপ্তম তুলায় ও মেষ হইতে অষ্টম বৃশ্চিককে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তজ্জন্য মঙ্গল কর্কট রাশিতে যে ভাব পড়িয়াছে সেই ভাবের অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধে ও তুলা রাশিতে যে ভাব পড়িয়াছে সেই ভাবের অর্থাৎ বন্ধু প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ক অশুভ ফল উৎপন্ন করিতেছে। ঐরূপ শনি লগ্ন হইতে একাদশ ও দ্বিতীয় গৃহে পূর্ণদৃষ্টি করায় ধনহানিকর। এইরূপ অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অধুনা গ্রহগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি বশতঃ যে ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা লিখিত হইতেছে।

রবি।

রবি লগ্নে থাকিলে অল্প কেশ, অলসপ্রকৃতি, ক্রোধী, দীর্ঘাকার, নেত্ররোগী, কর্কশ শরীর, শূর, ক্ষমাশীল ও নির্ঘৃণ হয়।

রবি ধনস্থানে থাকিলে মানবের ধন, পুত্র ও উত্তম বাহন বিষয়ে অসুখ, বুদ্ধিহীনতা, বন্ধু বান্ধবের সহিত অসম্মিলন, ও পর গৃহে বাস হয়।

রবি তৃতীয়ে থাকিলে মানব প্রিয়ম্বদ, ধনবাহনাঢ্য, অনুচর বিশিষ্ট, তেজস্বী ও অল্প সংখ্যক ভ্রাতৃবিশিষ্ট হয়।

রবি চতুর্থে থাকিলে মানব সুখ ধন ও যানবাহনাদিহীন, পিতৃধনাপহারী হয় ও তাহার একস্থানে স্থির বাস হয় না।

রবি পঞ্চমে থাকিলে অল্পসংখ্যক অপত্যবান্, শিবশক্তিভক্ত, সুখহীন, সৎক্রিয়াশীল ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হয়।

রবি ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে সদা সর্ব্বদা সুখ বিশিষ্ট, শত্রুহন্তা, সত্ত্ব গুণী, মনোহর যান, মহাতেজাঃ ও রাজামাত্য হইয়া থাকে।

রবি সপ্তমে থাকিলে হতশ্রী, ভীত ও পীড়িত, কুস্বভাব ও রাজার ক্রোধ বশতঃ ক্লিষ্ট হয়।

রবি অষ্টমে থাকিলে ক্ষুদ্রনেত্র বা নেত্ররোগী, বহুশত্রুবিশিষ্ট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য কালে বুদ্ধি বিবেচনাহীন, ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, অল্পবিত্ত ও কৃশদেহ হয়।

রবি নবমে থাকিলে ধার্ম্মিক ও কর্ম্মী, পুত্র ও মিত্র বিষয়ে সুখী ও মাতৃবর্গ সহ মনোমালিন্য বিশিষ্ট হয়।

রবি দশমে থাকিলে সদ্বুদ্ধি, বাহন ও ধনযুক্ত, রাজানুগ্রহবিশিষ্ট, পুত্রবান্, সাধুগণের উপকারী ও মণিভূষণ প্রভৃতি দ্রব্যবান্ হয়।

রবি একাদশে থাকিলে সঙ্গীতপ্রিয়, সৎকর্ম্মগতি, বহুবিত্তবান্ ও রাজানুগ্রহবান্ হয়।

রবি দ্বাদশে থাকিলে চক্ষুর জ্যোতির্হীনতা, পিতার সহিত মনোমালিন্য ও বিরুদ্ধ বুদ্ধি হইয়া থাকে।

চন্দ্র।

চন্দ্র বৃষ কর্কট ও মেষলগ্নগত হইলে দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ, রূপ, ধন, ভোগ ও গুণ প্রদান করে। অন্যান্যলগ্নে চঞ্চল চিত্ততা, উন্মত্ততা, নীচতা, বধিরতা ও মূকতা উৎপন্ন করে। ক্ষীণচন্দ্রস্থলে বিশেষরূপ এই সমস্ত ফল উৎপন্ন হয়।

পূর্ণচন্দ্র দ্বিতীয়ে থাকিলে সুখ, পুত্র ও ধন প্রদান করে। ক্ষীণ চন্দ্র হইলে বাক্যস্খলন, নির্ধনতা ও অল্প বুদ্ধিত্ব উৎপন্ন হয়। ক্ষীণতা ও পূর্ণতার তারতম্য অনুসারে এই সকল ফলেরও তারতম্য হয়।

চন্দ্র তৃতীয়ে থাকিলে মানব হিংস্র, গর্ব্বিত, কৃপণ, অল্পবুদ্ধি, নির্ভয়, সাহসী ও বন্ধুগণের আশ্রয়দাতা হয়।

চন্দ্র চতুর্থে থাকিলে জলজ ধন, স্ত্রী, বাহন, পুত্রসুখ, বেদ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রদান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুধ।

বুধ লগ্নে থাকিলে মানব শান্ত, বিনীত, উদার, সদাচার পরায়ণ, ধীর, বিদ্বান্, কলাজ্ঞ ও বহু অপত্যবান্ হয়।

বুধ ধনস্থ হইলে মানব সুশীল, গুরুভক্ত, কুশলতাজনিত সুখবান্, সুকান্তি ও উন্নতিশীল হয়।

বুধ সহজ ভবনস্থ হইলে মানব আত্মীয়দিগের দ্বারা সাহসিক কার্য্যে প্রযোজিত হয়। ও চিত্তশুদ্ধি রহিত, হতসুখ ও বাল্যে রোগী হয় ও সেই ব্যক্তি মঙ্গলময় কার্য্যসিদ্ধিলাভ করে।

বুধ চতুর্থ স্থানস্থ হইলে মানব উৎকৃষ্ট বাহন ও ধন ধান্য ও উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ করে ও সে গীত বাদ্যাদিতে প্রীতিমান্ হয়।

বুধ পঞ্চম ভাবস্থ হইলে মানব পুত্রসুখ বিশিষ্ট, বহুমিত্র, মন্ত্রবিৎ, সুশীল ও আনন্দচিত্ত হয়।

বুধ ষষ্ঠভাবস্থ হইলে মানব কলহপ্রিয়, পীড়িতদেহ, নিষ্ঠুর, শত্রুপীড়িত ও অলস হয়।

বুধ সপ্তমভাবস্থ হইলে মানব সুশীল, বিভববান্, সত্যবাদী, স্ত্রীবিশিষ্ট, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়।

বুধ অষ্টম ভাবস্থ হইলে মানব রাজানুগ্রহে ধনী, বিরোধী, ও পরাপহারী হয়।

বুধ নবমভাবস্থ হইলে মানব উপকারী, সৎকর্ম্মশীল, বিদ্যা-ধী, দাস দাসীযুক্ত, ধন পুত্রবিশিষ্ট ও ধনাদি বিতরণে ইচ্ছুক হয়।

বুধ দশম ভাব গত হইলে মানব জ্ঞানবান্, বিমৃষ্যকারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠকর্ম্মা, নানা সম্পৎ বিশিষ্ট, রাজমান্য ও সদানন্দচিত্ত থাকে।

বুধ একাদশ ভাবগত হইলে মানব ভোগাসক্ত, বহুবিত্ত, বিনীত, আনন্দ চিত্ত, সুশীল, বলবান্ ও নানাবিদ্যায় বিদ্বান্ হয়।

বুধ দ্বাদশভাবগত হইলে মানব বিদ্যাহীন, আত্মীয় স্বজন দ্বারা ত্যক্ত, স্বকার্য্য নিপুণ, আত্মীয়দিগের উপর ক্ষমতাশালী, অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও মলিন প্রকৃতি হইয়া থাকে।

গুরু।

বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে মানব রাজপ্রিয়, প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, উদার ও চারুদেহ হয়।

বৃহস্পতি দ্বিতীয়ে থাকিলে মানব রূপবান্, বিদ্বান্, গুণবান্, যশস্বী, শত্রুশূন্য, ত্যাগী, সুশীল ও ধনবান্ হয়।

বৃহস্পতি তৃতীয়ে থাকিলে মানব সৌজন্যহীন, কৃপণ, কৃতঘ্ন, স্ত্রীপুত্রসুখহীন, মন্দাগ্নি ও পরাক্রমী হয়।

বৃহস্পতি চতুর্থে থাকিলে মানব মান্যবান্, ধনবাহন বিশিষ্ট হয় ও রাজানুগ্রহে সম্পদ প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি পঞ্চমে থাকিলে সুমিত্র, সৎপুত্র, সুমিষ্টবাক্য, মন্ত্রণা-কুশলতা, ও নানা ধন ও বাহন প্রদান করে।

বৃহস্পতি ষষ্ঠে থাকিলে মানব গীতপ্রিয়, কীর্ত্তিপ্রিয়, শত্রুঘাতক ও প্রারব্ধ কার্য্যে অলস হয়।

বৃহস্পতি সপ্তমে থাকিলে জাতক শাস্ত্রানুশীলক, বিনয়ী, কামিনী কাঞ্চন বিষয়ে অত্যন্ত সুখী, মন্ত্রণা কুশল ও কাব্যকারী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহস্পতি অষ্টমে থাকিলে জাতক ভৃত্য, মলিনচিত্ত, দরিদ্র, বিবেচনা শক্তি শূন্য, বিনয়হীন, অলস ও ক্ষীণ দেহ হয়।

বৃহস্পতি নবমে থাকিলে জাতক রাজমন্ত্রী, সৎকর্ম্মশীল, সকল শাস্ত্রবিৎ, ব্রতপরায়ণ ও দ্বিজভক্ত হয়।

বৃহস্পতি দশমে থাকিলে জাতক রাজচিহ্ন, উৎকৃষ্ট বাহন, বন্ধু, পুত্র, লক্ষ্মী, স্ত্রীসুখ, বিজয়, ও বহুবিধ যশ লাভ করে।

বৃহস্পতি একাদশে থাকিলে ক্ষমতা, অর্থ, সদ্বস্ত্র, রত্ন ও উৎকৃষ্ট বাহন ও রাজানুগ্রহ প্রদান করে।

বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকিলে জাতক নানা উদ্বেগ বশতঃ কোপন স্বভাব, পাপাত্মা, অলস, নির্লজ্জ, নির্ব্বোধ ও মানহীন হয়।

শুক্র।

শুক্র লগ্নে থাকিলে জাতক বহুবিধ বিদ্যা, সুমিষ্টভাষা, সুন্দর মুখশ্রী, কামাধিক্য,রাজ সম্মান ও রাজাহইতে ধন লাভ করে।

শুক্র দ্বিতীয়ে থাকিলে উৎকৃষ্ট অন্নপান, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ভূষণ, ধন, ও বাহন ওনানাবিধ বিদ্যা প্রদান করে।

শুক্র তৃতীয়ে থাকিলে মানব কৃশদেহ, কৃপণ, দুরাত্মা, ধনহীন, কাম সন্তপ্ত ও দুষ্ট কার্য্যকারী হয়।

শুক্র চতুর্থে থাকিলে মিত্র, ক্ষেত্র, গ্রাম, উৎকৃষ্ট বাহন, নানা সুখ, দেবভক্তি ও সদানন্দ দান করে।

শুক্র পঞ্চমে থাকিলে সর্ব্বপ্রকার কাব্য ও কলা বিষয়ে জ্ঞান, পুত্র, ধন ও বাহন ও রাজ গৌরব প্রদান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্র ষষ্ঠে থাকিলে মানব স্ত্রীলোকের অনভিমত, কামহীন ও শত্রুভয় যুক্ত হয়।

শুক্র সপ্তমে থাকিলে জাতক বহুকলাকুশল, সন্তরণ নিপুণ, রতিপণ্ডিত ও বেশ্যামিত্র হয়।

শুক্র অষ্টমে থাকিলে জাতক প্রসন্ন মূর্ত্তি, রাজমান্য, শঠ, নির্ভয়, স্ত্রী ও পুত্র বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়।

শুক্র নবমে থাকিলে মানব অতিথি-সেবক, গুরু ও দেব পূজক, তীর্থকৃৎ, ধন ও বাহন জনিত আনন্দ বিশিষ্ট, ক্রোধশূন্য ও মুনির ন্যায় হয়।

শুক্র দশমে থাকিলে সৌভাগ্যবান্, মানী, পূজাধ্যানাদি তৎপর, ধনবান্ ও স্ত্রী পুত্র বিষয়ে সুখী হয়।

শুক্র একাদশে থাকিলে গীত নৃত্যাদিতে প্রীতিমান্, সৎকর্ম্মশীল ও ধর্ম্ম পরায়ণ হয়।

শুক্র দ্বাদশে থাকিলে জাতক সৎকর্ম্মাদির বিরোধী, সর্ব্বদা মানসিক কাম চিন্তাযুক্ত, নির্দ্দয় ও অসত্যভাষী হয়।

শনি।

শনি যদি তুলা, কুম্ভ ও মকর রাশিস্থিত হইয়া লগ্নগত হয়, তাহা হইলে মানব দেশাধিপতি হয়। অন্যান্য লগ্নে শনি থাকিলে অমঙ্গল ও দারিদ্র্য দান করেন। শনি পূর্ব্বোক্ত রাশি কয়টী ভিন্ন অন্য রাশিতে ধন স্থান গত হইলে মানব ব্যসনী ও পশ্চাৎ বান্ধবত্যক্ত হয়। সে ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম দ্বারা ধনী, নিকৃষ্ট বিদ্যায় রত ও মানসিক অসুখী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শনি তৃতীয়ে থাকিলে জাতক রাজমান্য, বাহনযুক্ত,গ্রামাধিপতি, বহু বিক্রম বিশিষ্ট ও বহুজন পালক হয়।

শনি চতুর্থে থাকিলে মানব বায়ুপিত্ত পীড়াযুক্ত, কুশীল, অলস, কলহ দ্বারা দুর্ব্বল, ও মলিন প্রকৃতি হয়।

শনি পঞ্চমে থাকিলে মানব সদাপীড়িত, ধন হীন, পুরুষত্বহীন, ও পুত্র বিষয়ে অসুখী হয়।

শনি ষষ্ঠে থাকিলে মানব শত্রুজয়ী, গুণগ্রাহী, পুষ্টদেহ, ও প্রবল জঠরাগ্নি বিশিষ্ট হয়। শনি মেষ রাশি গত হইলে নীচ জাতি হইতে ভয় হয়, অন্যান্য রাশিতে শত্রুনাশক হয়। তুলাস্থ শনি ষষ্ঠগত হইলে মানব পূর্ণকাম হয়।

শনি সপ্তমে থাকিলে মানব পীড়া দ্বারা দুর্ব্বল দেহ, স্ত্রী গৃহধনাদি বিষয়ে অসুখী ও নীচ জন সংসর্গী হয়।

শনি অষ্টমে থাকিলে মানব দদ্রু প্রভৃতি রোগক্লিষ্ট দেহ, নির্ভয়, অসন্তুষ্ট ও অলস প্রকৃতি হয়।

শনি নবমে থাকিলে মানব ধর্ম্মকর্ম্ম শীল, বিকল দেহ ও মন্দ-মতি হয়।

শনি দশমে থাকিলে জাতক রাজার প্রধান প্রিয় ব্যক্তি, নীতি-মান্, বিনীত, সংগ্রামাদিতে অভিজ্ঞ, সুচতুর ও ধনী হয়।

শনি একাদশে থাকিলে ইন্দ্রনীলাদিরত্ন, কৃষ্ণ অশ্ব, নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করেন। ও মানব স্থিরবিত্ত ও স্থির চিত্ত হয়।

শনি দ্বাদশে থাকিলে জাতক নির্দ্দয়, নির্ধন, অমিতব্যয়ী, অলস, নীচানুচর বিশিষ্ট, নির্লজ্জ ও প্রবাস প্রিয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাহু।

রাহু লগ্নে থাকিলে জাতক দুষ্টবুদ্ধি ও দুষ্ট স্বভাব, স্বজন বঞ্চক, শীর্ষরোগী, কামী, বিবাদে জয়ী ও রুগ্নদেহ হয়।

রাহু ধনস্থ হইলে মানব মুখর, ভ্রমণশীল ও দরিদ্র হয়।

রাহু তৃতীয় ভাব গত হইলে শত্রু বৃদ্ধি, যশঃ, সৌখ্য, বিলাসাদি, ভ্রাতৃনাশ, পশু নাশ, দারিদ্র্য ভাব ও বিক্রম প্রদান করেন।

রাহু চতুর্থ ভাবগত হইলে সুখনাশ, আত্মীয় হানি, সদা ভ্রমণ ও পুত্র মিত্র বিষয়ে অসুখ প্রদান করেন।

রাহু পঞ্চমে থাকিলে মিত্রাল্পতা, উদরশূল ও ভ্রম উৎপন্ন করেন।

রাহু ষষ্ঠভাবগত হইলে শত্রুজয়, দ্রব্য লাভ, পশু ভয়, কটিপীড়া, ম্লেচ্ছ সমাগম ও মহাবল প্রদান করেন।

রাহু সপ্তম ভাব গত হইলে স্ত্রীর সহিত বিরোধ অথবা স্ত্রীর নাশ হয়। ও স্ত্রী প্রচণ্ডরূপা, কোপযুক্তা, বিবাদশীলা ও রোগযুক্তা হয়।

রাহু অষ্টম ভাব গত হইলে গুহ্যদ্বারের পীড়া, প্রমেহ, বৃষণ বৃদ্ধি, পাপী ও চোর হয়।

রাহু নবম ভাবগত হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখ নাশ, ভ্রমণ, দারিদ্র্য, ও বন্ধু হীনতা উৎপন্ন করে।

রাহু দশমস্থ হইলে পিতৃ বিষয়ে অসুখী, দুর্ভাগ্য, শত্রুজয়ী, বাহন হইতে পীড়িত ও বাত পীড়াগ্রস্ত হয়।

রাহু একাদশে থাকিলে সকলার্থ লাভ, সৌখ্যাধিক্য, রাজ সম্মান, বস্ত্র, কাঞ্চন ও চতুষ্পদ হইতে সুখ, বিজয় ও মনোরথসিদ্ধি প্রদান করে।

রাহু দ্বাদশ গত হইলে নেত্ররোগ, পায়ে আঘাত, প্রপঞ্চ ভাব, দুষ্ট সংসর্গ প্রিয়তা, দম্ভ, স্ত্রীবিষয়ক অসুখ ও প্রবাস প্রদান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেতু।

লগ্নে কেতু থাকিলে জাতক সূত্রকর্ত্তা, রোগযুক্ত, ভীরু, ব্যগ্রতা-যুক্ত, স্ত্রী বিষয়ক চিন্তা বিশিষ্ট, উদ্বিগ্নচিত্ত ও শরীরে বায়ু কর্ত্তৃক বেদনা যুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ে কেতু থাকিলে ধন ধান্য নাশ, আত্মীয় বিরোধ, রাজানু-গ্রহে লাভ ও মুখরোগ উৎপন্ন করে।

তৃতীয়ে কেতু থাকিলে শত্রু নাশ, কলহ, ধন, সুখভোগ, ঐশ্বর্য্য, তেজস্বিতা, বাহুপীড়া, বন্ধু হানি প্রভৃতি ফল প্রদান করে।

চতুর্থে কেতু থাকিলে মাতৃসুখহীনতা, বন্ধু হইতে নাশ, বন্ধু হীনতা প্রভৃতি অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। ধনুরাশিগত হইলে মানব চতুর্থে কেতু সত্ত্বেও সুখলাভ করে।

পঞ্চমে কেতু থাকিলে মানব ভ্রাতৃ বিষয়ে পীড়া যুক্ত, (পাঠান্তরে) উদরে পীড়াযুক্ত, স্বল্পাপত্য, ও বীর্য্যযুক্ত হইয়াও দাস হয়।

ষষ্ঠে কেতু থাকিলে বৈরিনাশ, মাতুল পক্ষ হইতে অপমান, চতুষ্পদ প্রভৃতি হইতে সুখ, ধনলাভ, ব্যাধিনাশ প্রভৃতি শুভফল প্রদান করে।

কেতু সপ্তমে থাকিলে মানবের ভ্রমণ প্রিয়তা, বিত্তনাশ ও জল-ভয় হয়। বৃশ্চিকরাশি গত হইলে লাভ, কলত্রপীড়া, ব্যয় ও ব্যগ্রতা উৎপন্ন করে।

কেতু অষ্টমে থাকিলে গুহ্যদেশে পীড়া, বাহন ভয় ও অর্থ নাশ হয়। বিছা, কন্যা, মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশি গত হইয়া অষ্টমে থাকিলে সর্ব্বদা অর্থ লাভ হয়।

কেতু নবমে থাকিলে ভ্রাতৃপীড়া, বাহুরোগ, তপ ও দান করি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেও জন সমাজের উপহাস, ক্লেশ হীনতা, ম্লেচ্ছানুগ্রহ ও সন্তান বিষয়ক কামনা প্রভৃতি ফল উৎপন্ন করে।

কেতু দশমে থাকিলে পিতার দুঃখ, দুর্ভাগ্য, ক্লেশ, বাহন জনিত পীড়া প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। বৃষ, মেষ, বিছা, ও কন্যাস্থ কেতু দশমস্থ হইলে শত্রু নাশকর হয়।

কেতু একাদশে থাকিলে মানব সুভাষী, সুবিদ্বান্, দর্শনীয়, ভোগ যুক্ত, তেজস্বী, গুহ্যদ্বারে পীড়াযুক্ত, পুত্র বিষয়ে অসুখী ও লাভবান্ হয়।

কেতু দ্বাদশে থাকিলে পায়ে ও নেত্রে পীড়া, রাজতুল্যতা, সদ্ব্যয়, শত্রুনাশ, বস্তি ও গুহ্য দেশে পীড়া প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়।

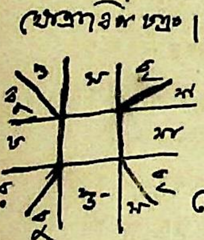

---

(৪) ও (৫)

ক্ষেত্রাদি ও শত্রুতা মিত্রতাদি বিচার।

জ্যোতিষীরা গ্রহগণের ক্ষেত্র বা গৃহ কল্পনা করিয়া থাকেন; যথা মেষ ও বিছা মঙ্গলের ক্ষেত্র বা গৃহ। বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র বা গৃহ, এইরূপ মিথুন ও কন্যা বুধের ক্ষেত্র, কর্কট চন্দ্রের ক্ষেত্র, সিংহ রবির ক্ষেত্র, ধনু ও মীন গুরুর ক্ষেত্র ও মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র। অথবা মেষ ও বিছার অধিপতি মঙ্গল, বৃষ ও তুলার অধিপতি শুক্র, মিথুন ও কন্যার অধিপতি বুধ, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র ইত্যাদি ক্রমে ও বলা যায়। কোন্ গ্রহের কোন্ ক্ষেত্র অথবা কোন রাশির অধিপতি কোন গ্রহ ইহা জানা ও অভ্যস্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

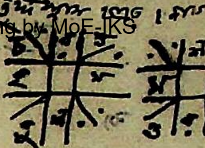

ইহাকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ভিত্তি বলিলেও চলে। ক্ষেত্র বা গৃহ যেরূপ পারিভাষিক শব্দ, তুঙ্গ ও মূলত্রিকোণ এইরূপ আর দুইটী পারিভাষিক শব্দ। তুঙ্গ ও মূলত্রিকোণ এই দুইটী আয়ত্ত রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। রবির মূলত্রিকোণ সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা ও শনির মূল ত্রিকোণ কুম্ভ। রবির তুঙ্গস্থান মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, গুরুর কর্কট, শুক্রের মীন ও শনির তুলা। গ্রহগণ স্বক্ষেত্রে আসিলে বলবান হয়; মূল ত্রিকোণে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলী; তুঙ্গস্থান গত গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান হইয়া থাকে। তুঙ্গস্থানের নামান্তর উচ্চস্থান। সুতরাং তুঙ্গস্থানের বিপরীতার্থ বোধক শব্দ নীচ স্থান। যে রাশিতে যে গ্রহ তুঙ্গী হয় তাহা হইতে সপ্তম রাশিতে সেই গ্রহ নীচস্থ হয়। যথা মেষ রবির তুঙ্গস্থান। অতএব মেষ হইতে সপ্তম রাশি তুলায় রবি নীচস্থ হয়। এইরূপ চন্দ্রের নীচস্থান বিছা। মঙ্গলের নীচ স্থান কর্কট। বুধের নীচ স্থান মীন। গুরুর নীচ স্থান মকর। শুক্রের নীচস্থান কন্যা ও শনির নীচ স্থান মেষ। গ্রহগণ মিত্র গ্রহের ক্ষেত্রগত হইলে অল্পবলী হয় ও শত্রুগ্রহের ক্ষেত্রে হইলে দুর্ব্বল হয়।

এক্ষণে মিত্র শত্রু বিচার কথিত হইতেছে। গ্রহগণের মিত্র শত্রু দ্বিবিধরূপে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, স্বভাবতঃ কোনও গ্রহ কোনও কোনও গ্রহের মিত্র, কোনও কোনও গ্রহের সম, ও কোনও কোনও গ্রহের শত্রু হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, জন্মকুণ্ডলীতে অবস্থিতির বিভিন্নতা বশতঃ গ্রহগণের পরস্পর শত্রুতা, মিত্রতা ও সমতা হইয়া থাকে। গ্রহগণের স্বভাবতঃ যে পরস্পর মিত্রতা, শত্রুতা ও সমতা হয় তাহার নাম নৈসর্গিক মিত্রতা, নৈসর্গিক শত্রুতা ও নৈস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

র্গিক সমতা। ও অবস্থিতি বশতঃ যে মিত্রতা, শত্রুতা ও সমতা তাহার নাম তাৎকালিক মিত্রতা, তাৎকালিক শত্রুতা ও তাৎকালিক সমতা।

এক্ষণে গ্রহগণের নৈসর্গিক মিত্র, শত্রু ও সম লিখিত হইতেছে।

	নৈসর্গিক মিত্র	নৈসর্গিক সম	নৈসর্গিক শত্রু
রবির	চন্দ্র, গুরু, মঙ্গল	বুধ	শুক্র ও শনি
চন্দ্রের	রবি ও বুধ	রবি ও বুধ ভিন্ন সকল গ্রহ	
মঙ্গলের	গুরু, চন্দ্র ও রবি	শুক্র ও শনি	বুধ
বুধের	শুক্র ও রবি	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	চন্দ্র
গুরুর	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	শনি	বুধ ও শুক্র
শুক্রের	বুধ ও শনি	মঙ্গল ও গুরু	রবি ও চন্দ্র
শনির	শুক্র ও বুধ	বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল

নৈসর্গিক মিত্রামিত্র স্থির করিয়া তাৎকালিক মিত্রামিত্র স্থির করিতে হইবে। কোনও গ্রহের তাৎকালিক মিত্রামিত্র স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে সেই গ্রহ হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ও দশম, একাদশ ও দ্বাদশে কোন্ কোন্ গ্রহ আছে। উক্ত স্থানস্থ গ্রহগুলিই প্রথমোক্ত গ্রহের তাৎকালিক মিত্র। এতদ্ভিন্ন অন্যস্থানের গ্রহগণ তাৎকালিক শত্রু। যদি কোন গ্রহ নৈসর্গিক ও তাৎকালিক উভয় হিসাবেই মিত্র হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে পরস্পর অধিমিত্র বলা যায়। এইরূপ এক হিসাবে শত্রু অন্য হিসাবে মিত্র হইলে সম বলা যায়। এক হিসাবে সম অন্য হিসাবে মিত্র হইলে মিত্র বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। এক হিসাবে সম অন্য হিসাবে শত্রু হইলে শত্রু বলা যায়। ও উভয় হিসাবেই শত্রু হইলে অধি শত্রু বলা যায়।*

যথা—২৯ পৃষ্ঠার লিখিত কুণ্ডলীতে দেখা যায় যে রবি হইতে দ্বাদশে মঙ্গল ও দ্বিতীয়ে শুক্র আছে। অতএব রবির তাৎকালিক মিত্র মঙ্গল ও শুক্র। কিন্তু আমরা জানি যে মঙ্গল, রবির নৈসর্গিক মিত্র ও শুক্র; রবির নৈসর্গিক শত্রু। অতএব মঙ্গল উভয় স্থানেই মিত্র হওয়ায় রবির অধিমিত্র হইল। ও শুক্র এক স্থানে শত্রু ও অন্য স্থানে মিত্র হওয়ায় সম বলিয়া গণ্য হইল।

এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া গ্রহগণের ফলাফলের তারতম্যের বিচার করিতে হইবে। পরস্পর অধিশত্রু দুইটী গ্রহ মিলিত হইলে উভয়েই উভয়ের ফল নাশ করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে দুইটী গ্রহ যে কেবল ফল দানে অসমর্থ হয় তাহা নহে। একটী গ্রহ অপর প্রদত্ত ফলের বিপরীত চেষ্টা করিয়া অনিষ্ট উৎপন্ন করে। দুইটা গ্রহ পরস্পর যত অধিক নিকটবর্ত্তী হইবে ততই ফলের অনিষ্ট সাধন করিবে। যদি দুইটী গ্রহের মধ্যে ১৫ অংশের অধিক ব্যবধান থাকে তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টকর হয় না। দুইটী শত্রু গ্রহ মিলিত

---

* গ্রহগণের বল নির্ণয় করিবার জন্য বিদগ্ধতোষিনী নামক গ্রন্থে বহু বিস্তর পদ্ধতি লিখিত আছে। কিন্তু শিক্ষার্থিগণের পক্ষে সে গুলি বিরক্তিকর ও নীরস হইবার সম্ভব বলিয়া লিখিত হইল না। সেই সমস্ত পদ্ধতিও অনেক হরণ পূরণ সাপেক্ষ ও অতি কঠিন। এরূপ স্থলে সেই সমস্ত বিষয় ও স্ফুট গণনা প্রভৃতি গণিতাংশের জন্য বিভিন্ন পুস্তকের প্রয়োজন। বিদগ্ধতোষিনী মতে বল গণনা করিলে গ্রহগণের ফল প্রদানের শক্তির তারতম্য অবশ্য বেশ বুঝা যায়। তবে তুঙ্গ, ক্ষেত্র, মূল ত্রিকোণ, শত্রুতা, মিত্রতা, প্রভৃতি অনুসারে যে বলের তারতম্য লিখিত হইল তাহাতে মোটামুটী ফল বিচারের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে না। স্থির ভাবে চিন্তা করিলে এতদ্দারাই মোটামুটী ফল বেশ মিলাইতে পারা যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও ঐরূপ গ্রহগণের ফলদানের শক্তির হ্রাস হয়। দুইটী মিত্র গ্রহ পরস্পর মিলিত হইলে পরস্পর পরস্পরের ফলের আধিক্য উৎপাদন করে। গ্রহ যোগাদি বিষয়ে পূর্ব্ব লিখিত ১৫ অংশের অধিক ব্যবধানের নিয়ম সর্ব্বত্রই খাটিবে। অর্থাৎ দুইটী গ্রহের মধ্যে মোটের উপর ১৫ অংশের যত কম ব্যবধান থাকিবে ততই যোগজ ফল ইষ্টই হউক অনিষ্টই হউক প্রকৃষ্টরূপে ফলিবে। ও ১৫ অংশের অধিক ব্যবধান হইলে ফলের অল্পতা হইবে। গ্রহগণের পূর্ণদৃষ্টি বিষয়েও ঐরূপ। যে গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি দেখিতে হইবে সেই গ্রহের স্ফুট যত অংশে হইবে ঠিক তত অংশের উপর পূর্ণদৃষ্টি হইবে বুঝিতে হইবে। তাহার ন্যূনাতিরেকে দৃষ্টির ও কিঞ্চিৎ তারতম্য হইবে। যেমন যদি শনি তুলার ১০ অংশে থাকেন তাহা হইলে ধনুর ১০ অংশে স্থিত যে গ্রহ সেই গ্রহের উপরেই শনির ঠিক পূর্ণ দৃষ্টি হইবে। ঐ দৃষ্ট গ্রহ ধনুর ১৫ অংশে থাকিলে ঠিক পূর্ণদৃষ্টি হইবে না। তবে প্রায় পূর্ণদৃষ্টি হইবে। এইরূপ বুঝিয়া লইবে। তবে মোটামুটি পূর্ণ দৃষ্টিই আছে এই হিসাবে ফলাফল বিচার করা যাইতে পারে।

যদি কোন গ্রহ তাহার শত্রু বা অধিশত্রু গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত ফলের অল্পতা হইবে ও মিত্র বা অধিমিত্র গ্রহদ্বারা দৃষ্ট হইলে তৎদত্ত ফলের আধিক্য হইবে।

এইরূপ কোন গ্রহ যদি শত্রুক্ষেত্রে থাকেন ত যে ভাবে থাকেন সেই ভাবের ফলের অল্পতা করেন। ও মিত্রক্ষেত্রস্থ হইলে সেই ভাবের ফলের বৃদ্ধি হয়। যদি কোন গ্রহ স্বক্ষেত্রস্থ, তুঙ্গী, বা মূলত্রিকোণগত হয় তাহা হইলে সেই গ্রহ যে ভাবে অবস্থিত সেই ভাবের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পাপগ্রহের দৃষ্টিতে ফলের হানি হয় কিন্তু যদি সেই দৃষ্ট গৃহ বা রাশি ঐ পাপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহের স্বক্ষেত্র হয় তাহা হইলে সেই দুষ্টভাবের হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

শুভগ্রহই হউক, আর পাপগ্রহই হউক উচ্চস্থ হইলে ফলের শুভতা হয় ও নীচস্থ হইলে অশুভের আধিক্য হয়। এই বিষয়টী আর একটু বিস্তার করিয়া লিখিত হইতেছে। শুভগ্রহ উচ্চস্থ হইলে সম্পূর্ণ শুভ ফল প্রদান করে, মূলত্রিকোণে থাকিলে ত্রিপাদ, স্বক্ষেত্রে থাকিলে অর্দ্ধ ও মিত্রক্ষেত্রে একচতুর্থাংশ শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। নীচস্থ গ্রহ কিছুমাত্র শুভ ফল প্রদান করিতে পারে না। এইরূপ অশুভ গ্রহ উচ্চস্থ হইলে কিছুমাত্র অশুভ ফল প্রদান করিতে পারে না। স্বক্ষেত্রে ও মূলত্রিকোণে থাকিলে অত্যল্প মাত্র অশুভ ফলদায়ী। মিত্রক্ষেত্রে অর্দ্ধ পরিমাণ, শত্রুক্ষেত্রে ত্রিপাদ ও নীচস্থ হইলে সম্পূর্ণ অশুভ প্রদান করে। রাহু ও কেতু বস্তুতঃ গ্রহ নহে। এমন কি কোন কোন গ্রন্থকার ইহাদিগকে উপগ্রহ কহিয়া থাকেন। ও সেই জন্য উহাদিগের ভিন্ন ক্ষেত্র নাই ও উহাদিগকে কোন ভাবের অধিপতি বলিয়া গণ্য করা হয় না। তবে উহাদিগের বলাবল বিচারের জন্য ক্ষেত্র প্রভৃতি কল্পিত হয়। যথা, রাহুর ক্ষেত্র কন্যা, তুঙ্গস্থান মিথুন, মূলত্রিকোণ কুম্ভ, শুক্র ও শনি নৈসর্গিক মিত্র, বুধ ও বৃহস্পতি নৈসর্গিক সম ও রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল নৈসর্গিক শত্রু। কেতুর ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ইহার ক্ষেত্র মীন, তুঙ্গস্থান ধনু, মূলত্রিকোণ সিংহ, রবি চন্দ্র ও মঙ্গল নৈসর্গিক মিত্র, বুধ ও বৃহস্পতি নৈসর্গিক সম ও শুক্র শনি নৈসর্গিক শত্রু।

প্রথম শিক্ষার্থিগণ প্রথমবার পড়িবার সময় নিম্নলিখিত অংশ পরিত্যাগ করিবেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে কন্যা বুধের ক্ষেত্র, বুধের তুঙ্গস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বুধের মূলত্রিকোণ। সহজেই মনে হয় যে ইহা কিরূপে হইতে পারে? কন্যারাশিতে বুধ রহিয়াছে, এক্ষণে বুধ স্বক্ষেত্রগত, কি তুঙ্গী, কি মূলত্রিকোণী কি বলিব? বাস্তবিক কোন গ্রহ এককালে উক্ত তিনটী ভাব পাইতে পারে না। কন্যার ১৬ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের মূলত্রিকোণ। প্রথম হইতে ১৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের তুঙ্গস্থান ও অবশিষ্ট কয়েক অংশ বুধের ক্ষেত্র। এইরূপ বৃষের ৩ অংশ হইতে ১৩ অংশ পর্য্যন্ত চন্দ্রের মূলত্রিকোণ। ও অবশিষ্ট কয়েক অংশ চন্দ্রের তুঙ্গস্থান। রবির মূলত্রিকোণ সিংহের প্রথম ২০ অংশ। অবশিষ্ট কয়েক অংশ রবির ক্ষেত্র। মেষের ১২ অংশ পর্য্যন্ত কুজের মূলত্রিকোণ। অবশিষ্ট কয়েক অংশ কুজের ক্ষেত্র। ধনুর ১০ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির মূলত্রিকোণ। অবশিষ্ট কয়েক অংশ বৃহস্পতির ক্ষেত্র। কুম্ভের ২১ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত শনির ক্ষেত্র ও অবশিষ্ট কয়েক অংশ শনির মূলত্রিকোণ। তুলার ১৫ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের মূলত্রিকোণ ও অবশিষ্ট কয়েক অংশ শুক্রের ক্ষেত্র।

গ্রহগণের তুঙ্গরাশিতে ও নীচ রাশিতে একটী বিশেষ অংশ আছে, যেখানে আসিলে গ্রহগণ বিশেষরূপ ফলাফল প্রদান করিতে পারে। যথা রবির তুঙ্গস্থান মেষের ১০ অংশ। মেষরাশির মধ্যে ঐ দশম অংশে যখন রবি থাকেন তখন রবিকে সুতুঙ্গী কহা যায়; ও তখন রবি শুভফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করেন। ঐ রূপ তুলার ১০ অংশস্থিত রবিকে সুনীচস্থ বলা যায়। সুনীচস্থ রবি পূর্ণমাত্রায় অশুভ ফল প্রদান করেন। এইরূপ বৃষের ৩ অংশে চন্দ্র সুতুঙ্গী বৃশ্চিকের ৩ অংশে সুনীচস্থ। মকরের ২৮ অংশে মঙ্গল সুতঙ্গী কর্কটের ২৮ অংশে সুনীচস্থ। কন্যার ১৫ অংশে বুধ সুতুঙ্গী, মীনের ১৫ অংশে সুনীচস্থ। কর্কটের ৫ অংশে গুরু সুতুঙ্গী মকরের ৫ অংশে সুনীচস্থ। মীনের ২৭ অংশে শুক্র সুতুঙ্গী, কন্যার ২৭ অংশে সুনীচস্থ। ও তুলার ২০ অংশে শনি সুতঙ্গী ও মেষের ২০ অংশে সুনীচস্থ। গ্রহগণ নীচরাশি গত হইয়াও যদি তুঙ্গাভিমুখী হন অর্থাৎ যদি সুনীচাংশ অপেক্ষা অধিক অংশে থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমে অশুভ ফল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ শুভ ফল দিয়া থাকেন। এইরূপ গ্রহগণ তুঙ্গগত হইয়াও যদি নীচাভিমুখী হন, অর্থাৎ যদি সুতুঙ্গাংশ অপেক্ষা অধিক অংশে থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমে যেরূপ শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন শেষভাগে সেই পরিমাণ শুভ হয় না।

রাহু মিথুনে ২০ অংশে সুতুঙ্গী হন ও ধনুর ২০ অংশে সুনীচস্থ হন। কেতু ধনুর ৬ অংশে সুতুঙ্গী ও মিথুনের ৬ অংশে সুনীচস্থ। কোনও কোনও মতে রাহুর উচ্চস্থান বৃষ ও কেতুর উচ্চস্থান বৃশ্চিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারকতা বিচার।

গ্রহগণের ও রাশিগণের ভিন্ন ভিন্ন কারকতা কল্পিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহের জন্য কতকগুলি বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত বিষয়ে সেই সেই গ্রহ বিশেষরূপ ফল প্রদান করিতে সমর্থ। ও সেই জন্য তত্তৎ গ্রহকে ঐ সমস্ত বিষয়ের কারক বলা হইয়া থাকে। রাশি সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রত্যেক রাশি কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যতই পাঠকের 'কারকতা' আয়ত্ত হইতে থাকিবে ততই তিনি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের ফল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্থির করিতে সমর্থ হইবেন। ফলতঃ 'কারকতা' আয়ত্ত করাও বড় সহজ নহে। ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্মকুণ্ডলী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া নিজের বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের যে সমস্ত বিশেষত্ব আছে তাহা জন্মকুণ্ডলীর দ্বারা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই সমস্ত বিচার করিতে হইবে। ক্রমাগত এইরূপ করিতে করিতেই পাঠকের বহুদর্শিতা জন্মিবে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে অনেকানেক বিষয়ে বাঁধা শ্লোক আছে কিন্তু কারকতা বিষয়ে সেরূপ নাই। কেবল মাত্র লিখিত আছে যে অমুক গ্রহ বা অমুক রাশি অমুক অমুক বিষয়ের কারক। কিন্তু সেই কারকতা কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হইলে ক্রমাগত আলোচনার প্রয়োজন। সম্প্রতি রাশি ও গ্রহগণের কারকতা লিখিত হইতেছে। ও তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ের প্রয়োগ যেরূপ গুরুগণের মুখ হইতে শুনা গিয়াছে বা যেরূপ বহুদর্শিতার দ্বারা অনুমিত হইয়াছে তাহাও তৎপশ্চাৎ লেখা যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেষ রাশি—পুরুষ, চর, অগ্নি, চতুষ্পদ, অতিরব, পর্ব্বত, উগ্রপ্রকৃতি, পীত, দিন, পূর্ব্বদিক, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়তা, নৃপ, রক্তবর্ণ পিত্ত প্রকৃতি প্রভৃতির কারক।

বৃষরাশি—স্থির, স্ত্রী, পৃথ্বী, দক্ষিণ দিক, রাত্রি, চতুষ্পদ, শ্বেতবর্ণ, অতিশব্দ, বায়ুপ্রকৃতি, মধ্যবিধস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়তা, ও বৈশ্য প্রভৃতির কারক।

মিথুনরাশি—পশ্চিমদিক, বায়ু, দ্বিপদ, পুরুষ, দ্বিস্বভাব বা দ্ব্যাত্মক, শুক পক্ষীর ন্যায় বর্ণ, মধ্যবিধ স্ত্রীসঙ্গ, শূদ্র, দীর্ঘরব, দিন, বায়ুপিত্তকফ ত্রিদোষবিশিষ্টতা প্রভৃতির কারক।

কর্কটরাশি—বহুস্ত্রীসঙ্গ, চর, স্ত্রী, পাটলবর্ণ, হীনরব, বহুপদ, কফপ্রকৃতি, বিপ্র, জল, নিশা ও উত্তরদিক প্রভৃতির কারক।

সিংহরাশি—পুরুষ, স্থির, অগ্নি, দিন, পীতবর্ণ, পিত্তপ্রকৃতি, পূর্ব্বদিক, চতুষ্পদ, দীর্ঘরব, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়তা, পর্ব্বতভ্রমণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কারক।

কন্যারাশি—স্ত্রী, পাণ্ডুবর্ণ, দ্বিপাদ, দ্ব্যাত্মক, দক্ষিণদিক, বায়ু-প্রকৃতি, পৃথ্বী, অর্দ্ধরব, রাত্রি, বৈশ্য, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, প্রভৃতির কারক।

তুলারাশি—পুরুষ, চর, পশ্চিমদিক, বায়ুপিত্তকফ ত্রিদোষ, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, শূদ্র, দিবা, দ্বিপদ, বায়ু, স্নিগ্ধরব, প্রভৃতির কারক।

বিছারাশি—স্থির, শ্বেত বর্ণ, স্ত্রী, জল, বিপ্র, উত্তরদিক, হীন-রব, বহুপদ, কফপ্রকৃতি, রাত্রি, ও অতিস্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতির কারক।

ধনুরাশি—পুরুষ, কাঞ্চনবর্ণ, পর্ব্বত ভ্রমণ, অতিরব, দিন, পূর্ব্ব-দিক, পিত্তপ্রকৃতি, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, দ্বিস্বভাব, দ্বিপদ, অগ্নি, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কারক।

মকররাশি—চর, পৃথ্বী, অর্দ্ধরব, দক্ষিণদিক, স্ত্রী, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, বায়ু-প্রকৃতি, পিঙ্গলবর্ণ, রাত্রি, বৈশ্য প্রভৃতির কারক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুম্ভরাশি—অপদ, পুরুষ, দিবা, মধ্যস্ত্রীসঙ্গ, স্থির, বিচিত্রবর্ণ, বায়ু, বায়ুপিত্তকফত্রিদোষ, শূদ্র, পশ্চিম দিক, প্রভৃতির কারক।

মীনরাশি—অপদ, স্ত্রী, কফপ্রকৃতি, জল, অতিস্ত্রীসঙ্গ, বিপ্র, রাত্রি, পিঙ্গলবর্ণ, দ্বিস্বভাব, উত্তর দিক প্রভৃতির কারক।

মোটের উপর রাশিগণের কারকতা লিখিত হইল। এক্ষণে গ্রহগণের কারকতা লিখিত হইতেছে।

রবি—আত্মা, স্বভাব, নীরোগতা, সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়জাতি, পূর্ব্বদিক, পিত্তধাতু, রাজ্য, বিদ্রুম, রক্ত বস্ত্র, মাণিক্য, রাজা, বন, পর্ব্বত, ক্ষেত্র, ও পিতার কারক।

চন্দ্র—মাতা, মন, শারীরিক পুষ্টি, বায়ুকোণ, রাজানুগ্রহ, সম্পদ, বৈশ্যজাতি, বাতশ্লেষ্মিকধাতু, গন্ধদ্রব্য, রস, ইক্ষু, গোধূম, ক্ষার, দ্বিজ, শস্য, সত্ত্বগুণ, রৌপ্য প্রভৃতির কারক।

মঙ্গল—শক্তি, ভূসম্পত্তি, চৌর্য্য, রোগ, ভ্রাতৃ, পরাক্রম, অগ্নি, সাহস, দক্ষিণদিক্, ক্ষত্রিয়, তমোগুণ, পিত্তধাতু ও রাজশত্রুর কারক।

বুধ—জ্যোতির্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, শূদ্রজাতি, মাতুল, বাক্‌শক্তি, গণিতবিদ্যা, লেখক, কলাদি শাস্ত্র, বৈদ্য, হাস্য, ভয়, শ্রী, শিল্প, ওকালতী, বাণিজ্য ও বিদ্যার কারক।

বৃহস্পতি—ধন, কর্ম্ম, যজন, দেব, ব্রাহ্মণ, কাঞ্চন, গৃহ, ঈশান কোণ, বস্ত্র, পুত্র, সত্ত্বগুণ, প্রজ্ঞা, কফধাতু, মিত্র, প্রভৃতির কারক।

শুক্র—কলত্র, কার্ম্মুক, অগ্নিকোণ, কফধাতু, ব্রাহ্মণ, কাম সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ, সুখ, গীত, শাস্ত্র, কাব্য, পুষ্প, যৌবন, আভরণ, শুক্র, রজোগুণ, সাধনাজনিত বিভূতি, নেত্র, রজত, যান, বাহন, গর্ব্ব, লোক, মুক্তা, বিভব, ও কবিতাদির কারক।

শনি—মহিষ, ঘোটক, গজ, তৈল, বস্ত্র, শৃঙ্গার, প্রয়াণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বরাজ্য, কাষ্ঠ, অস্ত্র, শস্ত্র, যুদ্ধ, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ জাতি, নীলকান্ত মণি, বিঘ্ন, কেশ, শল্য, শূল, রোগ, দাস, দাসী, তমোগুণ, দুঃখ, আয়ু, মৃত্যুকারণ, দুশ্চিন্তা, বাতশ্লেষ্মিকধাতু, পশ্চিমদিক্, বিপদ, মৃত্যু, ও সম্পদ প্রভৃতির কারক।

রাহু—বায়ুধাতু, গমনকাল, সর্প, নৈঋতকোণ, রাত্রি, নিদ্রা, দ্যূত ও পিতামহ প্রভৃতির কারক।

কেতু—ব্রণ, চর্ম্মরোগ, মাতামহ, স্ফুট, ও ক্ষুধাজনিত কষ্টের কারক।

রবি—তনু, শত্রু, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ভাবের কারক। এইরূপ বৃহস্পতি কর্ম্ম, ধন, একাদশ, পঞ্চম ও নবম ভাবের ; মঙ্গল ভ্রাতৃ ও শত্রুভাবের ; চন্দ্র চতুর্থভাবের ; বুধ, চতুর্থ ও দশমভাবের ; শুক্র, সপ্তমভাবের ; শনি অষ্টম, দশম ও ব্যয়ভাবের কারক। অর্থাৎ উক্ত গ্রহ সকল শুভ ও বলবান হইলে ঐ সকল ভাবের শুভ হয়। ইহার বিপরীতে অশুভ ফল প্রদান করে। বিশেষ এই যে মঙ্গল দুর্ব্বল হইলে সহোদরের দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করিতে পারে। ও শনি বলবান হইলে অল্প দুঃখ ও বলহীন হইলে অধিক দুঃখ প্রদান করে।

বুধ ও শনি নপুংসক ; চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী ও অন্যান্য গ্রহ পুরুষ সংজ্ঞক।

সম্প্রতি কারকতা দ্বারা কিরূপে ফলাফলের বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে।

১। আমরা দেখিয়াছি যে, মেষরাশি অগ্নি সংজ্ঞক ; বৃষ, পৃথ্বী ; মিথুন, বায়ু ; ও কর্কট জলসংজ্ঞক। এইরূপ সিংহ অগ্নিরাশি, কন্যা, পৃথ্বীরাশি ; তুলা, বায়ুরাশি ; বিছা, জলরাশি। ধনু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিরাশি ; মকর পৃথ্বীরাশি ; কুম্ভ, বায়ুরাশি ; ও মীন, জলরাশি। অবশ্য আমরা জগতে দেখিতে পাই যে অগ্নি, জল দ্বারা নির্ব্বাপিত হয় ও অগ্নি পৃথিবীকে দগ্ধ করে। বায়ু অগ্নির সাহায্য করে। পৃথিবী জল দ্বারা অভিষিক্তা হয়, ও পুষ্প ও ফলে সুশোভিতা হয়। এইজন্যই জ্যোতিষীরা বলেন যে বায়ু ও অগ্নি পরস্পর মিত্র। পৃথিবী ও জল পরস্পর মিত্র। এইজন্যই বায়ু ও অগ্নির শত্রু জল ও পৃথ্বী। জ্যোতিষীরা পিতা পুত্র, স্ত্রী পুরুষ, প্রভু ভৃত্য, দুই অংশী প্রভৃতির পরস্পর মিত্রতা হইবে কিনা জানিবার জন্য লগ্ন ও চন্দ্র কোন শ্রেণীর রাশিতে আছে তাহার বিচার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে চন্দ্র মনের কারক। যদি উভয়ের জন্ম কুণ্ডলীতেই চন্দ্র মিত্রভাবাক্রান্ত রাশি গত হয় তাহা হইলে তাহাদের মানসিক প্রকৃতি অনেকটা এক প্রকারের হইয়া থাকে। উভয়ের কুণ্ডলীতে চন্দ্র পরস্পর মিত্রভাবাক্রান্ত রাশিগত না হইলেও যদি লগ্ন পরস্পর মিত্রভাবাক্রান্ত রাশিগত হয় তাহা হইলেও উভয়ের পরস্পর সম্প্রীতি থাকে। অবশ্য মানসিক গঠনের বিভিন্নতা থাকিতে পারে এই মাত্র। যদি একজনের জন্মলগ্ন হইতে অন্যের জন্মলগ্ন ষষ্ঠ ও অষ্টম রাশি গত হয় তাহাহইলে পরস্পরের শত্রুতা অবশ্যম্ভাবী। দ্বাদশ রাশিগত হইলেও শুভ ফল হয় না।

২। মানসিক গুণাগুণ জানিতে হইলে চন্দ্রের অবস্থা ও লগ্ন হইতে চতুর্থাধিপতির বল অবশ্য বিচার্য্য। কারণ চন্দ্র মনের কারক ও চতুর্থভাব হইতে মানসিক গুণাগুণ বিচারণীয়। যদি চতুর্থ ভাবাধিপতি বলবান্ হয় তাহা হইলেই জাতক বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হৃদয় হইতে পারে। এইটী আমাদের প্রথম লক্ষ্য রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram.Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য। অন্যান্যগ্রহের চন্দ্রের সহিত যোগ বা চন্দ্রের উপর দৃষ্টির তারতম্য বশতঃ মনের গঠন ও মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির তারতম্য বুঝা যায়।

(ক) যদি চন্দ্র হীনবল ও নীচস্থ হয় তাহা হইলে মানব প্রায় অব্যবস্থিত চিত্ত হয়। তবে গ্রহযোগ ও দৃষ্টি দ্বারা ফলাফলের তারতম্য হইতে পারে। যদি চন্দ্র শনিদ্বারা যুক্ত বা পূর্ণদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত, অল্পদুঃখে অতি অধিক ম্রিয়মাণ, সন্দিগ্ধ প্রকৃতি, ভবিষ্যত বিষয়ে দুশ্চিন্তায় মগ্ন ও সাধারণতঃ যে সমস্ত বিষয়ের চিন্তা মানবের মনে উদিত না হয় সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তায় রত হয়। কারণ শনি দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারক। বাস্তবিক চতুর্থভাব বলহীন ও চন্দ্র দুর্ব্বল ও শনি দ্বারা পীড়িত না হইলে মানব কখন পাগল হয় না।

(খ) বৃহস্পতি-সত্ত্বগুণ, ব্রাহ্মণ প্রকৃতি ও প্রজ্ঞার কারক। এই জন্য চন্দ্র বৃহস্পতি যুক্ত বা তদ্দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হইলে মন গম্ভীর প্রকৃতি, সত্ত্বগুণী, বহুকষ্টে পড়িলেও স্থির চিত্ত, সুখদুঃখে মানসিক সমভাব বিশিষ্ট ও বিবেচনা শীল হয়। এইজন্যই বৃহস্পতি নীচস্থ প্রভৃতি দোষ যুক্ত হইলে যদি শুভগ্রহ যুক্ত বা দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে মানবের প্রায়ই বিবেচনা শক্তির অল্পতা হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশগত বৃহস্পতি বলবান্ না হইলে মানব প্রায়ই নিজের বিবেচনা দোষে এরূপ কার্য্য করিয়া ফেলে যাহার জন্য পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হয়।

(গ) রবি সত্ত্বগুণের কারক। রবি চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে মানব সত্ত্বগুণী হয় সত্য, কিন্তু চন্দ্র অমাবস্যা তিথিতে অথবা তাহার পূর্ব্ব বা পর তিথিতে রবির সহিত এক রাশিগত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে এইজন্য চন্দ্র ক্ষীণ ও অস্তগত * হওয়ায় এক প্রকার নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এইজন্য সে ব্যক্তির মন কোন চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে যদি বিষয়টী গুরুতর হয় অর্থাৎ যে বিষয়ে বহুক্ষণ একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন এরূপ স্থলে প্রায়ই অবশেষে কোন বিষয়ের মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়া এক প্রকার চিন্তাশূন্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তায় এইরূপ ফল বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। কিন্তু যদি রবি চন্দ্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করে তাহা হইলে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ও বিশেষ বলবান্ হয়; সেরূপ স্থলে মন সত্ত্বগুণী, স্বাধীন প্রকৃতি ও বিশেষ তেজস্বী হইয়া থাকে। অথচ তাহাতে ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য থাকে না। কারণ, রবি সত্ত্বগুণী।

(ঘ) মঙ্গল সাহস ও পরাক্রমের কারক। এই জন্য মঙ্গল চন্দ্রের সহিত যুক্ত হইলে বা চন্দ্র মঙ্গল দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হইলে জাতক ক্রোধী ও উদ্ধত প্রকৃতি হয়। কিন্তু ঐ মঙ্গল তুঙ্গী ও বলবান্ হইলে, যদি তৃতীয় ভাবে পাপগ্রহ থাকে বা তৃতীয় ভাবাধিপতি বলবান্ হয় তাহা হইলে জাতক বিশেষ কৌশলী, বিক্রমী, বীর ও সাহসী হইয়া থাকে।

মঙ্গল শক্তির কারক। মঙ্গল উপচয় গত হইয়া বলবান্ হইলে মানব বলশালী ও বিক্রমী হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পাপগ্রহ মাত্রেই কেন্দ্রগত হইলে অশুভ হয়। এই জন্য মঙ্গল কেন্দ্রগত হইলে মানব উদ্ধত প্রকৃতি, হঠকারী ও একগুঁয়ে হইয়া থাকে।

(ঙ) বুধ বুদ্ধির কারক ও বুধ বালক। এই জন্য বুধ চন্দ্রের

---

*যখন কোনগ্রহ রবির এত নিকটবর্ত্তী হয় যে পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। রবির তেজে যেন ঢাকিয়া যায় তখন তাহাকে অস্তগত কহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত যুক্ত বা চন্দ্র বুধ দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হইলে জাতক বুদ্ধিমান্ ও বালকের ন্যায় সরলচিত্ত হইয়া থাকে। চন্দ্র: মনের কারক। তজ্জন্য স্মৃতি শক্তিরও কারক। এই জন্য চন্দ্র বলশালী হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভিন্ন অন্য ভাব গত হইলে মানব স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন হয়। ও সেইরূপ চন্দ্র ও বুধ একত্র যুক্ত থাকিলে জাতক অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। চন্দ্র হইতে কেন্দ্র কোণগত বুধ ও শুভফল প্রদ।

(চ) শুক্র পত্নী ও কামবিষয়ক ব্যাপারের কারক। ও শুক্র রজোগুণী। এই জন্য চন্দ্র শুক্রের সহিত মিলিত হইলে বা শুক্র কর্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট হইলে জাতক বিষয়ান্বেষী, উচ্চাভিলাষী ও রজোগুণী হয়। তাহার চিত্ত সর্ব্বদা কামাদি চিন্তায় রত থাকে।

(ছ) এই উদাহরণটীতে কেবল পূর্ণদৃষ্টির বিষয়ই লিখিত হইল। পূর্ণদৃষ্টি না হইলে দৃষ্টির ন্যূনাধিক্যবশতঃ ফলেরও ন্যূনাধিক্য কল্পনা করিতে হইবে। বলাবলের ন্যূনাধিক্যও তৎসহ বিচারণীয়।

৩। চন্দ্র সওয়া দুইদিনে একরাশি হইতে অন্যরাশিতে গমন করে। এইরূপ বুধের রাশ্যন্তর গমনের কাল গড়ে ১৮ দিন, শুক্রের ২৮ দিন, রবির একমাস, মঙ্গলের ৪৫ দিন, গুরুর ১বৎসর শনির ২॥০ আড়াই বৎসর ও রাহু ও কেতুর ১॥০ দেড় বৎসর।

শুক্র, চন্দ্র, ও বুধ শীঘ্র শীঘ্র গমন করে বলিয়া উহারা চরগ্রহ ও অন্যান্য গ্রহ স্থিরগ্রহ নামে অভিহিত হয়। রাশির কারকতা লিখিবার সময় লিখিত হইয়াছে যে মেষ, কর্কট, মকর ও তুলা চররাশি। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ স্থির রাশি; মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন দ্ব্যাত্মক রাশি। চর্ ধাতুর অর্থ গমন করা সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চর রাশির অর্থ চঞ্চল রাশি। স্থির ঠিক তাহার বিপরীতার্থ বোধক। দ্ব্যাত্মক চর ও স্থির এতদুভয়ের মিশ্রিত ভাব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দিবা ও রাত্রিতে দ্বাদশটী রাশিরই উদয় ও অস্ত হইতেছে। অর্থানুসারেই বোধ হয় যে যখন চর লগ্ন উদিত হয় তখন কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে সত্বর কার্য্যশেষ হয়। স্থির লগ্নে আরম্ভ হইলে কার্য্যটী বিলম্বে শেষ হয়। দ্ব্যাত্মকলগ্নে আরম্ভ হইলে কার্য্যটী মধ্যবিধ সময়ে সম্পন্ন হয় কিন্তু অনেক সময়ে বহুবিধ বিঘ্ন আসিয়া অভিভূত করে।

যদি জাতকের লগ্ন চর রাশি হয় ও লগ্নাধিপতি চর রাশি গত হইয়া চর গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জাতক বিদেশে ভাগ্যবান্ ও ভ্রমণশীল হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র স্থির রাশি ও স্থির গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে জাতক স্বদেশে ভাগ্যবান্ হয়। যদি চর রাশি লগ্ন হয় অথবা লগ্নাধিপতি চর রাশিস্থিত হয় অথবা লগ্নে চর গ্রহ থাকে তাহা হইলে জাতকের ভ্রমণেচ্ছা বলবতী হয়।

আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই বিদেশে চাকরি বাকরি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় আর পৈতৃকভূমিতে বাস করিয়া যথালব্ধ কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত শাক অন্নে কেহই সন্তুষ্ট নহেন। সুতরাং দেশ কাল পাত্রানুসারে দেখিতে গেলে উপরি উক্ত নিয়মের বেশ বিস্তার করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ চর লগ্ন, লগ্নে চরগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি, লগ্নাধিপতিতে চরগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি, ও লগ্নাধিপতির চর রাশিতে স্থিতি ইহার মধ্যে এক দুইটী হইলেই শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যে নিজের জন্মভূমিতে ভাগ্যোন্নতি হইবেনা ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। যদি স্থির রাশি বা স্থির গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি অধিকাংশ স্থলে হয় তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে পারে যে এরূপ স্থলে ভাগ্যোন্নতি হইবে যেখান হইতে ইচ্ছা করিলে বসত. বাটীতে আসা যায় ও বাটীর সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না। এইরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় যে পল্লী গ্রাম নিবাসী চাষী গৃহস্থ বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহেনা। তাহাদের কোষ্ঠীতে বিশেষ স্থানত্যাগের যোগ না থাকিলে স্থানত্যাগ হইবে একথা বলিবে না। ফলতঃ শুদ্ধ এ বিষয়ে নহে জ্যোতিষের অধিকাংশ ফলাফলই দেশ কাল পাত্র বিচার দ্বারা বলিবে। দেশ কালজ্ঞ জ্যোতিষী দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকেন।

৪। চন্দ্র, বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি জলগ্রহ নামে ও রবি, মঙ্গল ও শনি শুষ্কগ্রহ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জলরাশি। মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নিরাশি। বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বী রাশি। ও মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ুরাশি। অবশ্য নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে জলরাশি ও জলগ্রহের আধিপত্যে মানবের শরীরে জলীয় ভাগের আধিপত্য হয়। বায়ুরাশি, অগ্নিরাশি, ও শুষ্কগ্রহের আধিপত্যে মানবের শরীরে কৃশতা উৎপন্ন হয়। ও পৃথ্বী রাশির আধিপত্যে মানব দৃঢ়কায় হইয়া থাকে। বোধ হয় এই কারণেই জ্যোতিঃ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে লগ্নাধিপতি শুষ্কগ্রহ যুক্ত হইলে, শুষ্ক গ্রহের ক্ষেত্রে স্থিত হইলে অথবা শুষ্করাশিতে অর্থাৎ বায়ু ও. অগ্নি রাশিতে স্থিত হইয়া অষ্টম ভাব গত হইলে মানব শুষ্কদেহ হয়। যদি লগ্ন শুষ্ক রাশিতে হয় ও তাহাতে একাধিক পাপগ্রহ থাকে তাহা হইলেও দেহের কৃশত্ব হয়। লগ্নাধিপতি জলরাশিগত হইয়া জলগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত হইলে স্থূলতনু হয়। এইরূপ কোনও জলগ্রহ লগ্নাধিপতি হইয়া বলবান্ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অন্য জলগ্রহ যুক্ত হইলেও মানব স্থূল হইয়া থাকে। যদি লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন অথবা যদি লগ্ন বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট হয়, যদি জলরাশি লগ্ন হয় ও তাহাতে জলগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে মানব অতিরিক্ত স্থূল হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে যদি অগ্নি বা বায়ু রাশিতে লগ্ন হইয়া লগ্নাধিপতি জল রাশিগত হয় তাহা হইলে তাহার শরীর স্থূল হইবে। অগ্নি বা বায়ু রাশিতে লগ্ন হওয়ায় মোটা হাড় বিশিষ্ট হয়না, ঢোসা শরীর হইয়া থাকে। ঐরূপ লগ্নাধিপতি অর্থাৎ অগ্নি বা বায়ু রাশিতে লগ্ন হইয়া যদি তদধিপতি পৃথ্বী রাশিগত হয় তাহা হইলে তাহার দেহ ও অস্থি মধ্যবিধ পুষ্ট ও দৃঢ় হয়। যদি পৃথ্বী রাশি লগ্ন হয় ও তদধিপতি পৃথ্বী রাশি গত হয়, তাহা হইলে মানবের অস্থি বেশ দৃঢ় বা স্থূল হয়। পৃথ্বী লগ্নের অধিপতি জলরাশি গত হইলে দৃঢ় অস্থি অথচ মধ্যবিধ স্থূল দেহ হয়। জল রাশি লগ্ন হইলে যদি তদধিপতি জল রাশি গত হয় তাহা হইলে মানব স্থূলদেহ হইয়া থাকে। পৃথ্বী লগ্নের অধিপতি অগ্নি বা বায়ু রাশি গত হইলে তাহার ভিতরে বেশ জোর থাকিতে পারে, তাহার অস্থি দৃঢ় বা মোটা হইতে পারে কিন্তু সে ব্যক্তি শারীরিক স্থূলতা প্রাপ্ত হয় না। এইরূপে সকল স্থলে বিচার করিয়া লইতে হইবে ; তবে বিশেষ এই যে লগ্নে বা তদধিপতিতে জলগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে লিখিত নিয়মানুসারে যেরূপ স্থূলতা আইসে তাহা হইতে মানবের স্থূলতা অধিক হইবে ও শুষ্ক গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি ও যোগ থাকিলে স্থূলতার অল্পতা হইবে। যদি জন্ম কালের সময়ের কিছু ইতর বিশেষ থাকে তাহা হইলে এইরূপে চেহারা লক্ষ্য করিয়া লগ্ন নির্ণয় করিতে পারা যায়। সন্দেহ স্থলে লগ্ন নির্ণয় করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এইরূপ আরও অনেক উপায় আছে সে গুলি যথাস্থানে লিখিত হইবে। তবে এই পরীক্ষাটী একটী প্রধান পরীক্ষা বলিয়া জানিবে।

জ্যোতির্বিদেরা দ্বাদশটী রাশিতে জাতকের অঙ্গবিভাগ করেন। লগ্নরাশি জাতকের মস্তক। তাহা হইতে দ্বিতীয় রাশি মুখ ও গলা। তৃতীয় রাশি বক্ষঃস্থল। চতুর্থরাশি হৃৎ। পঞ্চম রাশি ক্রোড়। ষষ্ঠ রাশি কাঁকাল। সপ্তম রাশি বস্তি বা তলপেট। অষ্টম রাশি গুহ্য ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ। নবম রাশি উরু। দশম রাশি জানু। একাদশ রাশি জঙ্ঘা ও দ্বাদশ রাশি পদ। লগ্ন হইতে গণনায় ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি যে রাশিতে পড়িবে অথবা যে রাশির অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিগত হইবে বা অস্তগত* ও বিশেষ দুর্ব্বল হইবে সেই রাশিতে যে অঙ্গ সূচনা করে সেই অঙ্গ

---

* হিন্দুজ্যোতিঃ শাস্ত্রানুসারে গ্রহগণের অস্তাংশ লিখিত হইতেছে। রবিস্ফুট হইতে উভয় পার্শ্বে ১১ অংশ মধ্যে থাকিলে বৃহস্পতি অস্তগত হইয়া থাকে। যথা, রবিস্ফুট ধনুর ১৮ অংশ হইলে (১৮ – ১১ = ৭) ধনুর ৭ অংশ পরে অর্থাৎ ধনুর আট অংশ হইতে (১৮ + ১১ = ২৯) ২৯ অংশ মধ্যে থাকিলে বৃহস্পতি অস্তগত হন। এইরূপ রবির স্ফুটাংশ হইতে উভয় পার্শ্বে ১৫ অংশ মধ্যে শনি থাকিলে শনি অস্তগত হন। এইরূপ রবিস্ফুট হইতে উভয় পার্শ্বে ১৭ অংশ মধ্যে মঙ্গল, ১২ অংশ মধ্যে চন্দ্র, ৮ অংশ মধ্যে বক্রী শুক্র, ১০ অংশ মধ্যে সরলগতি শুক্র ১২ অংশ মধ্যে বক্রী বুধ ও ১৪ অংশ মধ্যে সরলগতি বুধ অস্তমিত হয়। গ্রহগণ যে সময়ে বক্রী হয় অর্থাৎ পৃথিবীবাসী জীবগণের চক্ষে পিছাইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় তাহা পঞ্জিকায় লিখিত থাকে। বলা বাহুল্য যে গ্রহগণ যতই সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয় ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রবির স্ফুট হইতে উভয় পার্শ্বে ৭৷৷০ সাড়ে সাত অংশের মধ্যে আসিলে গ্রহগণ বিশেষ দুর্ব্বল হয়। ও সেইরূপ স্থলে গ্রহগণকে রবির দীপ্তাংশ গত বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করিয়া তাহার কোন স্থায়ি পীড়া হইবে। শুভগ্রহ যোগে ফলের হ্রাস ও অন্যথা হয়।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে রবি পিত্তধাতুর, চন্দ্র বাতশ্লেষ্মিক ধাতুর, মঙ্গল পিত্তের, বুধ বাতপিত্তকফ ত্রিদোষের, বৃহস্পতি ও শুক্র কফের, শনি বাতশ্লেষ্মিক ধাতুর ও রাহু বায়ু প্রধান ধাতুর কারক। এইজন্য রবি পীড়াকর হইলে পিত্তজপীড়া, চন্দ্র পীড়াকারক হইলে বাতশ্লেষ্মিক পীড়া, মঙ্গল হইলে পিত্তজপীড়া, বুধ হইলে ত্রিদোষজ পীড়া, বৃহস্পতি ও শুক্র পীড়া কারক হইলে কফজ, শনি হইলে বাতশ্লেষ্মিক ও রাহু পীড়া কারক হইলে বায়ুজনিত পীড়া উৎপন্ন হয়। পীড়াকারক গ্রহ পৃথ্বী ও জলরাশিতে থাকিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নি ও বায়ুরাশিতে থাকিলে পিত্ত ও বায়ুর বিকৃতি বশতঃ পীড়া হয়। অগ্নি ও বায়ু রাশিতে পীড়াকারক গ্রহ থাকিলে কোন যন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃও পীড়া হইতে পারে। এইগুলি বিচার করিয়া বলিতে পারিলে কোন্ অঙ্গে কোন্ ধাতুর বিকৃতি হইয়া পীড়া উৎপন্ন হইবে তাহা বলা যাইতে পারে। অভ্যাস হইলে যে অঙ্গে স্থায়ী পীড়া থাকিবে তাহাত অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। একটু বিশেষ চেষ্টা করিয়া লোকের জন্ম কুণ্ডলী পরীক্ষা করিলে পীড়াটী কিরূপ হইবে তাহা ক্রমে বলিতে পারা যাইবে। দশাদি বিচার কালেও রবি প্রভৃতি গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু ও রাশিটী অগ্নি, কি বায়ু, কি জল, কি পৃথ্বী ইত্যাদি বিচারের প্রয়োজন। এই সমস্ত ও পূর্ব্বোক্ত মিত্রামিত্রাদি বিচার দ্বারা ফল বলিলে দশা অন্তর্দ্দশার অনেক ফল বলিতে পারা যাইবে।

রবি চন্দ্র ভিন্ন প্রত্যেক গ্রহের দুইটী করিয়া ক্ষেত্র থাকে। এই জন্য ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি অন্য কোন রাশিগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াও স্বক্ষেত্রগত হইতে পারে; এরূপ স্থলে সেই সেই রাশি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের কোনও পীড়া হইবে না। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশির অধিপতি অন্য রাশিগত হইয়া স্বক্ষেত্রগত না হইলেও যদি সেই অন্য রাশির অধিপতি স্বক্ষেত্রগত হয় তাহা হইলেও স্থায়ী পীড়া হয় না। অধিক বয়সে কষ্টপ্রদ হইতে পারে এই মাত্র। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি যে রাশিতে থাকেন সেই রাশির অধিপতি গ্রহ ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশগত না হইয়া স্বীয় ক্ষেত্রে পূর্ণদৃষ্টি করিলেও ঐরূপ ফল হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকটী জন্ম কুণ্ডলীদ্বারা বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

স্বর্গীয় মতিলাল সেন

মুর্শিদাবাদ নিজামত স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক।

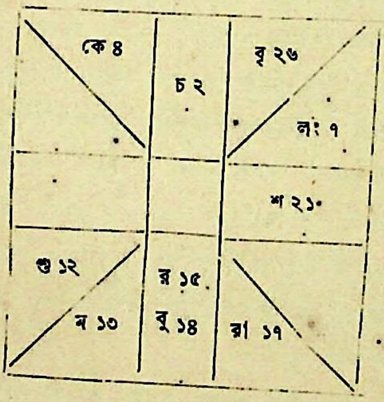

র	৬।১২।১২
চ	০।২৪
ম	৫।১৭
বু	৬। ৫
বৃ	১১।১৫
শু	৬।২৯
শ	৯। ৮
রা	৭।১৫

১৭৬৬।৬।১১।১৯।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্রভাব কুণ্ডলীতে অষ্টমস্থ। ১৮১৬ শকে ১৪ কার্ত্তিক দিবসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথমে দেখা যাউক ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি কোথায় আছে। দেখা গেল যে ষষ্ঠাধিপতি চন্দ্র তৃতীয়ে আছে। অষ্টমাধিপতি নবমে অস্তগত আছে। দ্বাদশাধিপতি ব্যয়ে স্বক্ষেত্রগত। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ ভাবের অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থানস্থিত। তৃতীয়াধিপতি মঙ্গল অষ্টম গত। চতুর্থাধিপতি ও নবমাধিপতি শুক্র ভাব কুণ্ডলীতে অষ্টম ভাবগত। তৃতীয় স্থান—বক্ষঃস্থল। তৃতীয়াধিপতি মঙ্গল অষ্টমগত হওয়ায় ও ষষ্ঠাধিপতি তৃতীয়গত হওয়ায় বক্ষঃস্থলের পীড়া সূচনা করিতেছে। এখানে অবশ্য মঙ্গলের তৃতীয়ে পূর্ণদৃষ্টি আছে সত্য, কিন্তু মঙ্গল অষ্টমস্থ ও বিশেষ, চন্দ্র তৃতীয়ে আছে। চন্দ্র তৃতীয়ে না থাকিলে অষ্টমে থাকিয়াও মঙ্গলের স্বক্ষেত্রে পূর্ণদৃষ্টির কিছু শুভ ফল হইতে পারিত, চতুর্থাধিপতি অষ্টমগত হওয়ায় হৃৎস্থানের পীড়া সূচিত হইতেছে। অষ্টমাধিপতি ও নবমাধিপতি অষ্টমগত হওয়ায় নবমভাগের অর্থাৎ উরু সম্বন্ধীয় পীড়া ও অষ্টমাধিপতি স্বয়ং অস্তগত হওয়ায় শরীরের অষ্টমভাগ অর্থাৎ গুহ্যদ্বার বিষয়ক পীড়া সূচিত হইতেছে।

স্বর্গীয় মতিলাল বাবুর জীবনে দেখা যায় বাস্তবিকই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সকল আশ্রয় করিয়া স্থায়ী পীড়া ছিল। তাঁহার রক্ত-পিত্ত ও কাশ রোগে মৃত্যু হয়। অর্শ অত্যন্ত প্রবল ছিল ও উরুতে একটী শিরা আবদ্ধ থাকায় ভালরূপ বসিতে পারিতেন না। ধনী না হইলেও একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও সৎলোক বলিয়া ইহার মুর্শিদাবাদে বিশেষ সম্মান ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺জগদীশ সেন স্বর্গীয় মতিলাল সেন মহাশয়ের পুত্র। ১৭৯৫।৫।২১।৫৭।২০

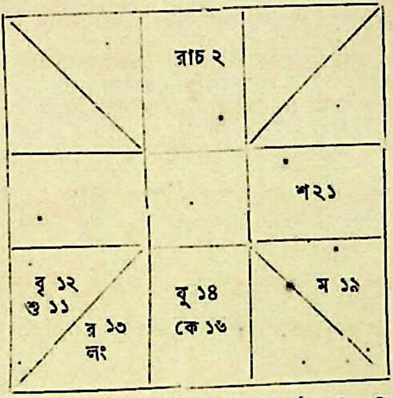

এই কুণ্ডলীতে ষষ্ঠাধিপতি শনি, অষ্টমাধিপতি মঙ্গল, ও ব্যয়াধিপতি রবি। শনি স্বক্ষেত্রস্থ হওয়ায় বিশেষ পীড়াকর হইল না। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি ব্যয় গত হইয়াছে। ও অষ্টমাধিপতি চতুর্থগত হইয়াছে। এইজন্য চতুর্থ রাশি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের নাশ হওয়ায় রক্তপিত্ত ও কাশরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিখ্যাত লেখক ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৭৬০।২।১২।৩৯।৩১

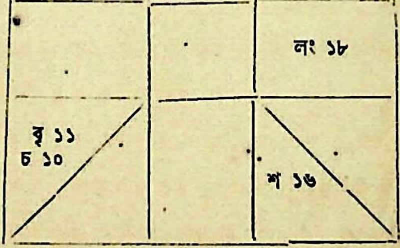

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কুণ্ডলীতে ষষ্ঠাধিপতি স্বক্ষেত্র গত। অষ্টমাধিপতি ষষ্ঠে। সপ্তমাধিপতি ও ব্যয়াধিপতি অষ্টমে। অষ্টমাধিপতি ষষ্ঠে থাকিয়াও বুধ স্বক্ষেত্রগত হওয়ায় ষষ্ঠরাশি নির্দ্দিষ্ট বিভাগে পীড়াকর হয় নাই। কিন্তু আমরা জানি যে বহুমূত্র রোগ মৃত্যুকালে প্রবল হইয়া উক্ত মহাত্মার জীবন নাশ করিয়াছে। বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঐ রোগ চন্দ্র ও বৃহস্পতি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

৬ রবি রাজা। রবির অবস্থান অনুসারে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর অনুগ্রহ প্রভৃতি বিচার করা যায়। যদি রবি উপচয় গত হয় বা কর্ম্মস্থানে রবির পূর্ণদৃষ্টি থাকে তাহা হইলে জাতক রাজানুগ্রহে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। রবি পিতৃকারক এইজন্য রবি ষষ্ঠস্থ হইলে জাতকের শুভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু পিতৃবংশোদ্ভব অর্থাৎ জ্ঞাতি বর্গ হইতে বিশেষ কষ্ট পায়। দেখা যায় রবি লগ্নে থাকিলেও জাতক রাজার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন হয়। বস্তুতঃ বালক জন্মিবামাত্র আয়ু পরীক্ষা করিয়া প্রথমেই রবির অবস্থান বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। কোনও মতে চন্দ্রও রাজার কারক। রবির অবস্থান উৎকৃষ্ট না হইলেও চন্দ্র বলবান হইয়া শুভ ফলদায়ী হইলে রাজার অনুগ্রহলাভ হইতে পারে। এই জন্যই জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে রবি ও চন্দ্র নীচরাশিগত হইয়া নীচাংশ অতিক্রম করিয়া না থাকিলে সর্ব্বপ্রকার রাজযোগ ভঙ্গ হয়। এই জন্যই রবি ও চন্দ্র উভয়েই সর্ব্বপ্রকারে দুর্ব্বল হইলে জাতক কখনই জীবনের অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। রবির শত্রু শনি। যদি রবি ও শনি একত্র অবস্থিত হয় ও পরস্পর পরস্পরের দীপ্তাংশ গত হয় তাহা হইলে জাতক জীবনে বড় অশান্তি ভোগ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবির দীপ্তাংশ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শনিরস্ফুট হইতে উভয় পার্শ্বে ৪৷৹ সাড়ে চারি অংশকে শনির দীপ্তাংশ কহা যায়।*

৭ বৃহস্পতি ধনভাবের কারক। ভাববিচার দ্বারা ধনভাব যতই কেন সুন্দর হউক না, বৃহস্পতির ধনস্থানে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে জাতক ধন সঞ্চয় করিতে পারে না। বৃহস্পতি পুত্রভাবের কারক। বৃহস্পতিদ্বারা পুত্রভাবের ফল কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা পুত্রভাব বিচার কালে লিখিত হইবে।

৮ শনি দুঃখের কারক। আমাদের কোন বন্ধু জ্যোতিষের আলোচনা করিয়া থাকেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে জাতকের যে স্থানে শনি থাকে প্রায়ই দেখা যায় যে তাহার সেই ভাব হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাঁহার কথা নিতান্ত অলীক নহে বরং প্রায় স্থলেই সত্য বলিয়াই বোধ হয়। আমরা একদিন পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে বর্ণন করিলেন যে শনি একজন কঠোর তপস্বী। তিনি স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না। এই জন্য তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে তুমি আমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলে না তোমার যেন আর কাহারও মুখ দেখিতে না হয়। এই জন্যই শনির দৃষ্টিতে গণেশের পর্য্যন্ত মুণ্ড উড়িয়া যায়! ইত্যাদি। বাস্তবিক জ্যোতিঃশাস্ত্রে শনির ফলাফল যাহা লিখিত আছে তাহা ঠিক এই পৌরাণিক

---

* চন্দ্রের স্ফুট হইতে উভয় পার্শ্বে ৬ অংশ করিয়া চন্দ্রের দীপ্তাংশ। এইরূপ স্ফুটাংশ হইতে উভয় পার্শ্বে ৪ অংশ করিয়া মঙ্গলের, ৩৷৹ সাড়ে তিন অংশ বুধের, ৪৷৹ অংশ বৃহস্পতির ও ৩৷৹ অংশ শুক্রের দীপ্তাংশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যানের অনুরূপ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে যে শনি যদি সন্ন্যাসের বা ধর্ম্মোন্নতির দাতা হন তাহা হইলে জাতক পাষণ্ড ব্রতনিরত, দিগম্বর, শ্রাবকমতাবলম্বী কঠোর তপস্বী হয়। আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণ যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, জাতিভেদজ্ঞানশূন্য মহাত্মাগণকে পাষণ্ডব্রত নিরত বলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শনির আধিপত্যে মানবের ধর্ম্মভাব প্রচলিত মত বিরোধী হয় বলিয়া শনিকে ম্লেচ্ছের কারক কহা গিয়া থাকে। কিন্তু শনি সবল হইয়া শুভগ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে ও প্রব্রজ্যার * কারক হইলে জাতক সাধারণ ম্লেচ্ছের ন্যায় হয় না। বিশেষ উচ্চ মতাবলম্বী হইয়া থাকেন। শনির যোগ ভিন্ন সাধক কথনই কঠোর তপস্বী হইতে পারেন না। যদি শনির নবম বা পঞ্চমে স্থিতি বা দৃষ্টি থাকে অথবা শনি যদি প্রব্রজ্যার কারক হন তাহা হইলে জাতক প্রথমাবস্থায় শক্তি প্রভৃতি উগ্রমূর্ত্তির সাধক হন ও তাঁহার কেবল লক্ষ্য থাকে কিরূপে কঠোর তপস্যা দ্বারা "ম্লেচ্ছত্ব" অর্থাৎ জ্ঞান ও সিদ্ধিদ্বারা শৌচাশৌচের অতীত অবস্থা লাভ করিবেন। শুভগ্রহের দৃষ্টিবশতঃ ফলের কিঞ্চিৎ অন্যথা হইতে পারে। নিম্নে দুই একটী কুণ্ডলীদ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে শনির কারকতা বুঝান যাইতেছে।

---

* প্রব্রজ্যার বিষয় পরে লিখিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺পরমহংস রামকৃষ্ণ।

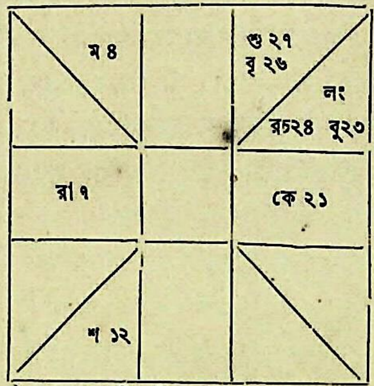

এই কুণ্ডলীতে পঞ্চমাধিপতি বুধ শনির ক্ষেত্রে ও লগ্নাধিপতি শনি বুধের ক্ষেত্রে।* নবমাধিপতি তুঙ্গী শুক্র ও লগ্নাধিপতি শনি পরস্পর পূর্ণদৃষ্টিতে আবদ্ধ। শনি পঞ্চম ভাব ও দশম ভাবকে পূর্ণ পরিমাণে দৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং শনি লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চম পতি ও বলবান্ শুভ যুক্ত নবমপতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া জাতককে উচ্চশ্রেণীর কঠোর তপস্বী করিয়াছে। অবশ্য তিনি বাহ্যতঃ অনেক পরিমাণে লোকাচার রক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্যান্য পরমহংসের ন্যায় অতি উচ্চ উদার ভাবে পূর্ণ ছিল।

---

* এইরূপ ক্ষেত্র বদল হইলে দুইটী গ্রহের যে সম্বন্ধ হয় তাহাকে মুখ্য সম্বন্ধ কহে। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ গ্রহগণের মিলন। এই সম্বন্ধ চারি প্রকারে হইতে পারে। মুখ্য সম্বন্ধই প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধ। গ্রহগণ যদি পরস্পর পূর্ণদৃষ্টিতে দেখে তাহা হইলে দ্বিতীয় সম্বন্ধ হয়। উপরিলিখিত কুণ্ডলীতে শুক্র ও শনি দ্বিতীয় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যদি কোন গ্রহ অন্য কোন গ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়া সেই অপর গ্রহকে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখে অথবা তদ্দারা পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তৃতীয় সম্বন্ধ হয়। যেমন ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত কুণ্ডলীতে চন্দ্র মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকিয়া মঙ্গল দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হইতেছে এইজন্য চন্দ্র ও মঙ্গল তৃতীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ। একত্রে দুইটী গ্রহ থাকিলে যে সম্বন্ধ হয় তাহাকে চতুর্থসম্বন্ধ কহে। যেমন উপরি উক্ত কুণ্ডলীতে রবি ও বুধ পরস্পর চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

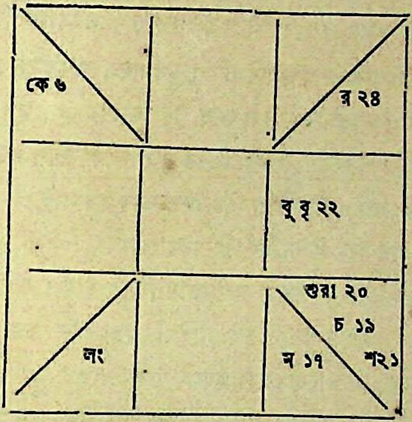

মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জন্ম পত্রিকা।

ইহার পঞ্চমাধিপতি শনি নবমাধিপতি শুক্র চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছে। অবশ্য গ্রহগণের তাদৃশ বল না থাকায় ইনি কঠোর সন্ন্যাসী না হন কিন্তু ইনি যে একজন উচ্চ মতাবলম্বী জাতিভেদজ্ঞান বিবর্জ্জিত জ্ঞান ভক্তি মিশ্রিত সাধক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য শনি কারক হওয়ায় আনুষ্ঠানিক হিন্দুগণের মত হইতে ইহার মত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইতে পারে মাত্র।

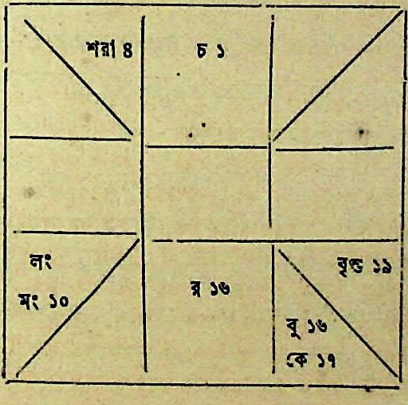

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্ম পত্রিকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পঞ্চমাধিপতি স্বক্ষেত্র গত ও নবমাধিপতি লগ্নে। এবং পঞ্চমাধিপতি ও দশমাধিপতি চতুর্থ সম্বন্ধ করিয়াছে। এইজন্য ইহার জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রিত ভাব পূর্ণ মাত্রায় আছে। ধর্ম্মস্থান সুন্দর। শনি পঞ্চমেশ ও নবমেশের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে। এই জন্য লোকাচার বিবর্জ্জিত ভাব হয় নাই। অবশ্য শনি দশমস্থ হওয়ায় ইনি উচ্চাধিকারী হইয়াছেন।

৯ শনি মৃত্যুর কারক। অষ্টমভাব নিধন স্থান। যদি অষ্টম স্থান চর রাশি হয়, অষ্টমাধিপতি চর রাশিগত হয়, শনি চর রাশি গত হইয়া চর নবাংশে থাকে তাহা হইলে "চর" শব্দের অর্থ হইতেই বুঝা যায় যে জাতকের বিদেশে অর্থাৎ বন্ধু প্রভৃতি শূন্যস্থানে মৃত্যু হইবে। এইরূপ যদি অষ্টম স্থান স্থির রাশি হয়, অষ্টমাধিপতি স্থির রাশিগত হয়, শনি স্থির রাশি গত হয় অথবা স্থির নবাংশে থাকে তাহা হইলে জাতকের স্বগৃহে বন্ধু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মৃত্যু হইবে। এইরূপ অষ্টম স্থান দ্বিস্বভাব রাশি হইলে তাহার স্বগৃহে মৃত্যু হয় না। গৃহ হইতে বাহিরে পথি মধ্যে মৃত্যু হয়।

১০ চতুর্থ স্থান ও শুক্রের অবস্থা দৃষ্টে সুগন্ধি দ্রব্য, বিলাসিতার উপযোগী দ্রব্যাদি লাভ হইবে কি না বিচার করা যায়। যদি চতুর্থাধিপতি কেন্দ্রকোণে বলী হইয়া শুক্র দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হয় তাহা হইলে সুগন্ধ দ্রব্য মাল্য প্রভৃতি সুখলাভ হয়।

শুক্র পাপপীড়িত ও শত্রুযুক্ত হইলে মানব পত্নী বিষয়ে চিত্তে অসুখী হয়। কারণ, শুক্র বিলাসিতা, কামজ ব্যাপার ও শুক্র ধাতুর কারক। শুক্র জল রাশিতে থাকিলে জাতকের শুক্রতারল্য অথবা বহুমূত্র রোগ প্রবণতা হয়। অবশ্য পূর্ব্বলিখিত অঙ্গ বিভাগ অনুসারে সপ্তম ও অষ্টমভাগের পীড়া সূচিত হওয়া চাই। শুক্র অগ্নি ও বায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাশিতে থাকিয়া পীড়াকর হইলে অর্থাৎ ষষ্ঠাষ্টম দ্বাদশগত, অস্তগত, পাপযুক্ত, নীচস্থ প্রভৃতি বহুদোষযুক্ত হইলে জাতকের মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উক্ত রাশিস্থিত শুক্র শুভদায়ী ও বলবান হয় তাহা হইলে জাতক সাধনা দ্বারা কামজয়ী ও ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে পারে। সাধনা না থাকিলেও জাতক সংযতেন্দ্রিয় হয় ও সামান্য কারণে বিচলিত চিত্ত হয় না। পৃথ্বী রাশিগত শুক্র পীড়াকর হইলে শুক্রক্ষরণরূপ মেহরোগ জন্মিতে পারে। মোটামুটী হিসাবে পৃথ্বীরাশিস্থ ও জলরাশিস্থ শুক্রদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয় না। বায়ু রাশি ও অগ্নিরাশিস্থ শুক্র দ্বারা বহুমূত্র হয় না। নিম্নে বহুমূত্ররোগে মৃত দুইটী বিখ্যাত লোকের জন্মকুণ্ডলী প্রদত্ত হইল।

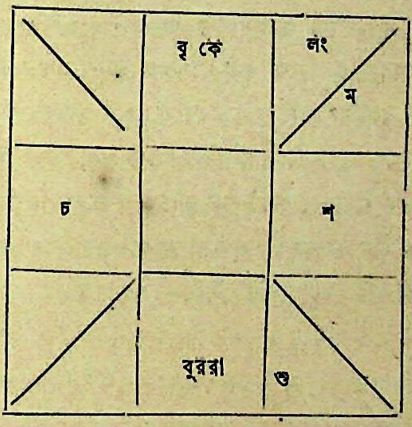

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও লেখক ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রথমে সপ্তম ও অষ্টম স্থান বিচার করিতে হইবে। সপ্তমাধিপতি বুধ ও ষষ্ঠাধিপতি রবি অষ্টম গত হওয়ায় মূত্রস্থলীর পীড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচিত হইতেছে। শুক্র জল রাশিগত হওয়ায় বহুমূত্ররোগ উৎপন্ন হয় ও এই রোগেই উক্ত মহাত্মার মৃত্যু হয়।

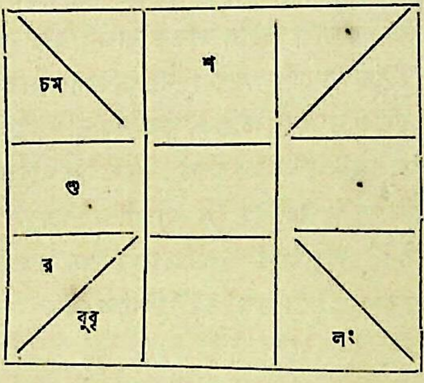

হাজারিবাগের প্রসিদ্ধ উকীল পরলোক-গত বাবু বিহারীলাল ঘোষ মহাশয়ের জন্মপত্রিকা।

ইহার কুণ্ডলীতে ষষ্ঠাধিপতি অষ্টমে। শুক্র জল রাশিগত। সপ্তম ভাবের দুই দিকে দুই পাপগ্রহ। এই জন্য ইহার বহুমূত্র হয় এবং ঐ বহুমূত্রই তাঁহার মৃত্যুকালে প্রবল হইয়াছিল।

১১ বৃহৎ পারাশরীতে লিখিত আছে যে, মেষ সিংহ ও মকর বৃহদ্‌গাত্র, বৃষ দীর্ঘদেহ, কর্কট স্থূল, বৃশ্চিক ক্ষুদ্রদেহ, মিথুন কন্যা তুলা ধনু কুম্ভ ও মীন সমদেহ। লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশটী অঙ্গ কল্পনা করা যায় ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে অঙ্গ বিভাগ সমদেহ রাশিতে পড়িবে অথবা যে অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশিতে সমদেহ রাশির অধিপতি পড়িবে অথবা যে অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশির অধিপতি সমদেহ রাশিতে পড়িবে সেই অঙ্গ সমান অর্থাৎ মানান সই হইবে। এইরূপ যে অঙ্গ বিভাগ বৃহদ্‌গাত্র রাশিতে পড়িবে অথবা বৃহদ্‌গাত্র বা স্থূল রাশির অধিপতি যে অঙ্গনির্দ্দিষ্ট রাশিতে পড়িবে অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশির অধিপতি বৃহদ্‌গাত্র রাশিতে পড়িবে সেই অঙ্গ বৃহদাকার ও স্থূল হইবে। এইরূপ অঙ্গবিভাগ দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র রাশিতে পড়িলে অথবা কোন অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশিতে দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র রাশির অধিপতি পড়িলে অথবা কোন অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশির অধিপতি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র রাশিতে পড়িলে সেই অঙ্গ যথাক্রমে দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র হইবে। যদি দুই তিন গ্রহ পড়ে ত সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ গ্রহের ফলই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইবে। যে গ্রহ কোন অঙ্গনির্দ্দিষ্ট রাশিতে পড়িবে তাহার ফলই প্রথমগণনীয়। যদি কোন গ্রহ না থাকে তাহা হইলে তাহার অধিপতি যেরূপ রাশিতে পড়িয়াছে তাহার ফল ধরিতে হইবে। এই অধিপতি জলগ্রহের সহিত যুক্ত হইলে স্থূলতার আধিক্য উৎপন্ন করিবে। শুষ্কগ্রহদ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে কৃশতা উৎপন্ন করিবে। যদি এরূপ হয় যে কোন অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট রাশি বৃহদ্‌গাত্র হইল ও তাহাতে অন্য কোন স্থূল রাশির অধিপতি আসিয়া মিলিত হইল তাহাহইলে সেই অঙ্গ বিশেষরূপ স্থূল হইবে। এইরূপে ক্ষুদ্ররাশিতে অপর কোন ক্ষুদ্ররাশির অধিপতি আসিয়া মিলিত হইলে সেই অঙ্গ অতিরিক্ত ক্ষুদ্র হইবে। যদি লগ্ন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে অনেক সময় লগ্ন নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী জন্মকুণ্ডলী উদ্ধৃত করা গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

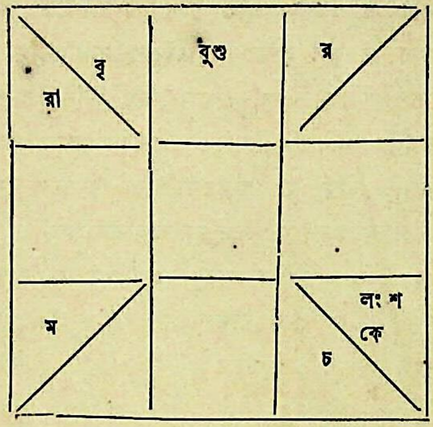

বাবু কালিদাস বন্দোপাধ্যায় বি, এ,
বারাসত গবর্ণমেণ্টস্কুলের শিক্ষক।

ধনু ইহার মস্তক ইহাতে শনি আছে। শনি দুইটী ক্ষেত্রের অধিপতি; মকরের এবং কুম্ভের। এরূপ স্থলে শনিকে কোন্ রাশির অধিপতি বলিয়া গণনা করিতে হইবে? শনি অগ্নিরাশি গত। মকর পৃথ্বীরাশি ও কুম্ভ বায়ুরাশি। পৃথ্বীরাশি ও অগ্নিরাশি পরস্পর শত্রু। কিন্তু অগ্নিরাশি ও বায়ুরাশি পরস্পর মিত্র। এইজন্য অগ্নি রাশি গত শনি বায়ুরাশি কুম্ভের অধিক ফল দিবে। শুদ্ধ যে কেবল এইস্থানেই এইরূপ বিচার করিতে হইবে তাহা নহে। এইরূপ দুই ক্ষেত্র লইয়া সন্দেহ হইলে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। কুম্ভ সমদেহ এইজন্য ইহার মস্তক সমাকৃতি। ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি বৃষে দীর্ঘরাশিতে। এজন্য ইহার মস্তক একটু নারিকেলের খোলের মত দেখায়। মকর কুম্ভে গ্রহ নাই; ইহাদের অধিপতি শনি সমদেহ রাশিতে সুতরাং অঙ্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ সমাকৃতি। চতুর্থ বিভাগে রবি আছে। রবি বৃহদ্গাত্র রাশির অধিপতি এইজন্য চতুর্থ ভাগ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। পঞ্চম ভাগে সমদেহ রাশির অধিপতি বুধ ও শুক্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। কারণ বুধ ও শুক্র উভয়েই অগ্নিরাশিগত। বুধের দুইটী ক্ষেত্রের মধ্যে মিথুন বায়ুরাশি সুতরাং অগ্নিরাশির মিত্র। শুক্রের দুইটী ক্ষেত্রের মধ্যে তুলা বায়ুরাশি। এইজন্য মেষস্থ বুধ ও শুক্র মিথুন ও তুলার ফলদায়ী। মিথুন ও তুলা উভয়েই সমদেহ। এইজন্যই পঞ্চমভাগ সমাকৃতি। এইরূপ ষষ্ঠভাগে বৃহস্পতি আছে। বৃহস্পতি মীনের অধিপতি। সুতরাং ষষ্ঠভাগও মধ্যবিধ; এইরূপে সমস্তভাগ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে নবমভাগে বিশেষত্ব আছে। শরীরের অনুপাতে নবমভাগ বেশ পুষ্ট। কারণ সিংহ বৃহদ্‌গাত্র ও ইহাতে বৃহদ্‌গাত্র মেষরাশির অধিপতি মঙ্গল আছে। যদি ইহার অধিপতি রবি মধ্যাঙ্গরাশিতে না থাকিত তাহা হইলে ইহার উরুদ্বয় আরও পুষ্টাবয়ব হইত। দশমভাগের অধিপতি বুধ ও একাদশ ভাগের অধিপতি শুক্র। উভয়েই বৃহদ্‌গাত্র রাশিতে থাকায় জানু ও জঙ্ঘা উভয়েই পুষ্টাবয়ব। দ্বাদশভাগে স্থূল তনু রাশির অধিপতি চন্দ্র আছে এই জন্য পায়ের পাতা বেশ পুরু। যে সমস্ত অঙ্গ সমাকৃতি আমরা অবশ্য সে গুলির কিছু বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু যে যে অঙ্গে বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ যে যে অঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি বা বৃহদাকার সে গুলি সহজেই নজরে আইসে ও তৎ সাহায্যেই লগ্ন নিরূপণ করার বিশেষ সুবিধা হয়।

কারকতা অনুসারে কিরূপে ফলাফল বিচার করিতে হয় তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। এইরূপে কেবল চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের কারকতার প্রয়োগ বুঝিতে পারা যাইবে। অগ্নিরাশি জলরাশি প্রভৃতির বিচার দ্বারা গৃহদাহ, বৃষ্টি প্রভৃতি, রাশি ও গ্রহ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিক্ বিচার করিয়া যাত্রা, স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তন প্রভৃতি, রাশিগণের নির্দ্দিষ্ট বর্ণ দ্বারা প্রশ্নগণনায় দ্রব্যাদির বর্ণ, গ্রহগণের ও রাশিগণের ব্রাহ্মণাদি বিভাগ দ্বারা প্রশ্নগণনায় তস্করাদির জাতি প্রভৃতি স্থির করিতে পারা যাইবে। যতই অধিক আলোচনা হইবে ততই কারকতার ব্যবহার বুঝিয়া আনন্দ লাভ হইতে থাকিবে।

ভাববিচার।

সাধারণ নিয়ম।

ভাব বিচারের সাধারণ নিয়মাবলী পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে এক প্রকার বিক্ষিপ্ত আছে বলিলেও বলা যায়। সেই গুলি ও আরও কতক গুলি নিয়ম সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। এই সাধারণ নিয়ম গুলি আয়ত্ত থাকিলেও মোটামুটী ফলের বড় একটা অন্যথা হইবে না।

১। যে যে ভাব স্বীয় অধিপতি, শুক্র, বুধ, ও বৃহস্পতি দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয় ও অন্য কোন গ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত ও দৃষ্ট না হয় সেই সেই ভাবের ফল শুভ হইয়া থাকে।

২। শুক্র প্রভৃতি শুভগ্রহই হউক বা রবি প্রভৃতি অশুভ গ্রহই হউক সকল গ্রহই নীচস্থ ও শত্রুগৃহগত হইলে যে ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন সেই ভাবের হানি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি মূল ত্রিকোণগত, স্বক্ষেত্রগত বা তুঙ্গী হন তাহা হইলে হানি না করিয়া বরং ভাবের শুভফলের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

৩। যে ভাবের অধিপতি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হইয়া অস্তগত হন কিম্বা দুঃস্থানগত অর্থাৎ লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ গত হন অথবা যে ভাবে ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশাধিপতি শুভগ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট না হইয়া অবস্থিতি করেন সেই ভাবের নাশ অর্থাৎ অশুভ ফল হইয়া থাকে। শুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলেও শুভফলের অনেক প্রতিবন্ধক হইতে পারে বটে কিন্তু একেবারে অশুভ হয় না। *

৪। যদি কোন ভাবের অধিপতি তুঙ্গী, স্বক্ষেত্রগত, বা মূল-ত্রিকোণ গত হইয়া ও শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট ও যুক্ত হইয়া লগ্ন হইতে কেন্দ্র বা ত্রিকোণগত হয় অর্থাৎ লগ্ন হইতে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চম রাশিগত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের বিশেষ শুভফল হইয়া থাকে। বৃহৎপারাশর বলেন যে চতুর্থ ও দশম বিশেষতঃ সুখ সংজ্ঞক। পঞ্চম ও নবম বিশেষতঃ ধনসংজ্ঞক। এইজন্য কোন ভাবাধিপতি বলবান্ হইয়া চতুর্থে, দশমে, পঞ্চমে ও নবমে থাকিলে শ্রেষ্ঠ ফল হইবে।

---

* যদি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে তাহা লইলে কিরূপ হইবে এরূপ প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি যে ভাবে থাকে সেই ভাবের হানি হওয়ায় ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ ভাবের ও হানি হইবে। সেই জন্য জাতকের শুভফল লাভ হইবে। কারণ ষষ্ঠভাব হইতে শত্রু, অষ্টম হইতে মৃত্যু ও দ্বাদশ হইতে ব্যয় বিচার করা যায়। শত্রু, মৃত্যু ও ব্যয়ের হানি হইলে অবশ্য জাতকের পক্ষে ফল শুভই হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি ভাবাধিপতি বিশেষ বলশালী না হয় ও শুভদৃষ্টযুক্ত না হয় তাহা হইলেও ফল অশুভ হয় না। তবে অবশ্য তত অধিক পরিমাণে শুভও হয় না। ভাবাধিপতি যদি অস্তগত বা নীচস্থ* হন তাহাহইলে কেন্দ্র ত্রিকোণগত হইলেও বিশেষ শুভফল উৎপন্ন করিতে পারে না। অতি ঝঞ্ঝাটের সহিত ও কষ্টে ফললাভ হইয়া হইয়া থাকে। তদুপরি যদি তৃতীয় নিয়মোক্ত ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি সেই ভাব স্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভাবের শুভ-ফলের কিছু মাত্র আশা নাই। এমন কি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি ভাবস্থ হইলে যদি ভাবাধিপতি পূর্ণবলী হইয়াও কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকেন তাহা হইলেও শুভফলের বিশেষ হ্রাস হইয়া যায়।

৫। তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়ম পাঠে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে কোনভাবে বলবান শুভগ্রহ থাকিল অথচ ভাবাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ গত, দুর্ব্বল ও শত্রু গৃহগত হইল তাহা হইলে ফলাফল কিরূপ হইবে। এরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে ভাবাধিপতিই প্রধান কারক। ভাবাধিপতি উক্তরূপে অশুভ হইলে ভাবের শুভ ফলের আশা করা যায় না। যেমন, মনে করুন, দুইটী লোকের মধ্যে একটী স্বভাবতঃ সবল ও আর একটী রুগ্ন ও দুর্ব্বল। রুগ্ন ব্যক্তিকে সবল করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা গেল, নানাবিধ ঔষধ খাওয়ান গেল। তাহা হইলেই কি সেই রুগ্ন ব্যক্তি স্বাভাবিক সবল ও দৃঢ়কায় ব্যক্তির সহিত শক্তিতে সমকক্ষ হইতে পারিবে? কখনই নহে। যে স্বাভাবিক গৌর বর্ণ নহে তাহাকে যতই পাউডার মাখাও না কেন, পিয়ার্সসোপ দ্বারা পরিষ্কার কর না কেন,

---

* কোন ও মতে ভাবাধিপতি স্বক্ষেত্র হইতে সপ্তমে আসিলেও নীচস্থ গ্রহের ন্যায় ভাব ফল বিষয়ে ঝঞ্ঝাট উৎপন্ন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কিছুতেই এরূপ গৌর হইবে না যাহাতে স্বাভাবিক গৌরবর্ণ ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারে। আসলে ভাবাধিপতির বল নাই। ভাবাধিপতি মাজাভাঙ্গা কম জোর। যতই উপরে চাক্‌চিক্য হউক না যতই শুভগ্রহ ভাবে থাকুক্ না কিছুতেই ভাবের সম্পূর্ণ শুভ ফল উৎপন্ন করিতে পারিবে না। তবে বাহিরে অবশ্য চাক্‌চিক্য হইবে অর্থাৎ এক রূপে সামঞ্জস্য করিবে, সামান্য শুভফল উৎপন্ন করিবে এই মাত্র।

৬। উপরিলিখিত ৩ ও ৪ সংখ্যক নিয়মানুসারে ভাবের শুভাশুভ বিচার করিয়া শুভাশুভের আতিশয্য নির্ণয়ার্থ দেখিতে হইবে যে, যে ভাবের বিচার করা যাইতেছে সেই ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিয়া দেখিলে ভাবাধিপতি কোন্ ঘরে পড়ে। যদি ভাবাধিপতি ভাব হইতে গণনায় কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে পড়ে ও যদি সেখানে সেই রাশির অধিপতিও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত হয় ও তাহার উপর পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে শুভ ফলের বৃদ্ধি হয়। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ ঐ ভাব হইতে গণনা করিয়া ৬।৮।১২ রাশিতে পড়িয়া পাপযুক্ত ও শুভগ্রহের দৃষ্টি হীন হইলে শুভফলের হানি হয়।

যদি ৩।৪ সংখ্যক নিয়মানুসারে ফল শুভ হইয়া ষষ্ঠ নিয়মানুসারেও শুভ হয় তাহা হইলে শুভ ফলের আধিক্য হয় ও যদি ৩।৪ নিয়মানুসারে ফল অশুভ হইয়া ষষ্ঠ নিয়মানুসারেও অশুভ হয় তাহা হইলে বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। ফলে দেখা যায় যে তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়মানুসারে যদি ফল শুভ হয় তাহা হইলে মোটের উপর শুভ নিশ্চয়ই হইবে। অশুভ হইলে মোটের উপর নিশ্চয়ই অশুভ হইবে। তবে শুভাশুভের ন্যূনাধিক্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিরীকরণের জন্য ষষ্ঠ নিয়মের প্রয়োজন এই মাত্র। সপ্তম নিয়ম সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

৭। উপরি উক্ত নিয়ম সকল দ্বারা ভাবের শুভাশুভ স্থির করিয়া ভাবের বল সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্ম উপদেশ লিখিত হইতেছে। ভাবাধিপতি যে রাশিতে থাকেন সেই রাশির অধিপতিও দুঃস্থান গত এবং দুর্ব্বল হইলে সেই ভাব কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হয়। উচ্চক্ষেত্র, মিত্রক্ষেত্র ও স্বক্ষেত্রগত হইলে সেই ভাব কিঞ্চিৎ সবল হয়। এই নিয়মও ষষ্ঠ নিয়মের ন্যায় শুভাশুভত্বের ন্যূনাধিক্য নির্ণয়ার্থ প্রয়োজিত হয়। কোনও ভাব বিচার কালে যদি দুই জনের জন্ম কুণ্ডলীতে অন্যান্য নিয়মানুসারে ঠিক একই প্রকার যোগ পড়ে তাহাহইলে সপ্তম নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে দুই জনের মধ্যে কাহার উক্ত ভাবের ফলে শুভ অধিক কাহার অশুভ অধিক।

৮। ভাবাধিপতি কেন্দ্রে, ত্রিকোণে ও দুঃস্থানে থাকিলে যেরূপ ফল হয় লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বাকী থাকিল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও একাদশ। এই তিন স্থানে কোন ভাবাধিপতি পড়িলে কেন্দ্রও ত্রিকোণের ন্যায় শুভ হয় না বটে কিন্তু দুঃস্থানে পড়িলে যেরূপ অশুভ হয় তাহাও হয় না। ফলতঃ কোনও ভাবের অধিপতি ঐ কয় স্থানে পড়িয়া যদি বলবান্ ও শুভগ্রহযুক্ত ও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সেই ভাবের ফল শুভ হইবে। বলবান্‌ও শুভদৃষ্টযুক্ত না হইলে মধ্যবিধ ফল ও দুর্ব্বল নীচ শত্রু গৃহগত ও অস্তগত প্রভৃতি হইলে অশুভ ফল হইবে।

সমস্ত নিয়মের প্রয়োগ কালেই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পাপগ্রহ উপচয় গত হইলে শুভফল প্রদান করে। যদি কোন ভাবাধিপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপগ্রহ হইয়া ষষ্ঠগত হয় তাহা হইলে ষষ্ঠগত হওয়ায় ভাবের বৃদ্ধি করিতে পারে না সত্য, ভাবের ফল অল্প পরিমাণে প্রদান করে সত্য, কিন্তু সেই অল্পটুকু নির্দ্দোষ ও পরিণাম শুভকর। অবশ্য অস্তগত প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলে স্বতন্ত্র কথা।

৯। সমস্ত ভাবেরই বিচার কালে ভাবস্ফুট প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। যদি কোন গ্রহ ভাব সন্ধিতে পড়ে তাহা হইলে সেই গ্রহ নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ কোনও ভাবেরই ফল দাতা হয় না। ঠিক ভাবস্ফুটের উপরে গ্রহ থাকিলে পূর্ণফল দিতে পারে। ভাব সন্ধিতে ও ভাবস্ফুটের উপরে ঠিক না পড়িলে ত্রৈরাশিক দ্বারা ফল বিচার করিয়া লইতে হয়। যথা, মনে কর ভাবস্ফুট ৭।৭ ভাবসন্ধিস্ফুট ৭।২২; যদি কোন গ্রহ ৭ রাশি ২২ অংশে থাকে তাহা হইলে সেই গ্রহ নিষ্ফল। যদি না হয় তাহা হইলে ত্রৈরাশিক করিতে হইবে। গ্রহস্ফুট যেন ৭।১৯ হইল। ৭ রাশি ২২ অংশ ৭ রাশি ৭ অংশ হইতে ১৫ অংশ দূরে। অর্থাৎ গ্রহটী ভাবসন্ধি হইতে ১৫ অংশ অন্তরে থাকিলে ঠিক ভাবস্ফুটে পড়িত ও পূর্ণ ফল প্রদান করিত। কিন্তু ৭ রাশি ১৯ অংশে থাকায় ভাবসন্ধি হইতে ৩ অংশ দূরে আছে। ১৫ অংশ দূরবর্ত্তী হইলে যদি ১ পূর্ণ ফল হয় তাহা হইলে ৩ অংশ দূরবর্ত্তী হইলে কত ফল? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা পাওয়া গেল যে সেই গ্রহ $\frac{1}{5}$ এক-পঞ্চমাংশ মাত্র ফল দিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ ভাব হইতে কি কি বিচার করিতে হয় ?

ভাব বিচারের বিশেষ বিধি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ ভাব হইতে কি কি বিষয়ের বিচার হয় জানা আবশ্যক।

তনুভাব হইতে শরীর, বর্ণ, আকৃতি, যশ, গুণ, স্থান, সুখাসুখ, প্রবাস, দৌর্ব্বল্য বা সরলতা বিচার করিবে।

ধনভাব হইতে ধন, নেত্র, মুখ, বাক্য, কুটুম্ব, মিত্রতা, খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণাদি ধাতু ও ক্রয় বিক্রয়াদির শুভাশুভ চিন্তা করিবে।

সহজভাব হইতে ভ্রাতা, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্থিতি, পরাক্রম, সাহস, কর্ণ, বরাভরণ, বস্ত্র, ধৈর্য্য, বীর্য্য, ফলমূলাদিসৌখ্য, দাসদাসী, প্রতিপালিত লোক প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

চতুর্থ বা সুখভাব হইতে বিদ্যা, জননী, সুখ, সুগন্ধি, গো, বন্ধু, মন, রাজানুগ্রহ, যান, বাহন, ভূসম্পত্তি, গৃহ, পিতৃবিত্ত, প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

পঞ্চম ভাব হইতে দেবভক্তি, রাজানুগ্রহ, পুত্র, (কোনও মতে) পিতা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম, গুপ্তমন্ত্রণা প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

ষষ্ঠ বা শত্রুভাব হইতে শত্রু, ক্ষত, বিঘ্ন, ক্লেশ, নাভি ও উদর দেশ, মধুরাদি ছয় রস, মাতুল, মাসী প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

সপ্তম বা জায়াভাব হইতে বিবাহ, স্ত্রী, পতি, সূপ, গুড়, দধি, ক্ষীর, যাতায়াত, পদপ্রাপ্তি, মূত্রাশয়, নষ্টদ্রব্য, বাণিজ্য প্রভৃতি চিন্তনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম বা নিধন ভাব হইতে জীবন, মরণ, মরণহেতু, খাদ্যসুখ, মরণ স্থান, জয় ও পরাজয় চিন্তা করিবে।

নবম বা ধর্ম্মভাব হইতে ভাগ্য, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি চিন্তনীয়। সর্ব্বার্থচিন্তামণিকার নবম স্থান হইতে পিতৃবিষয়ক বিচার করেন।

কর্ম্মভাব হইতে প্রভুত্ব, সম্মান, ভূষণ, বসন, নিদ্রা, কৃষি, সন্ন্যাস বেদাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, যশ, বিজ্ঞান, বিদ্যা জনিত যশ, উচ্চপদ লাভ প্রভৃতি চিন্তনীয়।

আয় ভাব হইতে সর্ব্ববস্তু লাভ, গজাশ্বাদি, কন্যা, মিত্র, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি চিন্তনীয়।

ব্যয়ভাব হইতে দূরভ্রমণ, দাতৃত্ব, ব্যয়, শয়নাদি সৌখ্য, রাজদণ্ড, নরকে পতন প্রভৃতি চিন্তনীয়।

কিরূপে দশা আনয়ন করিতে হয় ?

ভাব বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দশানয়ন বিষয়ে দুই একটী কথা বলার প্রয়োজন। কারণ সাধারণ নিয়মানুসারেই হউক আর বিশেষবিধি অনুসারেই হউক গ্রহগণ স্ব স্ব ফল প্রায় স্থলেই স্ব স্ব দশা অন্তর্দ্দশা অনুসারে প্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ভাব বিচার কালে মধ্যে মধ্যে দশার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্য ভাববিচার আরম্ভ করার পূর্ব্বেই দশানয়নের রীতি লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুইটী দশা প্রচলিত আছে। একমতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২০ বৎসর আয়ু ধরা হয়। অন্যমতে ১০৮ বর্ষ। এই জন্য প্রথম মতকে বিংশোত্তরী, দ্বিতীয় মতকে অষ্টোত্তরী কহা যায়। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র বিংশোত্তরী মতে গণিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ ভাব হইতে কি কি বিচার করিতে হয় ?

ভাব বিচারের বিশেষ বিধি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ ভাব হইতে কি কি বিষয়ের বিচার হয় জানা আবশ্যক।

তনুভাব হইতে শরীর, বর্ণ, আকৃতি, যশ, গুণ, স্থান, সুখাসুখ, প্রবাস, দৌর্ব্বল্য বা সরলতা বিচার করিবে।

ধনভাব হইতে ধন, নেত্র, মুখ, বাক্য, কুটুম্ব, মিত্রতা, খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণাদি ধাতু ও ক্রয় বিক্রয়াদির শুভাশুভ চিন্তা করিবে।

সহজভাব হইতে ভ্রাতা, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্থিতি, পরাক্রম, সাহস, কর্ণ, বরাভরণ, বস্ত্র, ধৈর্য্য, বীর্য্য, ফলমূলাদিসৌখ্য, দাসদাসী, প্রতিপালিত লোক প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

চতুর্থ বা সুখভাব হইতে বিদ্যা, জননী, সুখ, সুগন্ধি, গো, বন্ধু, মন, রাজানুগ্রহ, যান, বাহন, ভূসম্পত্তি, গৃহ, পিতৃবিত্ত, প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

পঞ্চম ভাব হইতে দেবভক্তি, রাজানুগ্রহ, পুত্র, (কোনও মতে) পিতা, বুদ্ধি, পুণ্যকর্ম্ম, গুপ্তমন্ত্রণা প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

ষষ্ঠ বা শত্রুভাব হইতে শত্রু, ক্ষত, বিঘ্ন, ক্লেশ, নাভি ও উদর দেশ, মধুরাদি ছয় রস, মাতুল, মাসী প্রভৃতি চিন্তা করিবে।

সপ্তম বা জায়াভাব হইতে বিবাহ, স্ত্রী, পতি, সূপ, গুড়, দধি, ক্ষীর, যাতায়াত, পদপ্রাপ্তি, মূত্রাশয়, নষ্টদ্রব্য, বাণিজ্য প্রভৃতি চিন্তনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম বা নিধন ভাব হইতে জীবন, মরণ, মরণহেতু, খাদ্যসুখ, মরণ স্থান, জয় ও পরাজয় চিন্তা করিবে।

নবম বা ধর্ম্মভাব হইতে ভাগ্য, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, তপস্যা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি চিন্তনীয়। সর্ব্বার্থচিন্তামণিকার নবম স্থান হইতে পিতৃবিষয়ক বিচার করেন।

কর্ম্মভাব হইতে প্রভুত্ব, সম্মান, ভূষণ, বসন, নিদ্রা, কৃষি, সন্ন্যাস বেদাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, যশ, বিজ্ঞান, বিদ্যা জনিত যশ, উচ্চপদ লাভ প্রভৃতি চিন্তনীয়।

আয় ভাব হইতে সর্ব্ববস্তু লাভ, গজাশ্বাদি, কন্যা, মিত্র, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি চিন্তনীয়।

ব্যয়ভাব হইতে দূরভ্রমণ, দাতৃত্ব, ব্যয়, শয়নাদি সৌখ্য, রাজদণ্ড, নরকে পতন প্রভৃতি চিন্তনীয়।

কিরূপে দশা আনয়ন করিতে হয় ?

ভাব বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দশানয়ন বিষয়ে দুই একটী কথা বলার প্রয়োজন। কারণ সাধারণ নিয়মানুসারেই হউক আর বিশেষবিধি অনুসারেই হউক গ্রহগণ স্ব স্ব ফল প্রায় স্থলেই স্ব স্ব দশা অন্তর্দ্দশা অনুসারে প্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ভাব বিচার কালে মধ্যে মধ্যে দশার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্য ভাববিচার আরম্ভ করার পূর্ব্বেই দশানয়নের রীতি লিখিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুইটী দশা প্রচলিত আছে। একমতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২০ বৎসর আয়ু ধরা হয়। অন্যমতে ১০৮ বর্ষ। এই জন্য প্রথম মতকে বিংশোত্তরী, দ্বিতীয় মতকে অষ্টোত্তরী কহা যায়। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্র বিংশোত্তরী মতে গণিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। খনার বচনেও পাওয়া যায় "নরা গজা বিশে শয়" অর্থাৎ মানুষ ও হস্তী 'শয়' অর্থাৎ এক শতের উপরে বিশ অর্থাৎ কুড়ি বৎসর বাঁচে। সে যাহা হউক আমাদের এই গ্রন্থোক্ত ফলাফল বিংশোত্তরী দশা অনুযায়ী বলিতে হইবে। ও তাহা হইলে বেশী ফলবান হইবে।

জ্যোতিষীরা ভিন্ন ভিন্ন জন্ম নক্ষত্রে ভিন্ন ভিন্ন দশা কল্পনা করিয়া থাকেন। জন্ম নক্ষত্রের সংখ্যায় ১৬ যোগ করিয়া ৯ দিয়া ভাগ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে সেই অঙ্ক অনুসারে জন্মকালে প্রথম কাহার দশা হইবে নির্ণয় করিতে হয়। ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবির দশা প্রথমে হইবে। ২ থাকিলে চন্দ্রের দশা; ৩ থাকিলে মঙ্গলের; ৪ থাকিলে রাহুর; ৫ থাকিলে বৃহস্পতির; ৬ থাকিলে শনির; ৭ থাকিলে বুধের, ৮ থাকিলে কেতুর; ৯ অথবা ০ থাকিলে জন্ম কালে শুক্রের দশা হইয়া থাকে। রবির দশাকাল ৬ বর্ষ, চন্দ্রের ১০ বর্ষ, মঙ্গলের ৭ বর্ষ, রাহুর ১৮ বর্ষ, বৃহস্পতির ১৬ বর্ষ, শনির ১৯ বর্ষ, বুধের ১৭ বর্ষ, কেতুর ৭ বর্ষ, ও শুক্রের ২০ বর্ষ। প্রথম অধ্যায় অনুযায়ী জন্ম নক্ষত্রের মান ও ভোগ্যমান আনয়ন করিবে। যে দশায় জন্ম হইবে স্থির করিয়া তাহার কয় বৎসর দশা কাল দেখিয়া লইবে। তৎপরে সম্পূর্ণ নক্ষত্রমাণে যদি এত বৎসর হয় তাহা হইলে ভোগ্যমানে কত? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা যে বৎসরাদির অঙ্ক পাওয়া যায় তাহাই জন্মকালের প্রথম দশার ভোগ্য মান। যথা এক জনের যেন ১৩ নক্ষত্রে জন্ম হইল। নক্ষত্রমান যেন ৬০ ও ভোগ্যমান ১৫ দণ্ড। তাহা হইলে কোন্ দশায় জন্ম হইল ও সেই দশা জন্মের পর কত দিন ভোগ করিবে স্থির করার প্রয়োজন। ১৩ র সহিত ১৬ যোগ করিয়া পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল ২৯, ২৯ কে ৯ ভাগ করিয়া বাকী থাকিল ২। সুতরাং পূর্ব্ব-লিখিত পদ্ধতি অনুসারে চন্দ্রের দশায় জন্ম ইহাই পাওয়া গেল, চন্দ্রের দশার ভোগ কাল ১০ বর্ষ। ৬০ দণ্ডে যদি ১০ বর্ষ হয় তাহা হইলে ১৫ দণ্ডে কত? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা ২॥০ আড়াই বৎসর পাওয়া গেল। সুতরাং বালকের জন্মের পর ২॥০ আড়াই বৎসর চন্দ্র দশা থাকিবে ইহাই পাওয়া গেল।

এইরূপে প্রথম দশাকাল বাহির করিয়া লইয়া তৎপরে আর ত্রৈরাশিক করিতে হইবে না। পর পর দশাকাল যোগ করিয়া গেলেই চলিবে। যেমন, চন্দ্রের দশা জন্মের পর ২ বৎসর ৬ মাস ভোগ হইল। তাহার পর মঙ্গলের দশা লিখিত আছে ও তাহার পরিমাণ ৭ বর্ষ। সুতরাং ২ বৎসর ৬ মাস বয়সের পর ৭ বৎসর অর্থাৎ ৯ বৎসর ৬ মাস বয়স পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা থাকিবে। তাহার পর রাহুর দশা ১৮ বৎসর অতএব ৯ বর্ষ ৬ মাস বয়ঃক্রমের পর ১৮ বৎসর অর্থাৎ ২৭ বৎসর ৬ মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাহুর দশা চলিবে। এইরূপ অন্যান্য দশা সম্বন্ধেও জানিবে। যদি যোগ দিতে দিতে শুক্রের দশা আসিয়া পড়ে ও তৎপরে আরও যোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তৎপরে রবির দশাকাল যোগ দিবে। তৎপরে চন্দ্রের। ইত্যাদি।

এইরূপে স্থূল দশা নির্ণয় করিয়া সূক্ষ্ম ফল বিচারের জন্য অন্তর্দ্দশা আনয়নের প্রয়োজন। বিংশোত্তরী দশায় অন্তর্দ্দশা আনয়নের রীতি এই :—যে গ্রহের দশায় যে গ্রহের অন্তর্দ্দশার কাল নির্ণয় করিতে হইবে সেই উভয় গ্রহের দশার পরিমাণকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে ১০ দিয়া ভাগ দিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তত সংখ্যক মাস অন্তর্দ্দশার কাল। যেমন রবির দশায় চন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্দ্দশার কত দিন ভোগ কাল জানিবার প্রয়োজন হইল। রবির দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের দশাকাল ১০ বর্ষ। উভয়ের গুণফল ৬০ ইহাকে ১০ ভাগ করিলে ৬ হইল। অতএব রবির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দ্দশাকাল ৬ মাস মাত্র।

সমস্ত গ্রহেরই দশায় প্রথমে তাহার নিজের অন্তর্দ্দশা হইয়া থাকে। তৎপরে তৎপরবর্ত্তী গ্রহের এইরূপ হিসাবে অন্তর্দ্দশা হয়। যেমন রবির দশায় প্রথমে রবির অন্তর্দ্দশা। তৎপরে চন্দ্রের, তৎপরে মঙ্গলের, তৎপরে রাহুর ; এইরূপে পর পর গিয়া রবির দশায় শেষ অন্তর্দ্দশা শুক্রের। রবির দশায় শুক্রের অন্তর্দ্দশা শেষ হইলেই চন্দ্রের দশা পড়িবে। চন্দ্রের দশার প্রথমে চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা ও শেষ অন্তর্দ্দশা রবির ইত্যাদি।

নিম্নে গ্রহগণের দশা ও অন্তর্দ্দশার কাল লিখিত হইল।

	বৎ	মা.	দি.	চন্দ্রদশা	বৎ	মাস.
রবির দশায় রবির অন্তর্দ্দশা	০	৩	১৮	চচ	০	১০
এইরূপ র „ চ „	০	৬	০	চম	০	৭
র „ ম „	০	৪	৬	চরা	১	৬
র „ রা „	০	১০	২৪	চবৃ	১	৪
র „ বৃ „	০	৯	১৮	চশ	১	৭
র „ শ „	০	১১	১২	চবু	১	৫
র „ বু „	০	১০	৬	চকে	০	৭
র „ কে „	০	৪	৬	চশু	১	৮
র „ শু „	১	০	০	চর	০	৬
সমষ্টি বর্ষ	৬	০	০	সমষ্টি	১০ বর্ষ	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুজদশা		রাহুর দশা		গুরু দশা		শনি দশা	
মম	০।৪।২৭	রারা	২।৮।১২	বৃবৃ	২।১।১৮	শশ	৩।০।৩
মরা	১।০।১৮	রাবৃ	২।৪।২৪	বৃশ	২।৬।১২	শবু	২।৮।৯
মবৃ	০।১১।৬	রাশ	২।১০।৬	বৃবু	২।৩।৬	শকে	১।১।৯
মশ	১।১।৯	রাবু	২।৬।১৮	বৃকে	০।১১।৬	শশু	৩।২।০
মবু	০।১১।২৭	রাকে	১।০।১৮	বৃশু	২।৮।০	শর	০।১১।১২
মকে	০।৪।২৭	রাশু	৩।০।০	বৃর	০।৯।১৮	শচ	১।৭।০
মশু	১।২।০	রার	০।১০।২৪	বৃচ	১।৪।০	শম	১।১।৯
মর	০।৪।৬	রাচ	১।৬।০	বৃম	০।১১।৬	শরা	২।১০।৬
মচ	০।৭।০	রাম	১।০।১৮	বৃরা	২।৪।২৪	শবৃ	২।৬।১২
সমষ্টি	৭ বর্ষ	সমষ্টি	১৮ বর্ষ	সমষ্টি	১৬ বর্ষ	সমষ্টি	১৯ বর্ষ

বুধ দশা		কেতু দশা		শুক্র দশা	
বুবু	২।৪।২৭	কেকে	০।৪।২৭	শুশু	৩।৪।০
বুকে	০।১১।২৭	কেশু	১।২।০	শুর	১।০।০
বুশু	২।১০।০	কের	০।৪।৬	শুচ	১।৮।০
বুর	০।১০।৬	কেচ	০।৭।০	শুম	১।২।০
বুচ	১।৫।০	কেম	০।৪।২৭	শুরা	৩।০।০
বুম	০।১১।২৭	কেরা	১।০।১৮	শুবৃ	২।৮।০
বুরা	২।৬।১৮	কেবৃ	০।১১।৬	শুশ	৩।২।০
বুবৃ	২।৩।৬	কেশ	১।১।৯	শুবু	২।১০।০
বুশ	২।৮।৯	কেবু	০।১১।২৭	শুকে	১।২।০
সমষ্টি	১৭ বর্ষ	সমষ্টি	৭ বর্ষ	সমষ্টি	২০ বর্ষ

৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত দ্বিতীয় সংখ্যক কুণ্ডলীর ও ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত কুণ্ডলীর বিংশোত্তরী মতে দশা অন্তর্দ্দশা লিখিত হইতেছে।

৭২ পৃষ্ঠার লিখিত দ্বিতীয় সংখ্যক কুণ্ডলীর জাতাহ পরাহ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে জন্ম দিনে ৯ সংখ্যক নক্ষত্র অর্থাৎ অশ্লেষানক্ষত্র ১০ দণ্ড ৫০ পল ছিল। তৎপরে দশম নক্ষত্র আরম্ভ হইয়া তৎপরদিন ১৫ দণ্ড ৫৭ পল ছিল, সুতরাং নক্ষত্রমান ৬৫।৭ ; জন্ম সময় ৩৯।৩১ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং নক্ষত্রের ভুক্ত মান ২৮।৪১ এবং ভোগ্যমান ৩৬।২৬ ; জাতকের দশমনক্ষত্রে জন্ম। ১০+১৬=২৬ ; ইহাকে ৯ ভাগ করিলে ৮ অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং জাতকের কেতুর দশায় জন্ম। কেতুর দশার পূর্ণভোগ কাল ৭ বৎসর। ৬৫।৭এ যদি ৭ বর্ষ হয় তাহা হইলে ৩৬।২৬এ কত হইবে ? এই ত্রৈরাশিকের দ্বারা প্রায় ৩ বৎসর ১১ মাস পাওয়া গেল। ইহার শেষ ১১ মাস ২৭ দিন বুধের অন্তর্দ্দশা। তৎপূর্ব্বে শনির অন্তর্দ্দশা ১ বর্ষ ১ মাস ৯ দিন। সুতরাং শনি ও বুধের অন্তর্দ্দশায় মোট ২ বৎসর ১ মাস ৬ দিন হইল। তৎপূর্ব্বে বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশা ১১ মাস ৬ দিন। সুতরাং বৃহস্পতি, শনি ও বুধের অন্তর্দ্দশায় মোট ৩ বৎসর ১২ দিন হইল। তৎপূর্ব্বে রাহুর অন্তর্দ্দশা ১ বৎসর ১৮ দিন। সুতরাং জাতকের কেতুর দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশায় জন্ম হইল ও তাহার জন্মের পর কেতুর দশায় রাহুর অন্তর্দ্দশা ১০ মাস ১৮ দিন কাল ভোগ করিবে।

	বর্ষ	মাস	দিন
অতএব জাতকের কেতুর দশায় রাহুর অন্তর	০	।১০	।১৮

তৎপরে পূর্ব্বলিখিত অন্তর্দ্দশাকালদৃষ্টে দেখা যায় কেবৃ ০।১১।৬

১।৯।২৪ পর্য্যন্ত কেবৃ

তৎপরে কেশ ১।১।৯

২।১১।৩ বর্ষাদি পর্য্যন্ত

তৎপরে কেবু ০।১১।২৭

৩।১১।০ বর্ষাদি পর্য্যন্ত

তৎপরে শুশু ৩।৪।০

৭।৩।০ পর্য্যন্ত

এইরূপে পর পর শুক্রের দশার সমস্ত অন্তর্দ্দশাকাল যোগ করিয়া গেলে ২৩ বর্ষ ১১ মাস হইবে। তৎপরে রবিদশা ২৯।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত। তৎপরে চন্দ্র দশা ৩৯।১১ পর্য্যন্ত। তৎপরে কুজদশা ৪৬।১১ পর্য্যন্ত

৪৬।১১
তৎপরে রারা ২।৮।১২

সুতরাং ৪৯।৭।১২ পর্য্যন্ত

তৎপরে রাবৃ ২।৪।২৪

৫২।০।৬

রাশ ২।১০।৬

৫৪।১০।১২

রাবু ২।৬।১৮

৫৭।৫

এই অন্তর্দ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হয়। অষ্টমভাব বিচারে মারকাধ্যায় দেখ।

৭০ পৃষ্ঠার লিখিত দৃষ্টে কুণ্ডলী

নক্ষত্রের ভোগ্যমানাদি নিরূপণ করিয়া বিংশোত্তরী মতে শুক্রের দশায় জন্ম পাওয়া গেল।

শুক্রের দশা জন্মের পর ২ বৎসর ৮ মাস ছিল।

তৎপরে রবিদশা ৬

৮।৮

তৎপরে চন্দ্রদশা ১০

১৮।৮

তৎপরে কুজদশা ৭

২৫।৮

তৎপরে রাহুদশা ১৮

৪৩।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপরে বুর	২।১।১৮
	৪৫।৯।১৮
বুশ	২।৬।১২
	৪৮।৪
বুবু	২।৩।৬
	৫০।৭।৬

এই সময় তাঁহার মৃত্যু হয় (মারকাধ্যায় দেখ)।

তনুভাব বিচার।

ভাব বিচারের পূর্ব্বে লগ্ন বা তনুভাব স্ফুট প্রভৃতি ভাল করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য। ৬৬ ও ৮০ পৃষ্ঠায় সন্দেহস্থলে লগ্ন নিরূপণের জন্য দুইটী সঙ্কেত লিখিত হইয়াছে। অবশ্য সর্ব্বোপরি গণিতের স্থান থাকা কর্ত্তব্য। যদি গণিত দ্বারা কুম্ভ লগ্ন হয় তাহাকে জোর করিয়া আমরা মীন লগ্ন কিরূপে বলিব। কারণ, গণিত অপেক্ষা সত্য বিদ্যা পার্থিব জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটী কথা আছে। প্রথমতঃ অনেক পল্লীগ্রামে সময় নির্ণয়োপযোগী ঘড়ি কি অন্য কোনও যন্ত্র নাই। দ্বিতীয়তঃ ঘড়ি থাকিলেও ঘড়িটী যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? তৃতীয়তঃ সহর বা রেলওয়ে ষ্টেশনের ঘড়িতেও সময়ে সময়ে কিছু কিছু তফাৎ দৃষ্ট হয়। চতুর্থতঃ যদিই দৈবাৎ বিশুদ্ধ সময় পাওয়া গেল হয়ত এইরূপ হইল যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সংবাদ আসিতে আসিতে সময়ের বিভিন্নতা হইয়া গেল। পঞ্চমতঃ অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে বালকের একখানি অঙ্গ বাহির হওয়ার হয়ত অনেক পরে সন্তান সম্পূর্ণ প্রসূত হইল। এরূপস্থলে কোন সময়কে প্রসবকাল ধরিতে হইবে নির্ণয় করা দুরূহ। ষষ্ঠতঃ আমরা যে সমস্ত পঞ্জিকা ব্যবহার করি তাহাতে সূর্য্যের উদয়াস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল প্রভৃতি যে ঠিক আছে তাহা কে বলিল ? দুই খানি পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে দুই খানিতে দুই প্রকার কাল লিখিত আছে। সমস্ত দিবস ২৪ ঘণ্টায় হয় না। অথচ আমরা ৬০ দণ্ডে দিন ধরিয়া থাকি। লগ্নমানাদিরও গোলযোগ। কারণ অয়নাংশ প্রতিদিনই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তজ্জন্য এক লগ্নমান প্রতিদিন হইতে পারে না, অথচ প্রতিদিন ত পরের কথা প্রতি মাস ভিন্ন ভিন্ন লগ্নমান করা এক প্রকার অসম্ভব। সপ্ত-মতঃ আজি কালিকার পঞ্জিকা প্রায়ই কলিকাতার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকার প্রয়োজন। এক পঞ্জিকা হইতে কখনই সকল স্থানের তিথি নক্ষত্রাদি নির্ণীত হইতে পারে না। আমাদের দেশে অধিক কি কোথায় ঢাকা কোথায় বা কলি-কাতা অথচ কলিকাতার পঞ্জিকার গণিত তিথি নক্ষত্রাদিই ঢাকায় ঠিক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

যদিচ অবশ্য পার্থক্য সামান্য হইতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা বিশেষ গোলমাল হইতে পারে। বিশেষতঃ সন্ধি লগ্ন স্থলে ত বড়ই গোল। কোনও লগ্ন শেষ হইতে দুই পাঁচ মিনিট দেরী আছে অথবা কোনও লগ্ন দুই পাঁচ মিনিট হইল আরম্ভ হইয়াছে সেরূপস্থলে পূর্ব্ব লিখিত নানাবিধ সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকায় বিশেষ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে লগ্ন নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি নিয়ম থাকা প্রয়োজন। এবং এই জন্যই জ্যোতি-ষীরা লগ্ন নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ সঙ্কেত প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

১। চন্দ্র যথা লগ্ন তথা অথবা ত্রিকোণে। ক্ষেত্রাধিপের বিযোড় ঘরে যষ্ঠাদাসে ভনে। অর্থাৎ জন্ম কুণ্ডলীর যেখানে চন্দ্র থাকিবে সেই রাশিতে অথবা তাহা হইতে পঞ্চম ও নবম রাশিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লগ্ন হইবে। অথবা চন্দ্র যাহার ক্ষেত্রে আছে সেই দ্বিতীয় গ্রহ হইতে বিযোড় ঘরে লগ্ন হইবে। সাধারণতঃ সকলেই এই বচন অনুসারে লগ্ন নির্ণয় করেন।

২। রাহু যে রাশিতে থাকিবে মেষ হইতে গণনায় সেই রাশির সংখ্যা, এইরূপ রবি যে রাশিতে থাকিবে সেই রাশির সংখ্যা ও লগ্ন যে রাশিতে থাকিবে তাহার সংখ্যা এই তিনটী সংখ্যা একত্র করিয়া যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যদি অবশিষ্ট সংখ্যা সম অর্থাৎ যোড়া হয় তাহা হইলে সেই লগ্নে স্ত্রীলোক জন্মিবে ও বিযোড় সংখ্যা অথবা ০ অবশিষ্ট হইলে সেই লগ্নে পুরুষ জন্মিবে। আমি পশ্চিম প্রদেশের অনেক পণ্ডিতকে শুদ্ধ এই প্রমাণ অনুসারে লগ্ন নির্ণয় করিতে দেখিয়াছি।

৩। জন্মকালে রবি যে নক্ষত্রে থাকেন দিবার প্রথমার্দ্ধে জন্ম হইলে তাহা হইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে সেই রাশিই লগ্ন হইবে। শেষার্দ্ধে হইলে দ্বাদশ নক্ষত্রে যে রাশি আইসে সেই রাশি; রাত্রির পূর্ব্ব অর্দ্ধে জন্ম হইলে সপ্তদশ নক্ষত্রের রাশি ও শেষার্দ্ধে হইলে চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্রের রাশি লগ্ন হইবে। যেমন, রবি ৫ নক্ষত্রগত হইলে যদি দিবার প্রথমার্দ্ধে জন্ম হয় তাহা হইলে ৫ হইতে সপ্তম অর্থাৎ ১১ নক্ষত্রে যে রাশি আইসে সেই রাশি লগ্ন। এক্ষণে আমরা জানি যে ২।০ সওয়া দুই নক্ষত্রে এক রাশি। ৪ রাশিতে ৪ × ২।০ = ৯ নক্ষত্র। সুতরাং ১০।১১ ও১২ নক্ষত্রের এক চতুর্থাংশ লইয়া ৫ সংখ্যক রাশি; অতএব ৫ সংখ্যক রাশি অর্থাৎ সিংহ রাশি লগ্ন। এইরূপ দিবার শেষার্দ্ধে জন্ম হইলে ৫ হইতে দ্বাদশ নক্ষত্রের রাশিতে অর্থাৎ ১৬ নক্ষত্রের রাশিতে অর্থাৎ তুলায় বা বৃশ্চিকে লগ্ন হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। অবশ্য সূর্য্যের উদয় কালে ও অস্তকালে এই নিয়ম খাটিবে না। অনেক জ্যোতিষী কেবল এই বচন অনুসারে লগ্ন নির্ণয় করেন।'

৪। ৬৬ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়ম।

৫। ৮০ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়ম।

৬। বৃহৎ পারাশরীতে লিখিত আছে যে প্রাণপদ, গুলিক অথবা নিশাকর অনুসারে যে লগ্ন শুদ্ধ করিয়া না লওয়া যায় তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। যদি চন্দ্ররাশি পতি সবল হয় তাহা হইলে চন্দ্র হইতে বিযোড় ঘরে লগ্ন স্থাপন করিবে। যদি গুলিক রাশি পতি সবল হয় তাহা হইলে গুলিক হইতে বিযোড় ঘরে লগ্ন স্থাপন করিবে। অথবা গুলিকের নবাংশ হইতে বিযোড় ঘরে ও লগ্ন হইতে পারে।*

---

* পঞ্জিকায় প্রত্যহ যে দিবামান লেখা থাকে তাহাকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক একটী অধিপতি কল্পিত হয়। শনির ভাগ বা খণ্ডই গুলিক নামে অভিহিত। দিবাতে বারাধিপতি হইতে পর পর গণনা করিতে হয়। এইরূপে রাত্রিতে জন্ম হইলে রাত্রিমানকে আট ভাগ করিয়া বারাধিপতি হইতে পঞ্চম গ্রহ প্রথম খণ্ডের অধিপতি। তাহার পরবর্ত্তী গ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের অধিপতি। এইরূপে পর পর গণনা করিয়া যে খণ্ডের অধিপতি শনি হইবে সেই খণ্ডই গুলিক। যেমন কোন তারিখে রবিবারে দিবামান যেন ৩২ দণ্ড হইল। ৩২কে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া ৪ পাওয়া গেল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে দিনে জন্ম হইলে বারাধিপতি হইতে গণনা করিতে হয়। অতএব রবিবারে জন্ম হওয়ায় প্রথম ৪ দণ্ডের অধিপতি রবি। তৎপরবর্ত্তী ৪ দণ্ডের চন্দ্র, তৎপরে ৪ দণ্ডের মঙ্গল, তৎপরে ৪ দণ্ডের বুধ, তৎপরে ৪ দণ্ডের বৃহস্পতি, তৎপরে ৪ দণ্ডের শুক্র ও তৎপরে ৪ দণ্ডের শনি। শনির খণ্ডই গুলিক। প্রথম হইতে শনির খণ্ড পর্য্যন্ত সময় গুলির সমষ্টি করিলে আমরা ২৮ পাই অতএব উক্ত দিনে ২৮ দণ্ডের সময় যে লগ্ন তাহাই গুলিক। এবং ঐ লগ্নের স্ফুটই গুলিক স্ফুট। দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন রাশিতে লগ্ন পড়িবে স্থির করিয়া তাহার কোন অংশে লগ্নস্ফুট হইবে তাহা জানিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন। এইজন্য

বা রাত্রির অষ্টমভাগের কোন অধিপতি নাই। রাত্রে জন্ম হইলেও এই রূপই করিতে হইবে। যথা রবিবার ও দিনমান ৩২দণ্ড ধরিয়াছি। সুতরাং রাত্রিমান =৬০−৩২=২৮দণ্ড। ইহার ৮ম ভাগ=৩দণ্ড ৩০পল। প্রথম ৩ দণ্ড ৩০ পল রবি হইতে পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতির খণ্ড। তৎপরে ৩।৩০ শুক্রের তৎপরে ৩।৩০ শনির। অতএব ৩।৩০+৩।৩০+৩।৩০=১০।৩০ দশ দণ্ড ত্রিশ পলের সময়ের লগ্নই রাত্রিতে গুলিক হইবে। এবং ঐ লগ্নের স্ফুটই গুলিক স্ফুট।

লগ্নের অর্দ্ধভাগের নাম হোরা, তৃতীয়াংশের নাম দ্রেক্কাণ, নবম ভাগের নাম নবাংশ, ১২ ভাগের এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। সাত ভাগের এক ভাগের নাম সপ্তাংশ। ৩০ অংশে এক রাশি। অতএব হোরার পরিমাণ ১৫ অংশ। দ্রেক্কাণের পরিমাণ ১০ অংশ। নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ ২০ কলা। দ্বাদশাংশের পরিমাণ ২ অংশ ৩০ কলা। সপ্তাংশের পরিমাণ প্রায় ৪ অংশ ১৭ কলা ৯ বিকলা।

বিষম রাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ,তুলা, ধনু, কুম্ভ রাশির প্রথম হোরার অধিপতি রবি ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চন্দ্র। সমরাশির অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা বিছা, মকর, ও মীনের ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি রবি।

কোন রাশির অধিপতি সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি। তাহা হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি। ও নবম রাশির অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি। যথা বৃষ রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি সেই রাশির অধিপতি শুক্র। বৃষ হইতে পঞ্চম রাশি কন্যা। তদধিপতি বুধই বৃষের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি। বৃষ হইতে নবম রাশি মকর। তদধিপতি শনিই বৃষের তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি।

যে কোন রাশির নবাংশ ত্রিকোণস্থ চররাশি হইতে গণনা করিতে হয়। যথা মেষের নবাংশ গণিতে হইলে মেষ স্বয়ং চররাশি বলিয়া মেষ হইতেই গণিতে হইবে। বৃষ স্বয়ং চররাশি নহে। বৃষ হইতে নবম ও পঞ্চম রাশির মধ্যে যে রাশি চর হইবে তাহা হইতে গণিতে হইবে। বৃষের পঞ্চম রাশি ও চর নহে কিন্তু বৃষের নবম মকর রাশি চর রাশি। অতএব বৃষের নবাংশ গণিতে হইলে মকর হইতে গণনীয়। এইরূপ মিথুনের নবাংশ তুলা হইতে গণিতে হইবে। এইরূপে অন্যান্য রাশিতেও বিচার করিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাউক ধনুর ১৬ অংশে লগ্ন হইলে কোন রাশিতে নবাংশ পড়িবে। ৩ অংশ ২০ কলায় এক নবাংশ। সুতরাং ১৩ অংশ ২০ কলার পর পঞ্চম নবাংশ আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষীরা যে যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা লিখিত হইতেছে।

হইয়া ১৬ অংশ ৪০ কলায় শেষ হইবে। অতএব ধনুর পঞ্চম নবাংশে লগ্ন হইতেছে। ধনুর ত্রিকোণস্থ চর রাশি মেষ। মেষ ধনুর প্রথম নবাংশ হইবে। ও মেষের অধিপতিই ধনুর প্রথম নবাংশের অধিপতি। এইরূপ দ্বিতীয় নবাংশ বৃষে এইরূপে পঞ্চম নবাংশ মেষ হইতে পঞ্চম রাশি সিংহে হইবে ও সিংহের অধিপতি রবি ধনুর পঞ্চম নবা শের অধিপতি।

গুলিক স্ফুট পূর্ব্ব লিখিত রীতি অনুসারে বাহির করিয়া এই নিয়মানুসারে গুলিকের নবাংশ যে রাশিতে পড়িবে সেই রাশি হইতে বিষোড় ঘরেও লগ্ন হইতে পারে, ইহাই ষষ্ঠ নিয়মের শেষ ভাগের অর্থ। ফলতঃ চন্দ্র রাশি অপেক্ষা গুলিক রাশি বলবান হইলে গুলিক রাশি হইতে ত্রিকোণেই লগ্ন হইবার অধিক সম্ভাবনা। বলাবল দৃষ্টে সমস্তই বিচারণীয়। প্রাণপদ কি তাহা পরে লিখিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে দ্বাদশাংশ, সপ্তাংশ ও ত্রিংশাংশের বিষয় লিখিত হইতেছে।

যে রাশির দ্বাদশাংশ নির্ণয় করিতে হইবে সেই রাশি হইতে পর পর গণিয়া গেলেই দ্বাদশাংশের অধিপতি স্থিরীকৃত হইবে। যথা মিথুনের প্রথম দ্বাদশাংশ ২।৩০ র অধিপতি মিথুনের অধিপতি বুধ। তৎপরে ২।৩০ অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি কর্কটের অধিপতি চন্দ্র। এইরূপ তৃতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি রবি। চতুর্থ দ্বাদশাংশের অধিপতি বুধ ইত্যাদি।

বিষম রাশির সপ্তাংশ নির্ণয় করিতে হইলে দ্বাদশাংশের ন্যায় সেই রাশি হইতে গণিতে হইবে। ও সম রাশিস্থলে তাহার সপ্তম রাশি হইতে গণিতে হইবে। যথা মেষ—বিষমরাশি এই জন্য মেষের ১ম সপ্তাংশের অধিপতি মেষের অধিপতি মঙ্গল। দ্বিতীয় সপ্তাংশের অধিপতি বৃষের অধিপতি শুক্র ইত্যাদি। বৃষ সমরাশি এই জন্য ইহা হইতে সপ্তমরাশি বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল বৃষের প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি। বৃশ্চিকের পরবর্ত্তী রাশি ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি বৃষের দ্বিতীয় সপ্তাংশের অধিপতি। ইত্যাদি।

ত্রিংশাংশ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে বিষম রাশির প্রথম ৫ অংশের অধিপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় পাঁচ অংশের অধিপতি শনি; তৎপরে আট অংশের অধিপতি বৃহস্পতি; তৎপরে ৭অংশের অধিপতি বুধ ও অবশিষ্ট ৫ অংশের অধিপতি শুক্র। সমরাশিতে ঠিক ইহার বিপরীত। অর্থাৎ প্রথম ৫ অংশের অধিপতি শুক্র তৎপরে ৫ অংশের অধিপতি বুধ ও তৎপরে ৮ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি তৎপরে ৭ অংশের অধিপতি শনি ও তৎপরে ৫ অংশের অধিপতি মঙ্গল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭। দিবামান ও রাত্রিমানের আটভাগের এক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধের ৪ ভাগের এক ভাগ দণ্ড। দিনে জাত হইলে দিনমানকে ৮ ভাগ করিয়া দিন যামার্দ্ধ ও দিন যামার্দ্ধকে ৪ ভাগ করিয়া দিন দণ্ড বাহির করিবে। রাত্রিতে জন্ম হইলে ঐরূপ নিশাযামার্দ্ধ ও নিশাদণ্ড বাহির করিবে। করিয়া দেখিতে হইবে যে জাতকের জন্মকাল কোন যামার্দ্ধের কোন দণ্ডে পড়ে। যথা ৩২৯ পৃষ্ঠার লিখিত কুণ্ডলীতে দেখা যায় যে জন্ম দণ্ড ৮।১৭ ও দিবামান ৩৩।২৩।৪৭। দিবামান ৩৩।২৩।৪৭ কে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া পাওয়া গেল ৪।১০।২৮।২২।৩০ ইহাই যামার্দ্ধমান। ইহাকে ৪ ভাগ করিয়া হইল ১।২।৩৭।৫।৩৭।৩০ ইহাই দণ্ডমান। ৪।১০।২৮।২২।৩০এ ৪।১০।২৮।২২।৩০ যোগ করিলে ৮।২০।৫৬।৪৫ হয় সুতরাং দেখা যায় যে জাতদণ্ড ৮।১৭ দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অন্তর্গত। এক্ষণে দেখিতে হইবে উক্ত জাতদণ্ড কোন দণ্ডের অন্তর্গত। ৪।১০।২৮।২২।৩০ গতে দ্বিতীয় যামার্দ্ধ আরম্ভ হইল। তৎপরে ২য় যামার্দ্ধের ১ম দণ্ড ১।২।৩৭।৫।৩৭।৩০; ইহা যোগ করিলে ৫।১৩।৫।২৮।৭।৩০ হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধের ১ম দণ্ড থাকিবে। তৎপরে ১।২।৩৭।৫।৩৭।৩০ অর্থাৎ ৬।১৫।৪২।৩৩।৪৫ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধের দ্বিতীয় দণ্ড থাকিবে। তৎপরে ১।২।৩৭।৫।৩৭।৩০ অর্থাৎ ৭।১৮।১৯।৩৯।২২।৩০ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধের তৃতীয় দণ্ড থাকিবে। তৎপরে ১।২।৩৭।৫।৩৭।৩০ অর্থাৎ ৮।২০।৫৬।৪৫।০।০ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যামার্দ্ধের ৪র্থ দণ্ড থাকিবে। এইরূপে দেখা যায় যে জাতকের দ্বিতীয় যামার্দ্ধের চতুর্থ দণ্ডে জন্ম। রাত্রে জন্ম হইলেও এইরূপে সূর্য্যাস্ত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যামার্দ্ধ ও দণ্ড নির্ণয় করিবে। কোন্ যামার্দ্ধের কোন্ দণ্ডে জন্ম স্থির করিয়া যামার্দ্ধ ও দণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিপতি স্থির করিবে। যে বারে জন্ম হইবে দিনে জন্ম হইলে সেই বারাধিপতিই প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি। রব্যাদি গণনায় তাহা হইতে ষষ্ঠ ষষ্ঠ করিয়া লইয়া যে যে গ্রহ পাওয়া যাইবে তাহারাই দ্বিতীয়াদি যামার্দ্ধের অধিপতি। এইরূপ রাত্রিতে জন্ম হইলে যে বারে জন্ম হইবে সেই বারাধিপতিই প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি। তাহা হইতে পঞ্চম পঞ্চম করিয়া লইয়া যে যে গ্রহ পাওয়া যাইবে তাহারাই দ্বিতীয়াদি যামার্দ্ধের অধিপতি। যথা যদি কাহারও বুধ বারে জন্ম হয় তাহা হইলে দিনে প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি বুধ; বুধ হইতে গণিয়া গেলে ষষ্ঠগ্রহ চন্দ্র দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি; চন্দ্র হইতে গণিয়া গেলে ষষ্ঠ গ্রহ শনি তৃতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি; এইরূপ চতুর্থ যামার্দ্ধের অধিপতি বৃহস্পতি; পঞ্চম যামার্দ্ধের মঙ্গল; ষষ্ঠ যামার্দ্ধের রবি; সপ্তম যামার্দ্ধের শুক্রও অষ্টম যামার্দ্ধের বুধ। এইরূপ বুধবারে জন্ম হইলে রাত্রে প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি বুধ। বুধ বৃহস্পতি শুক্র এইরূপে গণিয়া গেলে বুধ হইতে পঞ্চম গ্রহ রবি রাত্রের দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি; এইরূপ বৃহস্পতি তৃতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি; চন্দ্র চতুর্থ যামার্দ্ধের; শুক্র পঞ্চম যামার্দ্ধের; মঙ্গল ষষ্ঠ যামার্দ্ধের; শনি সপ্তম যামার্দ্ধের; ও বুধ অষ্টম যামার্দ্ধের অধিপতি। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে এক এক যামার্দ্ধের চারিটী করিয়া দণ্ড। সুতরাং প্রত্যেক যামার্দ্ধে পর পর চারিটী করিয়া দণ্ডাধিপতি হইয়া থাকেন। দিবাতে রবির যামার্দ্ধে র, রা, বু ও চ; চন্দ্রের যামার্দ্ধে চ, র, রা ও বু; মঙ্গলের যামার্দ্ধে ম, র, রা ও বু; বুধের যামার্দ্ধে বু, চ, র ও রা; বৃহস্পতির যামার্দ্ধে বৃ, চ, র, ও রা; শুক্রের যামার্দ্ধে শু, ম, র ও রা ও শনির যামার্দ্ধে শ, ম, র ও রা পর পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডাধিপতি হইয়া থাকেন। রাত্রিতে রবির যামার্দ্ধে র, শু, বু ও চ; চন্দ্রের যামার্দ্ধে চ, শ, বৃ ও ম; মঙ্গলের যামার্দ্ধে ম, র, শু ও বু; বুধের যামার্দ্ধে বু, চ, শ ও বৃ; বৃহস্পতির যামার্দ্ধে বৃ, ম, র ও শু; শুক্রের যামার্দ্ধে শু, বু, চ ও শ ও শনির যামার্দ্ধে শ, বৃ, ম ও র পর পর দণ্ডাধিপতি হন। এইরূপে কোন্ গ্রহের যামার্দ্ধে কোন্ গ্রহের দণ্ডে জন্ম হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। ২৯ পৃষ্ঠার লিখিত কুণ্ডলীর পরে ৩০ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিলাম যে জন্মদিন বুধবার। ও পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে দিনে দ্বিতীয় যামার্দ্ধের চতুর্থ দণ্ডে জন্ম। আমরা দেখিয়াছি যে বুধবারের দিবাভাগে দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি চন্দ্র ও চন্দ্রের যামার্দ্ধে দিবাতে চন্দ্র, রবি, রাহু ও বুধ পর পর দণ্ডাধিপতি হয়। অতএব জাতকের চন্দ্রের যামার্দ্ধে বুধের দণ্ডে জন্ম হইয়াছে পাওয়া গেল। এইরূপে গণিত দ্বারা আমরা যামার্দ্ধাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি স্থির করি। যদি জন্ম সময়ের অল্পবিস্তর ইতর বিশেষ থাকে তাহা হইলে লগ্নের ন্যায় দণ্ডাধিপতিরও ব্যত্যয় হইতে পারে। এরূপ স্থলে অনেক জ্যোতিষী এই খনার বচনটী ব্যবহার করেন—"যে নক্ষত্রে প্রসবে নাড়ী, তারে দিয়ে তারে পূরি। দিবসে অষ্ট, নিশিতে সাত, জন্ম দণ্ড জানিবে তাত।" অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে অশ্বিনী হইতে গণনা করিয়া সেই নক্ষত্রের অঙ্ক যাহা হইবে তাহাকে তদ্দারা গুণ করিবে; করিয়া দিনে জন্ম হইলে সেই গুণফলকে আট দিয়া ভাগ করিবে ও রাত্রিতে জন্ম হইলে সাত দিয়া ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক ১ হইলে রবি দণ্ডাধিপতি হইবে; ২ হইলে চন্দ্র, ৩ হইলে মঙ্গল ইত্যাদি রূপে দণ্ডাধিপতি হইবে। যদি অবশেষ না থাকে তাহা হইলে দিবা জন্ম স্থলে দণ্ডাধিপতি রাহু হইবে ও রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম স্থলে শনি হইবে। উপদেশ এই যে এইরূপে যে দণ্ডাধিপতি পাওয়া গেল তাহার একটীর তারতম্য হইতে পারে। যথা যদি খনার বচন অনুসারে মঙ্গল আইসে তাহা হইলে দণ্ডাধিপতি বুধও হইতে পারে অথবা চন্দ্রও হইতে পারে। যদি গণিতাগত দণ্ডাধিপতি এই তিনটীর অর্থাৎ খনার বচন অনুসারে প্রাপ্ত তিনটির কোনটী হয় তাহা হইলেই ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নতুবা জন্ম সময়ের ব্যত্যয় আছে জানিতে হইবে। কেহ এরূপ মনে না করেন যে খনার বচন অনুযায়ী যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই ঠিক ও তাহার উপরেই অধিক আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। বাস্তবিক খনার বচনটী ঠিক ষষ্ঠীদাসের "চন্দ্র যথা লগ্ন তথা" ইত্যাদি বচনের অনুরূপ। গণিত হইতেই সমস্ত করিয়া লইতে হইবে। সন্দেহস্থলে খনার বচনের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে, এই মাত্র। এই প্রমাণ কতদূর ফলপ্রদ দেখিবার জন্য আমরা অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে অবশ্য ইহা সর্ব্বত্র ঠিক ফলপ্রদ হয় না। তথাপি অধিকাংশ স্থলে যে ইহা বেশ ফলবান্ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদ্বারা অনেক সময় আমরা লগ্নের স্থিতিকালের মধ্যে কোন্ দণ্ডে জন্ম তাহা স্থির করিতে পারি।

৮। জ্যোতিষীরা রাশির দ্রেক্কাণ বিভাগদ্বারা কোন্ তৃতীয়াংশে জন্ম স্থির করেন। অস্মদ্দেশের অধিকাংশ জ্যোতিষীই এই মতের বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন্ রাশির কোন্ দ্রেক্কাণে পুত্র জন্মে কোন্ দ্রেক্কাণে বা কন্যা জন্মে তাহা লিখিত হইতেছে।

	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বিছা	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
প্রথম দ্রেক্কাণ	পুরুষ	স্ত্রী	স্ত্রী	পুরুষ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ স্ত্রী পুরুষ পুরুষ স্ত্রী ঐ পুরুষ ঐ স্ত্রী স্ত্রী স্ত্রী স্ত্রী স্ত্রী
তৃতীয় দ্রেক্কাণ পুরুষ ঐ ঐ পুরুষ ঐ স্ত্রী ঐ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ,

ইহা দ্বারা দেখা যায় যে মেষের প্রথম দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মে তৃতীয় দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মে ইত্যাদি। ইহা দ্বারা এই সুবিধা হয় যে কোন জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইলে মিলাইয়া লইতে পারা যায় যে, স্ত্রীলোকের স্থলে যে দ্রেক্কাণে স্ত্রী জন্মিতে পারে সেই দ্রেক্কাণেই তাহার জন্ম হইয়াছে কি না এবং পুরুষ স্থলে পুরুষ দ্রেক্কাণে জন্ম হইয়াছে কি না। কিন্তু ইহার একটু দোষ আছে তাহা এই :—পুরুষ ক্ষেত্রে ও পুরুষ রাশির নবাংশে† জাত ব্যক্তি পুরুষ হইতে পারে এবং পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলেও স্ত্রী দ্রেক্কাণে পুরুষ জন্মিতে পারে। সুতরাং ইহাও ধরা যাইতে পারে যে স্ত্রীক্ষেত্রে স্ত্রী রাশির নবাংশে ও স্ত্রী গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে পুরুষ দ্রেক্কাণেও স্ত্রী জন্মিতে পারে। পঞ্চস্বরা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও লিখিত আছে যে বলাবল অনুসারে কখন কখন ফলেরও তারতম্য হয়। অর্থাৎ লগ্নকে বলবান্ কোন গ্রহ দেখিলে সেই গ্রহ* পুরুষ হইলে জাতক পুরুষ ও স্ত্রী হইলে জাতক স্ত্রী হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্র ও নবাংশাধিপতি বিশেষ বলবান হইলে পুরুষ গ্রহস্থলে পুরুষ ও স্ত্রী গ্রহ স্থলে স্ত্রী জন্মিতে পারে। সুতরাং এই পরীক্ষা সন্দেহ বর্জ্জিত নহে ও কেবল ইহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে অনেক সময় এই পরীক্ষা অবলম্বন করা যাইতে পারে

---

† কারকতার অধ্যায় দেখ। মেষ পুরুষ রাশি, বৃষ স্ত্রী রাশি, মিথুন পুরুষ কর্কট স্ত্রী ইত্যাদি।

* র, ম ও বৃ পুরুষগ্রহ। চ ও শু স্ত্রী গ্রহ। ইহা কারকতার অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অন্যান্য মতে লগ্ন পরীক্ষার সময় এই পরীক্ষাটীও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৯। লগ্নের নবাংশাধিপতি অনুযায়ী জাতকের গঠনাদি হইবে। "লগ্নাংশপাৎবীর্য্যযুতাদ্‌গ্রহাদ্‌ বা তনুস্বরূপাকৃতি লক্ষণাণি" ইহার অর্থ এই যে লগ্নের নবাংশাধিপতি অথবা যে গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্‌ তদ্দ্বারা জাতকের শরীরের গঠন ও আকৃতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বলিতে পারা যায়। কোন্‌ গ্রহের নবাংশে জন্ম হইলে জাতকের গঠন কিরূপ হইবে তাহা লিখিত হইতেছে। রবির নবাংশে জন্ম হইলে জাতকের নিগূঢ় চরণ, মোটা সোটা ও চেপ্টা চেপ্টা গঠন হয়। চন্দ্রের নবাংশে জন্ম হইলে সুন্দর নেত্র, উন্নত দেহ, কৃষ্ণবর্ণ ঈষৎ কোঁকড়ান কেশ বিশিষ্ট হয়। মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি, পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, দৃঢ় দেহ অর্থাৎ শক্ত শক্ত গঠন হয়। বুধের নবাংশে জন্ম হইলে চক্ষুর কোণ লাল, মধ্যবিধরূপ ও ও শিরাবিশিষ্ট গাত্র হয় ও তাহার দেহ যেরূপই হউক না অর্থাৎ খর্ব্ব হইলেও দীর্ঘাকৃতি বোধ হয়। বৃহস্পতির নবাংশে জন্ম হইলে ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু, সিংহের ন্যায় বা মেঘের ন্যায় গম্ভীর গলার আওয়াজ, বক্ষঃস্থল পীন ও উন্নত হয় ও সে ব্যক্তি খুব দীর্ঘ হয় না। শুক্রের নবাংশে জন্ম হইলে দীর্ঘ ভুজ, মুখ ও গণ্ডদেশ স্থূল, বিলাস বিশিষ্ট চঞ্চল ও ভাসাভাসা চক্ষু ও অংশ দেশ অর্থাৎ ঘাড়ের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ স্থূল হয়। শনির নবাংশে জন্ম হইলে চক্ষু বসা অর্থাৎ চক্ষুর নিম্নভাগ গর্ত্ত পারা, কৃশ দেহ, দীর্ঘাকৃতি, শিরা ও নখ স্থূল হয়। তাহার অধোভাগ প্রায়ই কৃশ হইয়া থাকে।

লগ্নে যদি কোনও গ্রহ থাকে বা কোনও গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে জাতকের গঠন মিশ্রিত ভাবাক্রান্তহইবে। অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবাংশাধিপতি অনুযায়ী গঠন প্রধানতঃ থাকিলেও লগ্নস্থ ও লগ্ন-দ্রষ্টাগ্রহের দন্ত গঠনাদিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে। এইরূপ কুণ্ডলীতে যে গ্রহ তুঙ্গাদিত্ব হেতু বলবান্ হইবে তাহারও ভাব আসিতে পারে কিন্তু সেই গ্রহ লগ্নে থাকিলে বা লগ্নে দৃষ্টি করিলেই ফল বিশেষ লক্ষিত হইবে অন্যথা হইবে না।

জন্ম সময়ের অত্যধিক পার্থক্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পদ্ধতি হইতে ক্রমেই জন্ম সময়ের সূক্ষ্মতা আসিতে থাকিবে। জন্ম সময়কে আরও সূক্ষ্মতর করিবার জন্য লগ্নের নবাংশবিচার করা আবশ্যক। নবাংশানুযায়ী কেবল জাতকের আনুপাতিক গঠন স্থির করা যায়। স্থূলত্ব কৃশত্বাদি নিরূপণের জন্য ৬৬ পৃষ্ঠার নিয়ম অবলম্বনীয়।

১০। এইরূপে নবম নিয়মানুসারে নবাংশ স্থির করিয়া প্রাণপদ স্থির করিতে হইবে। প্রাণপদ স্থির হইলেই জন্ম সময় সূক্ষ্মরূপে আসিবার কথা। কিন্তু জন্ম সময় সূক্ষ্মরূপ আসিতে গেলে সূর্য্যের উদয়াস্তকাল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লগ্নমান ইত্যাদি সূক্ষ্মরূপ থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা হইতে পারে না; ইহার কারণ পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। এই জন্য প্রাণপদ স্থির করিলেও যে ২।৪ পলের তারতম্য হইবে না ইহা বলা যায় না। তবে আমরা যে সমস্ত অবলম্বন করিয়া গণনা করিয়া থাকি সে গুলিকে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেই হইবে তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

১৫ পল সময়ের নাম প্রাণ। সুতরাং ১ দণ্ডে ৪ প্রাণ হয়। সূর্য্যস্থিত রাশির কোণস্থ চর রাশি হইতে এক এক রাশিতে এক এক প্রাণ এই হিসাবে গণিয়া যাইতে হয়। যে সময় জন্ম হইবে সেই সময়কে প্রাণে পরিণত করিবে। করিয়া সূর্য্যস্থিত রাশির কোণস্থ চর রাশি হইতে এক এক রাশিতে এক এক প্রাণ গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাবে গণিয়া গিয়া কোন রাশির কত অংশে প্রাণ পড়িল দেখিতে হইবে। ও তৎপরে রবির অংশাদি তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে। প্রাণপদ স্থির করার সরল প্রক্রিয়া ও তাহার দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে :—

প্রথমতঃ জন্মদণ্ডাঙ্ক যদি তিন দণ্ড অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে তিন দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ লইবে। ভাগশেষ দণ্ডের পরে জন্ম সময়ের পলাঙ্ক লিখিবে। ভাগশেষকে ৪ গুণ করিবে ও পলকে ১৫ ভাগ করিয়া লব্ধফল পূর্ব্বোক্তগুণফলে যোগ করিবে ও বাকী পলাঙ্ককে দ্বিগুণ করিবে। প্রথমোক্ত যোগফলটী রাশি ও পলাঙ্কের দ্বিগুণিত ফলটী অংশের বাচক। এই রাশি অংশের সহিত সূর্য্য যে রাশির যে অংশে থাকিবে তাহা হইতে ত্রিকোণস্থ চর রাশিতে সেই অংশে থাকিলে যে রাশি অংশ লিখিতে হয়—সেই রাশি অংশ যোগ করিবে। তাহা হইলেই প্রাণপদ হইবে।

যথা জন্মকাল ৫৬ দণ্ড ৪৮ পল ও রবিস্ফুট ৪।৫ ; ১৫ পলে ১ প্রাণ সুতরাং প্রতি দণ্ডে ৪ প্রাণ ৩ দণ্ডে ১২ প্রাণ। রবি সিংহে থাকায় রবির ত্রিকোণস্থ চর রাশি মেষ। মেষে প্রথম প্রাণ ; বৃষে দ্বিতীয় ; মিথুনে তৃতীয় ; কর্কটে চতুর্থ ; এইরূপে গণিয়া গেলে দ্বাদশ প্রাণ মীনে হইবে। এইরূপ ত্রয়োদশ প্রাণ পুনরায় মেষে, চতুর্দ্দশ বৃষে ইত্যাদিরূপে গণিয়া গেলে ফের দেখা যাইবে যে চতুর্ব্বিংশ প্রাণ মীনে শেষ হইবে। এইরূপ ১২ প্রাণে অর্থাৎ প্রতি তিন দণ্ডে এক এক বার সমস্ত রাশি ঘুরিবে। এই জন্য দণ্ডাঙ্ককে তিন দিয়া ভাগ করিয়া ভাগশেষ লইতে হয়। ৫৬কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ১৮ হয় ও বাকী ২ থাকে। সুতরাং ৫৬।৪৮ সময়ে ১৮ বার রাশিচক্র ঘুরিয়াও ২।৪৮ বাকী থাকে। ভাগশেষ ২ দণ্ডে ২ × ৪ = ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ ও ৪৮ পলকে ১৫ দ্বারা ভাগ করিয়া পাওয়া গেল ৪৫ পলে ৩ প্রাণ ও বাকী থাকিল ৩ পল। প্রতিপলে ২ অংশ যায়। কারণ, ১ প্রাণে অর্থাৎ ১৫ পলে ৩০ অংশ যায়। সুতরাং পলাঙ্ককে ২ দুই গুণ করিয়া অংশ পাওয়া যায়। অতএব ৩ পলে ৬ অংশ। সুতরাং ১৮ বার রাশি চক্র ঘুরিয়া বাকী ২ দণ্ড ৪৮ পলে প্রাণ ২×৪+৩ অর্থাৎ ১১ রাশি ৬ অংশ যাইবে। রবিস্ফুট ৪।৫ ইহার ত্রিকোণস্থ চররাশি মেষে থাকিলে ০।৫ লিখিতে হইত। অতএব ১১ রাশি ৬ অংশ + ০ রাশি ৫ অংশ =১১ রাশি ১১ অংশ প্রাণ পদ। এক্ষণে লগ্ন স্ফুটাংশ যদি ঠিক প্রাণপদের অংশের সহিত মিলে অর্থাৎ লগ্ন স্ফুটও যদি ১১ অংশে হয় তাহাহইলে বুঝিতে হইবে যে দণ্ড ও পল ঠিক লওয়া হইয়াছে। যদি তাহা না হয় তাহাহইলে পলের অঙ্কে এরূপ ইতর বিশেষ করিয়া লইতে হইবে যাহাতে উল্লিখিত প্রণালীমত হিসাব করিয়া দেখিলে প্রাণের অংশের সহিত লগ্ন স্ফুটের অংশ ঠিক মিলে। অবশ্য লগ্নের রাশি যে প্রাণের রাশির সহিত মিলিবেই তাহা নহে। কিন্তু অংশের অঙ্কটীর মিলা চাই। বৃহৎ পারাশরীতে লিখিত আছে যে প্রাণপদ অনুসারে যে লগ্নের মিল নাই সেই লগ্ন অশুদ্ধ।

লগ্ন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই সমস্ত নিয়মানুসারে লগ্ন নির্ণয় করিয়া ভাবসন্ধি, ভাবকুণ্ডলী প্রভৃতি স্থির করিবে। ভাব বিচারের সাধারণ নিয়মাবলী, কারকত্তা বিচার, মিত্রতা, শত্রুতা ও বলাবল প্রভৃতি একটু স্থির ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলেই মোটা-মুটি বেশ ভাব বিচার করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভাব বিচারের বিশেষ নিয়মাবলী যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহাও প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থলেই এই গুলির ব্যাবহার মাত্র। এই জন্য আমরা কেবল যেখানে ভাব বিচারের নিয়মাবলীর কিছু বিশেষত্ব আছে সেই গুলিরই উল্লেখ করিব। অন্যান্য বিষয় পাঠকবর্গ সাধারণ নিয়মানুসারে স্থির করিবেন।

—oo—

সাধারণ নিয়মানুসারেই আমরা বুঝিতে পারি যে যদি লগ্নাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিগত হয় তাহা হইলে শারীরিক সুখের হানি হয়। কেবল তনুভাব স্থলেই নহে, সকল ভাবেরই ফল নির্ণয় কালে এইরূপ সাধারণ নিয়মানুসারে বিচার করা কর্ত্তব্য। লগ্নাধিপতি পাপ গ্রহ হইয়া দুঃস্থানাধিপতি যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে পীড়াদায়ী হয়।

লগ্নে যদি কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে মানব গুণহীন হয়। শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে শুভফলের আধিক্য হয়। যদি লগ্নে বা চন্দ্রে সকল গ্রহেরই দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে জাতক রাজতুল্য হয়। লগ্নে তিনটী শুভগ্রহ থাকিলে জাতক উন্নতিশীল হয়। তিনটী পাপগ্রহ থাকিলে রোগ, শোক, ভয়, অপবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্র যাহার নবাংশে থাকে তদনুযায়ী জাতকের বর্ণ হয়। রবি রক্ত শ্যামবর্ণ, চন্দ্র গৌরবর্ণ, মঙ্গল রক্ত গৌরবর্ণ, বুধ শ্যামবর্ণ, বৃহস্পতি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শুক্র শ্যামবর্ণ ও শনি কৃষ্ণবর্ণ। বিশেষ এই যে, লগ্নে যে যে গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি হয়, অথবা যে গ্রহ লগ্নে থাকে সেই সকল গ্রহ অনুসারে বর্ণের মিশ্রিত ভাব হইয়া থাকে।

জাতকের লগ্নই মস্তক। এইজন্য যদি লগ্নে পাপগ্রহ অর্থাৎ রাহু, মঙ্গল, রবি ও শনি থাকে তাহা হইলে বহ্নি শস্ত্র অথবা কাষ্ঠাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা মস্তকে আঘাত হইয়া থাকে। চন্দ্র ক্রূর যুক্ত দৃষ্ট হইয়া লগ্নে থাকিলে জাতক শ্লেষ্মার পীড়ায় কাতর হয়। জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি, কোমলতা, উগ্রতা প্রভৃতি সমস্ত বিশেষত্ব—লগ্নবর্ত্তী ও লগ্নদর্শী গ্রহের কারকতা অনুসারে বিচার করিয়া বলিবে। যথা লগ্নে বুধ থাকিলে বৃদ্ধেরও বালকের ন্যায় সরল ভাব হয়। যদি বৃদ্ধগ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি, রবি ও শনি বলবান হইয়া লগ্নগত হয় তাহা হইলে জাতক বৃদ্ধ প্রকৃতিক হয় ও সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্যাদির জন্য পূজিত হইয়া থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হয়, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশগত হয় ও পাপযুক্ত দৃষ্ট ও পাপগ্রহের ক্ষেত্রগত হয় তাহা হইলে জাতক গুপ্তনামা হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি লগ্নে স্বক্ষেত্রগত হইলে জাতক স্বনামখ্যাত পুরুষ হইয়া থাকে। উচ্চস্থানাদি গত হইয়া ধনস্থ ও কেন্দ্রকোণগত হইলে কীর্ত্তিমান হয়। লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হইয়া শনিযুক্ত দৃষ্ট হইলে উভয়ের দশান্তর্দ্দশা কালে জাতক চৌর ও রাজা কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাহু লগ্নগত হইলে বা শনিযুক্ত দৃষ্ট হইলে অণ্ডবৃদ্ধি রোগ হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি অষ্টমগত হইয়া রাহুযুক্ত হইলে অথবা অষ্টমে গুলিক হইলেও অণ্ডবৃদ্ধি হয়। যদি লগ্নে রাহু থাকে ও ত্রিকোণে বা রন্ধ্রে, অর্থাৎ অষ্টমে গুলিক থাকে তাহা হইলেও অণ্ডবৃদ্ধি হয়।

লগ্নাধিপতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি বশতঃ কিরূপ ফল বিভিন্নতা উৎপন্ন করে তাহা সাধারণ ভাবে লিখিত হইতেছে। দশাফল বিচারকালে এই গুলির প্রয়োজন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ভাবে যে গ্রহ থাকে সেই ভাব আশ্রয় করিয়া গ্রহগণ যে কিছু না কিছু ফল দিবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দশাফল বিচারকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহগণের যোগ সম্বন্ধ দৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি বিচার করিয়া ফল বলিতে হইবে। দশাফল পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

লগ্নাধিপতি লগ্নে থাকিলে লগ্নের ফল বৃদ্ধি হয়। এই জন্য জাতক নীরোগ, সবলকায়, কীর্ত্তিমান ও বিখ্যাত নামা হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপতি ধনস্থানে থাকিলে জাতক ধনবান, দীর্ঘজীবী, উচ্চপদযুক্ত ও সৎকর্ম্মরত হয়।

লগ্নাধিপতি তৃতীয় বা ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক ভ্রাতৃপ্রিয়, বিক্রমী, বীর, সদ্বন্ধুবিশিষ্ট, ধার্ম্মিক ও দাতা হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপতি চতুর্থস্থ হইলে মানব নৃপপ্রিয়, দীর্ঘজীবী, পিতৃভক্ত, ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট, পিতৃবিত্তবান ও অল্পাহারী হয়।

লগ্নাধিপতি পঞ্চমভাব গত হইলে জাতক সৎপুত্রবান, ত্যাগী, বিখ্যাত, ক্ষমতাবান, দীর্ঘজীবী, বিনীত ও সৎকর্ম্ম পরায়ণ হয়।

লগ্নাধিপতি ষষ্ঠগত হইলে মানব নীরোগ, ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট, সবল, কৃপণ, শত্রুহন্তা, ধনী, কায়মন ও বাক্য দ্বারা শত্রুর সৃষ্টি-কর্ত্তা হয়।

লগ্নাধিপতি সপ্তম গত হইলে জাতক স্ত্রৈণ, সচ্চরিত্র, সুশীলা ও সুরূপাভার্য্যাবিশিষ্ট এবং তেজস্বী হয়।

লগ্নাধিপতি অষ্টমগত হইলে কৃপণ, ধনসঞ্চয়শীল ও দীর্ঘায়ু হয়।

লগ্নাধিপতি নবম গত হইলে জাতক ধার্ম্মিক, যশস্বী, সুশীল ও তেজস্বী হয়।

লগ্নাধিপতি দশমগত হইলে জাতক রাজপক্ষ হইতে লাভবান, পণ্ডিত, বিখ্যাতনামা, গুরু ও মাতৃপূজন রত হয়।

লগ্নাধিপতি আয়ভাবগত হইলে জাতক মিত্রবিশিষ্ট, পুত্রবান ও অর্থ বিশিষ্ট হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লগ্নাধিপতি ব্যয়ভাবগত হইলে জাতক কটুভাষী, বিরোধী, বিদেশবাসী ও দত্তভুক্ত হয় অর্থাৎ অর্থলাভ হইলেই ব্যয় হয় অথচ তাহার আবশ্যকীয় বিষয়ে অভাব হয় না।

লগ্নাধিপতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি বশতঃ যে ফলাফলের বিভিন্নতা লিখিত হইল সে সমস্ত এক প্রকার জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে অনুবাদিত হইল বলিলেও চলে। এই গুলি কেবল বিচার দ্বারাও বলিতে পারা যায়। এবং আমাদের বিবেচনায় সেইরূপ বিচার দ্বারা বলিতে চেষ্টা করাই পাঠকের কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে পাঠক সত্বর বিষয়টী আয়ত্ত করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লওয়া গেল যেন পঞ্চমের অধিপতি সপ্তমে পড়িয়াছে। এরূপ স্থলে কি হইবে? পঞ্চম বুদ্ধিস্থান। সপ্তম জায়া স্থান। বুদ্ধি স্থানের অধিপতি জায়াস্থানে পড়ায় বুদ্ধি জায়াগত হইবে। সুতরাং জায়া প্রিয়বাদিনী ও অনুগতা হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চম হইতে রাজানুগ্রহ চিন্তা করা যায়। সপ্তম স্থান হইতে উচ্চপদপ্রাপ্তিও চিন্তা করা যায়। এরূপ স্থলে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অনুগ্রহে পদোন্নতি হইবে এরূপও বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বত্র বিচার করিতে হইবে। অবশ্য সর্ব্বত্রই বলাবল, শত্রুতা, মিত্রতা প্রভৃতি বিচার্য্য। যদি অষ্টমাধিপতি ধনে থাকে ত ফল কিরূপ হইবে? প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে অষ্টমাধিপতি যে ভাবে থাকে সেই ভাবের নাশকর হয় অতএব ধনভাবের নাশ হইবার কথা। কিন্তু যদি অষ্টমাধিপতি বলবান হয় ও ধনাধিপতি দুর্ব্বল না হয় তাহা হইলে অশুভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ স্থলে কিরূপ ফল কল্পনীয়? অষ্টম নিধন স্থান। নিধনাধিপতি ধনভাবগত হওয়ায় নিধন দ্বারা ধন অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হইয়া ধনলাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি শুভ ফল বলিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র চিন্তা করিয়া ফল বলা কর্ত্তব্য। সমস্ত ফলাফলই কারকতা ও বলাবলের উপর নির্ভর করে। এই জন্য এই গুলির একটী সাধারণ ফল দিতে পারা যায় না। ভাবাধিপতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থিতি বশতঃ যে সমস্ত ফলাফল উৎপন্ন হয় তাহা সেই সেই ভাবের বিচারকালে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সে গুলি অতি সাধারণ ভাবে লিখিত ও পুস্তকের একপ্রকার অনুবাদ ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধনভাব।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ধনভাব হইতে ধন, নেত্র, মুখ, বাক্য, কুটুম্ব, মিত্রতা, খাদ্যদ্রব্য, ধাতু ও ক্রয় বিক্রয়াদি চিন্তা করা যায়। দ্বিতীয় স্থান তদধিপতি ও শুভগ্রহযুক্ত দৃষ্ট হইলে ধন বৃদ্ধি করে ইহা আমরা সাধারণ নিয়মানুসারেই জানিতে পারি। যদি ধনাধিপতি একাদশগত ও একাদশাধিপতি ধন গত হয় অথবা উভয়েই কেন্দ্র-গত হয় তাহা হইলে জাতক ধনবান হয়। দ্বিতীয়, একাদশ ও লগ্ন স্ব স্ব অধিপতি যুক্ত হইলে জাতক ধনী হয়। ধনাধিপতি পাপ যুক্ত হইলে ও পাপ গ্রহ ধনভাবে থাকিলে মানব অসত্যভাষী, পিশুন ও বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে আত্মশরীরাদি চিন্তনীয়; অতএব লগ্নের অধিপতি ধনস্থানে থাকিলে আত্মক্ষমতায় ধনলাভ হইবে। কিন্তু উক্ত লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল ও পাপযুক্ত হইয়া ধনভবন-গত হইলে বঞ্চনাদি ফল লাভ করে। সাধারণ নিয়মানুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা জ্ঞাত হই যে ধনাধিপতি ব্যয় বা ষষ্ঠগত হইলে অথবা ব্যয়াধিপতি ধনভাব গত হইলে অথবা একাদশাধিপতি দুঃস্থানগত হইলে ধন নাশ হয়। বৃহস্পতি ধনভাবের কারক। অতএব বৃহস্পতি ব্যয়গত হইলে যদি বিত্তাধিপতি দুর্ব্বল হয় ও লগ্নে শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলেও ধনহানিকর হয়।

ধনভাব বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম এই যে মঙ্গল ও চন্দ্র ধনভাবগত হইলে চর্ম্মরোগ ও দরিদ্রতা উৎপন্ন করে। শনি ধনস্থানে স্থিত হইয়া যদি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে জাতক মহা ধনবান হয়। রবি ধনস্থানগত হইলে মানব প্রায়শঃই ধনী হয়। কিন্তু যদি রবিতে শনির দৃষ্টি থাকে ও অন্যান্য গ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে রবিও নির্ধনতা উৎপন্ন করে। বুধ ধনস্থানগত হইলে বহুপ্রকারে ধনলাভ হয়। বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে যদি তাহাতে বুধের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে দারিদ্র্য হয়। ধনস্থানস্থিত বুধ চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বধননাশক হয়। ক্ষীণচন্দ্র যদি বুধ দৃষ্ট হইয়া ধনস্থান গত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থের নাশ হয় এবং অন্যবিত্তেরও অভাব হয়। ধনভাবগত শুক্র রবি-চন্দ্র দৃষ্ট হইলে ধনদায়ী হয় না। কিন্তু যদি উক্ত শুক্র শুভগ্রহের ক্ষেত্র গত হয় ও শুভদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই শুক্রই ধনদাতা হইয়া থাকে। ধনস্থানস্থিত গ্রহ ধনদান বিষয়ে প্রথম ক্ষমতাশালী; তন্নিম্নে ধনভাব দর্শী গ্রহ ফলদায়ী, ধনভাবাধিপতি ধনভাববিষয়ে তদপেক্ষাও ন্যূন ফলদ। দশা বিচার কালে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল যে ধনভাব বিষয়েই এইরূপ তাহা নহে। সমস্ত ভাবের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে যে ভাবস্থ গ্রহ ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক সর্ব্বাপেক্ষা অধিকফল দিয়া থাকে। ভাবদর্শীগ্রহ তদপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

র্মা ও তদধিপতি গ্রহ তদপেক্ষাও ন্যূন ফল প্রদান করিয়া থাকে।

প ধনস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি বর্জ্জিত ক্রূর গ্রহ থাকিলে তদ্দশান্তর্দ্দশায় মুখে, নেত্রে, দক্ষিণ স্কন্ধে বা কর্ণে ব্রণাদি পীড়া হয়। ধনস্থানে নি ও রাহু থাকিলে গ্রহণী রোগাক্রান্ত হয় ও চন্দ্র থাকিলে শ্লেষ্ম ীড়াক্রান্ত ও সন্নিপাতাদি রোগযুক্ত হইয়া থাকে।

ধনস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে চন্দ্রতুল্য সুন্দর মুখশ্রী হয়, শুক্র াকিলে কমলাক্ষ হয়। ধনস্থানে সূর্য্য থাকিলে ও পাপদৃষ্ট হইলে কুটুম্ব হানি হয় ও বিরোধ হইয়া থাকে। ধনস্থানে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে মিষ্টভাষী ও সদালাপী হয় ও পাপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে দুর্ম্মুখ হইয়া থাকে।

যদি দ্বিতীয়াধিপতি লগ্নাধিপতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া শুক্রযুক্ত অথবা শুক্র হইতে গণনায় তিন রাশির মধ্যে অবস্থিত হয় তাহা হইলে নেত্র বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তাহার সহিত চন্দ্র ও রবি থাকিলে নিশান্ধতা প্রভৃতি দোষযুক্ত হয়। ধনাধিপতি, লগ্নাধিপতি, রবি ও শুক্র একত্র হইয়া দুঃস্থানগত হইলে জাত্যন্ধতা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াধিপতি বলযুক্ত হইলে চক্ষু সুন্দর হয় ও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশগত হইলে নেত্রের পীড়া হইয়া থাকে। শুক্র হইতে ত্রিকোণস্থ রাহু সূর্য্য দৃষ্ট হইলে মানব নেত্ররোগী হয়। উচ্চস্থ ও স্বক্ষেত্রগত হইলে দোষের হানি হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ও দ্বিতীয়াধিপতি দুঃস্থানগত হইলে জাতক মূক বা তোৎলা হয়।

দ্বিতীয়াধিপতি রাহুযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ গত হইলে অথবা রাহু যাহার ক্ষেত্রে আছে সেই গ্রহের সহিত যুক্ত থাকিলে তাহাদের দশা অন্তর্দ্দশায় দন্তরোগ হইয়া থাকে। রাহু ও দ্বিতীয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধিপতি ও তৃতীয়াধিপতির সহিত যুক্ত হইলে গলরোগদায়ী হয়। দ্বিতীয়া- ধিপতি, বুধ ও বৃহস্পতি সকলেই অষ্টম গত হইলে বিদ্যাহীন হয়। যদি বৃহস্পতি কেন্দ্র বা ত্রিকোণগত হয়, অথবা শুক্র তুঙ্গগত হয়, কিম্বা বুধ বা মঙ্গল ধনভাব গত হয়, অথবা যে কোন কেন্দ্রে মঙ্গল, দৃষ্ট হইয়া অবস্থিত হয় তাহা হইলে জাতক গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী হয়। রবি বা মঙ্গল ধনাধিপতি হইয়া বৃহস্পতি ও শুক্র দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক তার্কিক হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বৃহস্পতি বলবান হইয়া রবি ও শুক্র দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক শব্দশাস্ত্রবেত্তা হয়। বৃহস্পতি কেন্দ্র কোণ গত হইলে অথবা বলবান শনি স্বক্ষেত্র নবাংশাদি গত হইয়া বুধ শুক্র দৃষ্ট হইলে জাতক বেদান্তবিৎ হয়। ধনাধিপতি বা সপ্তমা- ধিপতি বলবান হইলে জাতক এক স্ত্রী বিশিষ্ট হয়। মঙ্গল পাপযুক্ত হইয়া ধনরাশি গত হইলে জাতক অখাদ্য ভোজন করে। দ্বিতীয়া- ধিপতি শুভযুক্ত দৃষ্ট ও বলবান হইলে সুন্দর ভোজন প্রদান করে। নীচস্থ শত্রুগৃহগত ও নীচগ্রহ দৃষ্ট হইলে পরান্ন ভোজী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি পাপগ্রহ হইয়া পাপ দৃষ্ট হইলে জাতক বহুভোজী হয়।

কেন্দ্রে তুঙ্গীগ্রহ থাকিলে লক্ষ্মী লাভ হয়। বিশেষ দশমস্থানে কোন গ্রহ তুঙ্গী লইলে বহু প্রকার সমৃদ্ধি প্রদান করে। দশা বিচার কালে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

লগ্ন অর্থাৎ তনুস্থান ; ধনাধিপতি লগ্নে পড়িলে ধন আয়ত্ত বা করতলগত বুঝায়। এই জন্য ধনাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব কৃপণ, উদ্যোগী, ধনী, ধনব্যয় বিমুখ, সুতরাং আত্মীয় কুটুম্বের বিরোধী ও নির্ম্মায়িক হইয়া থাকে। ধনাধিপতি ধনস্থানে থাকিলে, স্বক্ষেত্রগত হওয়ায় ধনভাব বিশেষ বলবান হইয়া থাকে। এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব ধনবান, ধার্ম্মিক, বহুলাভশালী, লুব্ধ ও গর্ব্বিত প্রকৃতি হইয়া থাকে। সহোদর স্থান হইতে পরাক্রম চিন্তা করা যায় এইজন্য ধনাধিপতি পাপগ্রহ হইয়া তৃতীয় ভাবগত হইলে উদ্যোগী, জয়ী, বিক্রমী ও অর্থাধিক্য বশতঃ গর্ব্বিত হইয়া থাকে। শুভগ্রহ হইলে উদ্যোগী, কলহপ্রিয়, চৌর, দুর্ব্বিনীত ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ধনাধিপতি চতুর্থে থাকিলে মানব পিতৃদ্রব্যবান, সত্যবাদী, দয়ালু ও দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু ধনাধিপ ক্রূর গ্রহ হইয়া চতুর্থস্থ হইলে দশান্তর্দ্দশাকালে মাতৃপীড়াকর হইয়া থাকে। ধনাধিপতি পঞ্চমগত হইলে মানব সৎপুত্রবান, কৃপণ, দুঃখী ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে প্রসিদ্ধ হয়। ধনাধিপতি ষষ্ঠগত হইলে ধনসংগ্রহে তৎপরতা, শত্রুকর্ত্তৃক ধনহানি, রিপুহন্তৃতা প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। উক্ত ধনাধিপতি ক্রূরগ্রহ হইলে জাতক শত্রুজয়ী, বিক্রমী হয় বটে কিন্তু মিত্র হানি বশতঃ কষ্টেসৃষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করে। ধনাধিপতি সপ্তম গৃহগত হইলে বিলাসভোগবতী, সদানন্দযুক্তা, আনন্দদায়িনী ও ধনসংগ্রহরতা ভার্য্যা হয়। কিন্তু উক্ত গ্রহ ক্রূর হইলে ভার্য্যার বন্ধ্যাত্বদোষ হইয়া থাকে। ধনাধিপতি অষ্টমে থাকিলে মৃতব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাভ, জায়াসুখের অল্পতা, পরোপকারিতা ও উৎপন্নভোগশালিতা প্রভৃতি ফল প্রদান করে। ধনাধিপতি শুভগ্রহ হইয়া নবম ভাবগত হইলে জাতক গুরুর প্রিয়, দান প্রসিদ্ধ হয়। পাপ গ্রহ হইলে ভিক্ষুক প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করে। ধনাধিপতি নবমে থাকিলে জাতক বাল্যে রোগী হয়। ধনাধিপতি কর্ম্মভাব গত হইলে রাজমান্য, মাতৃপিতৃ পালক, রাজা হইতে ধনী, কামী, মানী, পণ্ডিত ও বহুস্ত্রীবান হয়। ধনাধিপতি একাদশগত হইলে মানব উদ্যমশীল, শ্রীমান ও আশ্রিত প্রতিপালক হয়। ধনাধিপতি ব্যয়গত হইলে দুঃখী, বিদেশে ধনবান, সাহসী ও ভিক্ষাবৃত্তি হয়। শুভ গ্রহ হইলে ফল শুভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় ভাব।

তৃতীয় ভাব হইতে ভ্রাতা, স্থিতি, পরাক্রম, প্রভৃতি চিন্তা করা যায়। পাপগ্রহ তুঙ্গী হইয়া তৃতীয় ভাব গত হইলে জাতকের মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তুঙ্গী না হইলে বলের অনুপাতে মিত্রের সংখ্যা হইয়া থাকে। সহোদর ভাব শুভযুক্ত হইলে ভাই, দাসদাসী প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। পাপযুক্ত হইলে ফলের অন্যথা হয়। রবি তৃতীয়গত হইলে অগ্রজের নাশ হয়। শনি তৃতীয় গত হইলে পৃষ্ঠজের নাশ হয় এবং তৃতীয় ভবন গত মঙ্গল পৃষ্ঠজ ও অগ্রজ উভয়েরই নাশ করেন। শনি—ভ্রাতৃকারক মঙ্গল ও তৃতীয় ভাবাধিপতি উভয়কেই দৃষ্টি করিলে ভ্রাতৃনাশ হয়। যদি চন্দ্র শুভ গ্রহ দৃষ্টি শূন্য হইয়া তিনটী পাপগ্রহ দ্বারা বীক্ষিত হয় তাহা হইলেও ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে। তৃতীয়ে পাপগ্রহ থাকিলে শুভ হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে পাপগ্রহ তৃতীয়ে থাকিলে জাতকের শুভ হয় বটে কিন্তু ভ্রাতার পক্ষে অশুভকর হয়। তৃতীয় স্থানে চন্দ্র কেতুযুক্ত হইয়া থাকিলে জাতক লক্ষ্মীবান হয় বটে কিন্তু তাহার ভ্রাতা জীবিত থাকে না।

মঙ্গল ভ্রাতৃকারক। এই জন্য মঙ্গল তৃতীয় ভাবেশ যুক্ত ও দুঃস্থান গত হইয়া পাপযোগাদিদোষযুক্ত হইলে ভ্রাতৃনাশ হয়। ভ্রাতৃভাবে স্ত্রীগ্রহ থাকিলে জাতকের অব্যবহিত পরে কন্যা জন্মে। পুরুষগ্রহ থাকিলে পুরুষ জন্মে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যতগুলি গ্রহ থাকে ততগুলি অনুজ ও একাদশ ও দ্বাদশে যতগুলি গ্রহ থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ততগুলি জ্যেষ্ঠ সহোদর জন্মিয়া থাকে। গ্রহ না থাকিলে কতগুলি গ্রহের দৃষ্টি আছে বিচার করিতে হইবে। গ্রহ স্বক্ষেত্রগত হইলে বা স্বক্ষেত্রে গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে যে ফলাধিক্য হয় তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

তৃতীয় হইতে সপ্তম স্থানে ভ্রাতৃভার্য্যার ফল বলিবে। লগ্নাধিপতি ও তৃতীয়াধিপতি পরস্পর মিত্রগ্রহ বা পরস্পর পরস্পর হইতে শুভভাবস্থ হইলে ভ্রাতৃগণের মিত্রতা থাকে। ও শত্রুগ্রহ বা অশুভভাবগত হইলে ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে কলহ হয়।

শনি তৃতীয়ে রাহু দৃষ্ট হইয়া অবস্থিত হইলে দক্ষিণ হস্তে আঘাত প্রদান করে। রবি অথবা মঙ্গল তৃতীয় গত হইয়া পাপদৃষ্ট হইলে বিষজ ভয়, চর্ম্মরোগ, অগ্নি ভয়, অস্থি ভঙ্গাদি ফল প্রদান করে। নীচস্থ গ্রহ অথবা শত্রুগৃহগত পাপদৃষ্টগ্রহ তৃতীয়ে থাকিলে শরীরে বিষ প্রবেশ হইয়া থাকে। তৃতীয় ও ষষ্ঠ ভাবগত শুক্র শোক ও রোগ ভয় প্রদান করেন। কিন্তু রবির স্ফুট অপেক্ষা শুক্রের স্ফুট ন্যূন হইলে তৃতীয় ষষ্ঠগত শুক্রও শুভফলপ্রদ হয়। নবম স্থানে স্বক্ষেত্রে রবি থাকিলে ভ্রাতৃনাশ হয়। দৈবাৎ কেহ জীবিত থাকিলে সেই ভ্রাতা বিশেষ বিখ্যাতি লাভ করে। ভ্রাতৃস্থানাধিপতি অথবা ভ্রাতৃকারক পাপযুক্ত হইয়া দুঃস্থানগত হইলে ভ্রাতৃক্ষয় হয়। তৃতীয়াধিপতি যদি কোন দুঃস্থানের অধিপতি হয় তাহা হইলেও অনেক ভ্রাতার নাশ হইয়া থাকে। যদি সর্ব্বপ্রকারে ভ্রাতৃস্থান অশুভ হয় তাহা হইলে বাল্যকালেই সহোদরের নাশ হইয়া থাকে। অল্প অশুভ হইলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘায়ু হয় বটে কিন্তু জাতককে ভ্রাতৃশোকে কষ্ট পাইতে হয়। ভ্রাতৃকারক মঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গল বলবান হইলে সহোদর অল্পায়ু হয়। তৃতীয়াধিপতি কেন্দ্র কোণে শুভযুক্ত দৃষ্ট হইয়া বলবান হইলে জাতক বীর হয়। তৃতীয়াধিপতি অষ্টমগত হইলে ও মঙ্গল দুর্ব্বল হইলে জাতক বিবাদে পরাজিত হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি কুজযুক্ত হইয়া পাপরাশিগত হইলে বীর্য্য বিনাশ হয়। তৃতীয়াধিপতি রবিযুক্ত হইলে ধীর প্রকৃতি, চন্দ্রযুক্ত হইলে মানসিক ধীরতা, কুজযুক্ত হইলে ক্রোধন স্বভাব, বুধযুক্ত হইলে সাত্ত্বিক বুদ্ধি, বৃহস্পতিযুক্ত হইলে ধীরপ্রকৃতি ও সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, শুক্রযুক্ত হইলে কামাতুরত্ব ও তজ্জন্য কলহ, শনিযুক্ত হইলে জড়তা ও রাহু কেতুযুক্ত হইলে বাহ্যিক দৃঢ়তা ও মানসিক জড়তা প্রদান করে। মঙ্গল, তৃতীয়স্থানস্থ গ্রহ ও তৃতীয়াধিপতি তিনটীই বলিষ্ঠ হইলে যুদ্ধ বিশারদ, মোকদ্দমাবাজ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি গুরুযুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে চতুষ্পদাদি হইতে ভয় হয় ও লগ্ন জলরাশি হইলে জলভয়ও হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপ রাহুযুক্ত রাশির অধিপতির সহিত মিলিত হইলে ও রাহু লগ্নে থাকিলে সর্পভয় হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি বুধযুক্ত হইলে গলরোগ হয়। বলবান শনি মঙ্গলযুক্ত হইয়া তৃতীয় রাশিতে থাকিলে কণ্ঠরোগ হয়। যদি তৃতীয়ভাব বুধ ও বৃহস্পতিযুক্ত দৃষ্ট হয় অথবা তৃতীয়ভাব হইতে কেন্দ্রে বুধ ও বৃহস্পতি থাকে তাহা হইলে সুস্বর বিশিষ্ট হয়। তৃতীয়স্থানে শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে কর্ণভূষণ লাভ হয় ও পাপদৃষ্টি থাকিলে কর্ণভূষণের হানি হয়।

মঙ্গল ভূমির কারক। সুতরাং মঙ্গল, তৃতীয়স্থানস্থ গ্রহ ও তৃতীয়াধিপতি তিনটী বলবান হইলে ফলমূলাদি সুখ হইয়া থাকে। মঙ্গল বিশেষ দুর্ব্বল হইলে ফল মূলাদির উদ্যান হয় না। তৃতীয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে তদ্দশান্তর্দ্দশায় ফল মূলাদি সুখ হইয়া থাকে। শুক্র ও চন্দ্র ভিন্ন অন্য শুভগ্রহ তৃতীয় স্থানে থাকিলে জাতক সুখভোজন লাভ করে।

তৃতীয়, দ্বিতীয়, নবম, একাদশ ও সপ্তমাধিপতির দশা অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতৃ লাভ হয়। ভ্রাতৃভাব হইতে গণনায় কেন্দ্রস্থ ও ত্রিকোণস্থ পাপগ্রহ স্বীয় দশা অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতৃপীড়া প্রদান করে। ও উক্ত স্থানস্থ শুভগ্রহ ভ্রাতৃবিষয়ক শুভ ফল দান করিয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাবেও বিচার করিবে। লগ্নাধিপতি ও তৃতীয়াধিপতি পরস্পর শত্রু হইলে ও তৃতীয়স্থ গ্রহ দুর্ব্বল হইলে ও মঙ্গল ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ গত হইলে ইহাদের পরস্পর দশাঅন্তর্দ্দশায় সহোদরের সহিত কলহ, সহোদরের নাশ ও অর্থক্ষয়াদি অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। ইহার বিপরীত হইলে ফল শুভ হইয়া থাকে। তৃতীয়স্থ গ্রহ, তদধিপতি ও মঙ্গল নীচস্থ, শত্রু গৃহগত, দুঃস্থানস্থ হইলে তাহাদের দশা অন্তর্দ্দশায় পরাজয় ও ভ্রাতৃ বিনাশ হয়।

তৃতীয়াধিপতি লগ্ন গত হইলে জাতক বাগ্মী, লম্পট, স্বজন-ভেদী, সেবাপরায়ণ, কুমিত্র পরায়ণ ও ক্রূররব হয়। তৃতীয়াধিপতি ধনভাব গত হইলে মানব ভিক্ষুক, নির্ধন, অল্পায়ু ও বন্ধুবিরোধী হয়। শুভগ্রহ হইলে ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়ে থাকিলে সমবল, সুমিত্র, গুরুদেব ভক্তি ও রাজানুগ্রহ প্রদান করে। তৃতীয়াধিপতি চতুর্থে থাকিলে পিতা ও সহোদরের সুখদায়ী, মাতার সহিত কলহকারী ও পিতৃবিত্তাপহারী হয়। তৃতীয়াধিপতি পঞ্চমে থাকিলে মানব সদ্বান্ধব, সুতসহোদরাদির দ্বারা পাল্য, পরোপকারী ও দীর্ঘায়ু হয়। তৃতীয়াধিপতি ষষ্ঠে থাকিলে বন্ধুবিরোধী, নেত্র রোগী ও ভূমিসম্পত্তিশালী হয়। তৃতীয়াধিপতি সপ্তমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে স্ত্রী রূপবতী ও সৌভাগ্যবতী হয়। ক্রূরগ্রহ হইলে দেবর গৃহবাসিনী হয়। তৃতীয়াধিপতি অষ্টমে থাকিলে জাতক মৃতসহোদর হয়। ক্রূরগ্রহ হইলে অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত বিশেষ পীড়ায় আক্রান্ত থাকে। যদি দৈবাৎ রক্ষা পায় তাহা হইলে বাহু বিকৃত বা ভঙ্গ হয়। তৃতীয়াধিপতি নবমভাবগত হইলে মানব বন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। যদি তৃতীয়াধিপতি শুভগ্রহ হয় তাহা হইলে সদ্বান্ধব, সুকৃতী ও সহোদরপ্রিয় হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি দশমভাব গত হইলে জাতক রাজার পূজ্য, মাতৃভক্ত, বন্ধুগণের প্রিয়, ও স্ত্রীলোকের অভিমত হয়। তৃতীয়াধিপতি একাদশ গত হইলে সুমিত্র, রাজা হইতে লাভবান্, বন্ধুর উপকারক ও ভোগযুক্ত হয়। তৃতীয়াধিপতি দ্বাদশ গত হইলে মানব মিত্র বিরোধী, বন্ধুবর্গের কষ্টদায়ক, বন্ধু হইতে দূর দেশ বাসী ও প্রবাসশীল হয়।

চতুর্থ ভাব।

চতুর্থভাব হইতে বিদ্যা জননী সুখ প্রভৃতি চিন্তা করা যায়।

বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র ও চন্দ্র চতুর্থে থাকিলে বহুপ্রকারে সুখ প্রদান করে। বলবান্ রবি ও মঙ্গল চতুর্থস্থ হইলে স্ব স্ব দশা-অন্তর্দ্দশাকালে মাতার পিত্ত রোগ বা ব্রণাদি পীড়া উৎপন্ন করে। নিজের পার্শ্বদেশে অগ্নিচিহ্ন হয় ও মিত্রসুখাদি বিষয়ে হানি হয়। এইরূপ শনি রাহু থাকিলে মাতার বায়ুপীড়া বা অন্য কোন পীড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন করে। সাধারণ নিয়মানুসারে গৃহ লাভের যোগাযোগ দেখিবে। যথা—

গৃহাধিপতি বলবান্ ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে গৃহলাভ হয়। লগ্নেশ্বর চতুর্থে ও চতুর্থেশ্বর লগ্নে থাকিলে অনায়াসে গৃহলাভ হইয়া থাকে। নবমাধিপতি কেন্দ্রে থাকিলে যদি চতুর্থস্থ ও চতুর্থাধিপতি গ্রহ বলবান্ হয় তাহা হইলে বিচিত্র মন্দির লাভ হয়। তৃতীয়ে শুভগ্রহ থাকিলে যদি চতুর্থাধিপতি বলবান্ হয় তাহাহইলেও গৃহলাভ হইয়া থাকে। গৃহাধিপতি অষ্টমগত ও পাপদৃষ্ট হইলে গৃহ হানি হইয়া থাকে।

চতুর্থস্থান চররাশি হইলে, তদধিপতি ও গৃহকারক চর রাশিতে থাকিলে, যদি গৃহলাভের যোগ থাকে তাহাহইলে বহুস্থানে গৃহ হয়। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও দ্বাদশাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া শুভ গ্রহের দৃষ্টি বর্জ্জিত হইলে তত্তৎ দশা অন্তর্দ্দশা কালে গৃহাদির নাশ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে কষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত গ্রহ অর্থাৎ দ্বিতীয় দ্বাদশ ও, চতুর্থেশ শুভযুক্ত হইয়া কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে, তত্তৎ দশা অন্তর্দ্দশা কালে গৃহ সুখ হয়।

চতুর্থস্থান ও বৃহস্পতির অবস্থা ও বলাবল গ্রহযোগ প্রভৃতি দৃষ্টে সুখাসুখের বিচার করিবে। চতুর্থভাবও শুক্র দ্বারা দিব্যস্ত্রী বাহন ভূষণ ও বিলাসিতার উপযোগী দ্রব্যাদির প্রাপ্তি নির্ণয় করিবে। শনি ও রাহু দ্বারা আয়ুঃ চিন্তা করিবে ও রবি দ্বারা পিতৃবিষয়ক ও চতুর্থভাব ও চন্দ্রের অবস্থাদৃষ্টে মাতৃবিষয়ক চিন্তা করিবে।

চতুর্থ স্থানস্থ গ্রহ নীচস্থ ও শত্রুরাশি গত হইলে যদি উক্তগ্রহ লগ্ন হইতে অশুভ ভাবাধিপতি হন ও লগ্নেশের শত্রু হন তাহাহইলে তাহার প্রকোপে শরীরের সুখের হানি হয়। চতুর্থস্থগ্রহ, চতুর্থ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শীগ্রহ, চতুর্থভাবের কারক (চন্দ্র) বলবান্ হইলে অত্যন্তসুখদায়ী হয়।

যদি চতুর্থস্থানে শুভগ্রহ থাকে, চতুর্থাধিপতি উচ্চরাশিগত হয় ও মাতৃকারক বলবান্ হয় তাহা হইলে মাতা দীর্ঘায়ু হয়। চতুর্থাধিপতি, চন্দ্র, চতুর্থাধিপতি ও চন্দ্রের সহিত যুক্ত গ্রহ, চতুর্থস্থগ্রহ, চতুর্থদর্শী গ্রহ এই সকলের মধ্যে যে সকল গ্রহ অনিষ্টদায়ী তাহাদের দশা অন্তর্দ্দশায় মাতার মৃত্যু হইয়া থাকে।

চতুর্থাধিপতি তুঙ্গাদি শুভস্থান স্থিত হইয়া শুভযুক্ত দৃষ্ট হইলে ক্ষেত্র বৃদ্ধি হয়। চতুর্থাধিপতি দশমগত ও দশমাধিপতি চতুর্থভাব গত হইলে যদি মঙ্গল বলবান্ হয় তাহা হইলে বহুক্ষেত্র হইয়া থাকে। দশম ও চতুর্থাধিপতি বলবান্ হইয়া পরস্পর মিত্র হইলে বহু ক্ষেত্র লাভ হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি অথবা মঙ্গল নীচস্থ পাপযুক্ত দৃষ্ট ও পাপমধ্যগত হইলে ক্ষেত্র নাশ হয়। চতুর্থাধিপতি নীচশত্রু গৃহগত বা পাপযুক্ত হইয়া ধনস্থ হইলেও ক্ষেত্র নাশ হইয়া থাকে।

চতুর্থাধিপতি ও শুক্র কেন্দ্রগত হইলে যদি বুধ বলবান্ হয় তাহা হইলে জাতক বিদ্বান্ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি চতুর্থ স্থানে থাকিলে অথবা চতুর্থভাব শুভগ্রহ দ্বারা যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে যদি বুধ বলবান্ হয় তাহাহইলে জাতক বিদ্যাবিনয়াদিগুণ সম্পন্ন হয়। চতুর্থেশ পাপযুক্ত দৃষ্ট হইয়া দুঃস্থান গত হইলে বিদ্যাহীন হয়। চতুর্থেশ বৃহস্পতি ও বুধ তৃতীয় গত বা দুঃস্থান গত হইলে অথবা নীচ শত্রু গৃহগত হইলে বিদ্যাদি বিষয়ে নিকৃষ্ট ফল প্রদান করে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে চতুর্থস্থান হইতে বিদ্যা, পঞ্চম হইতে বুদ্ধি ও দশম হইতে বিদ্যাজনিত যশ চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাবিষয়ক ফল ভাল হইলেই যে বুদ্ধিমান্ হইবে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহা নহে। পাশ ফেল প্রভৃতি দশম হইতে বিচার্য্য। বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি পঞ্চম হইতে বিচার্য্য।

চতুর্থ স্থানে রবি ও শনি থাকিলে যদি চন্দ্র ভাগ্যস্থান গত হয় ও মঙ্গল একাদশ গত হয় তাহা হইলে জাতকের গো মহিষাদি লাভ হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি যদি শুক্র বা চন্দ্রের ক্ষেত্র নবাংশ দ্বাদশাংশাদিতে উপগত হয় অথবা শুক্র ও চন্দ্র দ্বারা দৃষ্ট ও যুক্ত হয় ও তাহাতে যদি নীচস্থ, শত্রু গৃহগত ও পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে মানব সম্পূর্ণরূপ পশুবিত্ত লাভ করে।

দশমস্থ শনি, মঙ্গল বা রাহু রবিদৃষ্ট হইলে জনকের নাশক হয়, হৃদ্রোগ উৎপন্ন করে ও নিজপক্ষের হানি কর হয়। এইরূপ শনি চতুর্থস্থ হইয়া পাপদৃষ্ট হইলে অগ্নি দাহাদিভয়, অস্ত্রকর্তৃক আঘাত ইত্যাদি অশুভ ফল উৎপন্ন করে।

যদি চতুর্থস্থান পাপযুক্ত হয় ও চতুর্থাধিপতি পাপদৃষ্ট হয় অথবা চতুর্থস্থান পাপমধ্যগত হয় তাহাহইলে মানব কপটান্তঃকরণ হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি বলবান্ হইয়া স্বক্ষেত্র স্বনবাংশাদিগত হইলে মানব বিশুদ্ধহৃদয় ও শান্তপ্রকৃতিক হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থানে বলবান্ শুভগ্রহ থাকিলে জাতক সরলান্তঃকরণ বিশিষ্ট হয়।

বাহনেশ অর্থাৎ চতুর্থাধিপতি বলবান্ হইলে ও চতুর্থে শুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে বাহন জনিত সুখ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যান বাহনাদি বিষয়ক বিচার শুক্র হইতে করণীয়। অতএব শুক্রও তাহা হইতে চতুর্থস্থানের শুভাশুভত্বের উপর বাহনাদি সুখ সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। চতুর্থাধিপতি লগ্নেশ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্র একত্র লগ্নে থাকিলে অশ্ব লাভ হয়। চতুর্থাধিপতি শুক্রযুক্ত হইলে নর বাহন হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে চতুরঙ্গ যান লাভ করে। ধনাধিপতি লগ্ন গত হইলে, দশমাধিপতি ধনগত হইলে, ও চতুর্থে তুঙ্গী গ্রহ থাকিলে জাতক উত্তম বাহন লাভ করে। লগ্নাধিপতি, চতুর্থাধিপতি, ও নবমাধিপতি পরস্পর কেন্দ্রগত হইলেও জাতক বাহনবান্ হয়। লগ্নে, চতুর্থে বা নবমে যদি চতুর্থাধিপতি লগ্নাধিপতির সম্বন্ধী হইয়া অবস্থিতি করে তাহা হইলে তাহার দশা অন্তর্দ্দশায় বাহন লাভ হয়। চতুর্থ, ধর্ম্ম, আয় ও ধনাধিপতি লগ্নের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ও বলবান্ হইলে তত্তদ্দশায় রাজ্য ও ধন লাভ হয়। দুর্ব্বল হইলে দুঃখদায়ী হয়। জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই রূপ বহুবিধ বাঁধা নিয়ম আছে। বাস্তবিক প্রণিধান করিয়া দেখিলে কিরূপ অবস্থায় গ্রহগণ শুভ ফল প্রদান করে, কিরূপ অবস্থায় ভাবফল শুভ হয় এই সমস্ত বিচার করিয়াই অনুমান দ্বারা এই গুলি বলা যাইতে পারে। মোটামুটী কয়েকটী লিখিত লইল। এই প্রণালীতে চিন্তা করিয়া পাঠকগণ বাহনাদি বিষয়ক শুভাশুভ ফল বলিবেন।

চতুর্থাধিপতি লগ্ন গত হইলে পিতা ও পুত্র পরস্পর স্নেহবান্ হয়, পিতৃপক্ষ হইতে শত্রুতা হয় ও পিতার নামে বিখ্যাত হয়। চতুর্থাধিপতি ধনভাবগত হইলে পিতার সহিত বিরোধী হয়। শুভ গ্রহ হইলে পিতার পালক ও প্রসিদ্ধ হয়। চতুর্থাধিপতি তৃতীয়গত হইলে মানব পিতৃ মাতৃ শত্রু বা উভয়ের হন্তা, বিখ্যাত কুলে জাত, পিতার সহিত কলহকারী কিন্তু পিতৃবন্ধুর প্রতিপালক হয়। চতুর্থাধিপতি চতুর্থভাবগত হইলে ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট, মানী, খ্যাতনামা, ধার্ম্মিক, সুখী ও রত্নাদিমান্ হয়। চতুর্থাধিপতি পঞ্চমে থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা ধনী, পুত্র দীর্ঘায়ু, স্বয়ং ভূপতি, সর্ব্বজনপ্রিয়, বিষ্ণুভক্ত সৎপুত্রবান্ ও পুত্র প্রতিপালক হয়। চতুর্থাধিপতি ষষ্ঠভাব গত হইলে বহুমাতা বিশিষ্ট, পিতার অর্থ নাশক, চৌর, পিতার শত্রু, ও পিতৃদোষকর হয়। শুভগ্রহ হইলে তাহার পুত্র সঞ্চয়ী হয়। চতুর্থাধিপতি সপ্তম গত হইলে বিদ্বান্, পিতৃধনত্যাগী ও সভায় জড়বৎ হয়। যদি চতুর্থেশ ক্রূর গ্রহ হয় তাহা হইলে শ্বশুরকে পুত্রবধূ পালন করে না। শুভ গ্রহ হইলে বিপরীত ফল হয়। মঙ্গল ও শুক্র এইরূপ হইলে অর্থাৎ চতুর্থাধিপতি হইয়া সপ্তমভাব গত হইলে কুলটা হয়। ক্রূরগ্রহ চতুর্থাধিপতি হইয়া অষ্টমগত হইলে মানব রুগ্ন, দরিদ্র, দুষ্কর্ম্মা ও মৃত্যুপ্রিয় হয়। চতুর্থাধিপতি নবমভাবগত হইলে পিতার প্রতি অনাসক্ত, সমস্ত বিদ্যাবান্, পিতৃধর্ম্ম পরায়ণ ও পিতৃবিষয়ে নিরপেক্ষ হয়। চতুর্থাধিপতি দশমভাবগত হইলে রাজমান্য, রসায়নবিৎ, সুখী ও হৃষ্টচিত্ত হয়। চতুর্থাধিপতি একাদশে থাকিলে নিত্যরোগী, উদার, গুণবান্, দাতা, স্বক্ষমতায় অর্থ উপার্জ্জনকারী ও পিতৃভক্ত হয়। চতুর্থাধিপতি দ্বাদশে থাকিলে মানব অসুখী ও পিতৃসুখহীন হয়। ও পাপগ্রহ হইলে জারজ বা ক্লীব হয়।

পঞ্চম ভাব।

পঞ্চমভাব হইতে পুত্র, বুদ্ধি, দেবভক্তি, রাজানুগ্রহ, গুপ্তমন্ত্রণা প্রভৃতি চিন্তা করা যায়। ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। পুত্র ও কন্যার সংখ্যা স্থির করিবার সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মধ্যে দুই একটি লিখিত হইতেছে। যথা ১। পঞ্চম ভাবের যত নবাংশ ভুক্ত হইয়াছে ততগুলি সন্তান হইবে। বিশেষ এই যে শুভ গ্রহ যে রাশির নবংশকে দেখিবে সেই রাশির দরুণ দুইটী সন্তান ধরিতে হইবে। পুরুষগ্রহের দৃষ্টি বশতঃ পুরুষ ও স্ত্রী গ্রহের দৃষ্টি বশতঃ কন্যা জন্মিবে। ২। যতগুলি গ্রহ পঞ্চমে থাকিবে ও যত গুলি গ্রহের পঞ্চমে দৃষ্টি থাকিবে ততগুলি সন্তান হইবে। বিশেষ এই যে পুরুষ গ্রহের যোগ ও দৃষ্টিতে পুরুষ জন্মিবে। শুক্র ও চন্দ্রের দৃষ্টিযোগে কন্যা জন্মিবে। শনি কুজ দৃষ্ট হইলে গর্ভহানিকর বা সন্তান নাশকর হইবে। ৩। লগ্ন হইতে পঞ্চমাধিপতি যত সংখ্যক নবাংশে থাকিবে ততগুলি সন্তান হইবে। ৪। বৃহস্পতি হইতে পঞ্চমাধিপতি যত সংখ্যক নবাংশে থাকিবে তত গুলি সন্তান হইবে ইত্যাদি। এতৎ সম্বন্ধে বক্তব্য এইযে, যে মতেই দেখা যাউক না কেন সন্তান সংখ্যা ঠিক মিলিতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে কেবল মাত্র অষ্টবর্গ দ্বারা কতক পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টবর্গ প্রভৃতি বিচার দ্বারা আমরা প্রথম শিক্ষার্থিগণের এই গ্রন্থ দুরূহ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে লগ্নাধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি উভয়েই নররাশিতে অবস্থিত হইলে (কারকতা অধ্যায়ে রাশিগণের কারকতা দেখ) পুত্র সংখ্যা অধিক হয় ও উভয়েই স্ত্রী রাশিতে অবস্থিত হইলে কন্যা সন্তান অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যদি একটী পুরুষ রাশিতে অপরটী স্ত্রী রাশিতে থাকে তাহা হইলে এই দুইটীর বলাবল দৃষ্টে ফল নির্ণয় করিবে। পুরুষ গ্রহের অথবা স্ত্রীগ্রহের পঞ্চমভাবে দৃষ্টিও যোগ ও বিচারণীয়।

পঞ্চম স্থান বিষয়ে প্রধান দ্রষ্টব্য এই যে সন্তান জন্মিবে কি না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মিলে জীবিত থাকিবে কি না? সাধারণ নিয়মানুসারে দেখিতে হইবে সন্তানভাব বিরুদ্ধ কি না? বৃহস্পতি পুত্রের কারক। অতএব পুত্রস্থান বিচার করিতে গেলে বৃহস্পতি একটী প্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিস। পুত্রস্থান, পঞ্চমাধিপতি অথবা বৃহস্পতি শুভগ্রহ দৃষ্ট ও যুক্ত হইলে পুত্রপ্রাপ্তি হইবে। লগ্নাধিপতি পুত্রভাবগত হইলে যদি পুত্রাধিপতি বলবান্ হয় তাহা হইলে নিশ্চিত পুত্র হইবে। বলবান্ বৃহস্পতি লগ্নাধিপতি দৃষ্ট হইয়া পঞ্চমে থাকিলে নিশ্চিত পুত্র হইবে। কেন্দ্র কোণাধিপতি শুভগ্রহ হইয়া পঞ্চমে থাকিলে যদি পঞ্চমাধিপতি দুঃস্থানগত পাপযুক্ত অস্তগত বা নীচ শত্রু রাশিগত না হয় তাহা হইলে পুত্রস্থান বিষয়ে ফল শুভ হইবে। দুঃস্থানাধিপতি পঞ্চমে থাকিলে অথবা কোন দুঃস্থানে পঞ্চমাধিপতি থাকিলে অথবা পঞ্চমেশ স্বয়ং কোন দুঃস্থানের অধিপতি হইলে পুত্র সম্বন্ধে অনিষ্টকর হইবে। এইরূপে সাধারণ নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা আমরা অনেক ফলাফল বাহির করিতে পারি। পুত্রস্থান বিষয়ে কতকগুলি বিশেষবিধি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটী বিধি লিখিত হইতেছে।

•যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্র হয় ও শুক্র ও চন্দ্রের যোগ বা দৃষ্টি থাকে ও তাহাতে যদি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলে জাতক বহুপুত্র শালী হয়। কিন্তু উক্ত পঞ্চম স্থানে শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে জাতক পুত্রহীন হয়। কুম্ভ, মীন, কর্কট ও ধনুরাশিস্থ বৃহস্পতি পঞ্চমভাবগত হইলে পুত্র সম্বন্ধে অনিষ্ট ফলদায়ী হয়। তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়ে, লগ্নে, পঞ্চমে বা ধনস্থানে থাকিলে পুত্রসন্তান জন্মে না; জন্মিলেও বাঁচেনা। পঞ্চমভাব বিশেষ বলবান্ হইলে দুই একটী পুত্র দীর্ঘজীবী হয় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। পঞ্চমাধিপতি যেখানে থাকেন তাহা হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, ও দ্বাদশ রাশিস্থিত পাপগ্রহ সন্তানের অনিষ্টকারী। এমন কি যদি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ তিন স্থানেই পাপগ্রহ থাকে তাহাহইলে জাতককে মৃতাপত্য হইতে ত প্রায়ই দেখা যায়, কখন কখন অপুত্রক হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। এইরূপ পঞ্চম স্থান হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, ও দ্বাদশ রাশি গত পাপগ্রহ পুত্রভাবের অনিষ্টকর। লগ্ন, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এই তিন হইতে পঞ্চমাধিপতি দুঃস্থান গত হইলে পুত্র সম্বন্ধে অনিষ্টকর হয় ও শুভস্থানগত ও বলবান্ হইলে পুত্র সম্বন্ধে বিশেষ শুভ ফল প্রদান করে। পুত্র সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটী বিধি লেখা গেল। ইহা দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে সন্তান সম্বন্ধীয় শুভাশুভ বুঝিতে পারা যাইবে। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আরও কয়েকটী বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে।

লগ্নেশ্বর ষষ্ঠ ও অষ্টম গত হইলে যদি পঞ্চমাধিপতি পাপযুক্ত শত্রুগ্রহ বা নীচগ্রহ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে অপত্যহীনতা হইয়া থাকে। পঞ্চম স্থান বুধ বা শনির ক্ষেত্র হইলে যদি সেখানে শনির দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে পোষ্যপুত্র লাভ করে। চন্দ্র পাপ গ্রহের ক্ষেত্রগত হইলে যদি পঞ্চমাধিপতি নবম ভাব গত হয় ও তাহা হইতে ত্রিকোণে লগ্নাধিপতি থাকে তাহা হইলে পোষ্যপুত্র লাভ করে। যদি পঞ্চমাধিপতি চতুর্থে বা মিথুনে শনির নবাংশে থাকে তাহা হইলে পোষ্যপুত্র লাভ করে। মিথুনের নবাংশে বা শনির নবাংশে পঞ্চমাধিপতি রবি বুধ যুক্ত হইয়া থাকিলে মানব পোষ্যপুত্র লাভ করে। পঞ্চমাধিপতি স্বক্ষেত্রে থাকিলে জাতক অল্পাপত্য হয়।

বৃহস্পতি, চন্দ্র ও লগ্ন হইতে পঞ্চম ও নবমপতির দশা অন্তর্দ্দশায় অথবা লগ্ন হইতে পঞ্চম ও নবমাধিপতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্টগ্রহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশা অন্তর্দ্দশায় জাতক পুত্র লাভ করে। পঞ্চমাধিপতি ও বৃহস্পতি-যুক্ত দুঃস্থান পতির দশা অন্তর্দ্দশায় পুত্রের পীড়াদি অশুভফল উৎপন্ন হয়।

পঞ্চমাধিপতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা ত্রিকোণগত হইয়া শুভ-যুক্ত হইলে বাল্যকালে পুত্রবান্ হয়। কোনও মতে লগ্নে শুভগ্রহ থাকিলে বাল্যে পুত্রলাভ হয়। দশমে শুভগ্রহ থাকিলে যৌবন-কালে পুত্র হয়। চতুর্থে শুভগ্রহ থাকিলে স্ত্রীর যৌবনান্তে পুত্র জন্মে ও অশুভগ্রহ থাকিলে বার্দ্ধক্যে পুত্রলাভ হয়।

রবি পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে থাকিলে প্রথম পুত্রনাশ হয় অপরাপর সন্তান জীবিত থাকে। স্বক্ষেত্রগত না হইলে গর্ভপাত হয়।

পঞ্চমে রবি থাকিলে জাতক স্থির বুদ্ধি, চন্দ্র থাকিলে চঞ্চলমতি, মঙ্গল থাকিলে উগ্রবুদ্ধি, বুধ বৃহস্পতি থাকিলে সদ্বুদ্ধি, শুক্র থাকিলে মৃদুবুদ্ধি ও শনি রাহু থাকিলে কুটিল বুদ্ধি হয়।

পঞ্চমভাব শুভ মধ্যস্থ হইলে যদি বৃহস্পতি কেন্দ্র কোণগত হয় তাহা হইলে জাতক বুদ্ধিমান হয়। পঞ্চমে শনি থাকিলে যদি লগ্নেশ শনিদৃষ্ট ও পঞ্চমেশ পাপযুক্ত হয় তাহা হইলে বুদ্ধি জাড্য হয় অর্থাৎ বুদ্ধির তাদৃশ বিকাশ হয় না।

পঞ্চমস্থান হইতে উদর চিন্তা করা যায়। পঞ্চমেশ জলরাশি গত হইলে জাতকের মলের তরলতা থাকে। বায়ু ও অগ্নিরাশিগত হইলে কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়। অবশ্য ইহার সহিত জলগ্রহ ও শুষ্ক গ্রহের যোগাদি বিচার্য্য। যদি ৭৮ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মানুসারে পঞ্চমভাব আশ্রয় করিয়া কোন স্থায়ী পীড়ার যোগ থাকে তাহা হইলেই উক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠের তরলতা পীড়াকর হয়। পীড়াকর হইয়া রবি পঞ্চমে থাকিলে বিষজ বহ্নিজ ও পীড়া হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গল ঐরূপ পীড়াকর হইয়া পঞ্চমে থাকিলে অগ্নি ও শস্ত্র ভয়, রাহু থাকিলে কৃমি বা গুল্মরোগ এবং শনি ও চন্দ্র থাকিলে প্লীহা রোগ উৎপন্ন করে।

পঞ্চমস্থান, বৃহস্পতি বুধ ও শুক্র দৃষ্ট হইলে অথবা তথায় শুভ-ভাবাধিপতি হইয়া বৃহস্পতি বুধ ও শুক্র থাকিলে রাজার অনুগ্রহ লাভ হয়। পঞ্চমেশ পাপযুক্ত দুর্ব্বল হইলে জাতক বিদ্যা বিনয় রাজ সম্মানাদিহীন হয়।

পঞ্চম হইতে দেবভক্তি বিচার করা যায়। নবম হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি চিন্তা করা যায়। নবমভাব ফল শুভ হইলে জাতক আনুষ্ঠানিক হইতে পারেন ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভক্তিপ্রধান নাও হইতে পারে। পঞ্চম স্থান দ্বারাই ভক্তির গাঢ়তা চিন্তনীয়। এইজন্য নবম ও পঞ্চমাধিপতির পরস্পর যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে ভক্তি ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয় একত্র হইয়া জাতককে উচ্চশ্রেণীর সাধক করিয়া তোলে। নবম ও পঞ্চমাধিপতি বলবান্ হইলে ও সাত্ত্বিক গ্রহযুক্ত হইলে ফলের উৎকর্ষ হয়। দশম হইতে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস চিন্তা করা যায়। এইজন্য ইহাদের সহিত দশমেশের সম্বন্ধ হইলে ফল আরও ভাল হয়। শুক্র ঐশ্বর্য্যাদির কারক। এই জন্য ভক্তিস্থানে শুক্রের সম্বন্ধ থাকিলে মানব রাজসিক ভক্তি-বিশিষ্ট ও বিভূতিলাভাকাঙ্ক্ষী হয়।

শনির সম্বন্ধ থাকিলে যদি শনি শুভভাবাধিপতি, শুভযুক্ত ও বল-বান্ হয় তাহা হইলে দৃঢ়বিশ্বাসী ও কঠোর ব্রতাবলম্বী হইবে। বৃহস্পতি প্রভৃতি সাত্ত্বিক গ্রহ যোগে সাত্ত্বিকভক্তি বিশিষ্ট হইবে। ইত্যাদি। কারকতার অধ্যায়ে এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। প্রব্রজ্যা বিষয়ে দুই এক কথা পরে লিখিত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতার লগ্ন হইতে দশমরাশিতে লগ্ন হইলে জাতক পিতার তুল্য গুণবান্ হয়। এইরূপ পিতৃলগ্ন হইতে তৃতীয়, নবম, একাদশ ও দ্বিতীয় রাশিতে পুত্রের লগ্ন হইলে পুত্র পিতার বশতাপন্ন হয়। ষষ্ঠাষ্টম রাশিতে লগ্ন হইলে পুত্র পিতার শত্রু হয়।

লগ্ন হইতে একাদশ ও নবমস্থ শনি, মঙ্গল ও রাহু স্ব স্ব দশান্তর্দ্দশাকালে পিতার মৃত্যু দায়ী হয়। শনিও মঙ্গল সপ্তম ও অষ্টমস্থ হইলে বালকের নিধনদায়ী ; দশম ও পঞ্চমস্থ মঙ্গল মাতুল নাশকর, উক্ত দুইস্থান গত রবি পিতার, শনি বালকের ও বুধ জননীর নাশ-কর হয়।

নবম ভাব হইতে ষষ্ঠাধিপতি বা অষ্টমাধিপতি ও শনি কর্ত্তৃক সপ্তশলাকা চক্রে* বিদ্ধক্রূরগ্রহ স্বীয় দশা অন্তর্দ্দশাকালে পিতার মারক হয়। রবি যে রাশিতে বা নবাংশে থাকেন তাহার মধ্যে বলবান্ রাশির ত্রিকোণে রবি আসিলে পিতার মৃত্যু হয় এতদ্দ্বারা

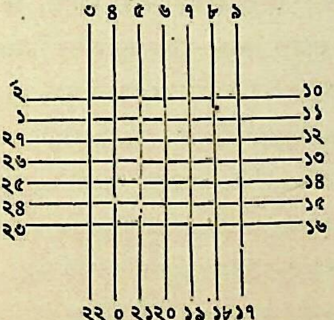

* পার্শ্বে সপ্তশলাকাচক্র অঙ্কিত হইল। শনির সহিত কাহারও বেধ আছে কি না দেখিতে হইলে প্রথমে দ্রষ্টব্য এই যে, শনি কোন্ নক্ষত্রে আছেন। মনে কর শনি ১০ নক্ষত্রে আছেন। চক্রে দেখা গেল যে ১০ এর সহিত ২ এক রেখায় আছে। অর্থাৎ ১০ এর সহিত দশ ও দুইয়ের বেধ। অতএব ১০ ও ২ নক্ষত্রস্থ গ্রহ শনিবিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতার মৃত্যুমাস জানা যায়। এইরূপ চন্দ্ররাশি বা চন্দ্রনবাংশের মধ্যে বলবান্ রাশির কোণে রবি আসিলে মাতার মৃত্যু হয়। এতদ্দ্বারা মাতার মৃত্যু মাস বলা যায়।

পঞ্চমাধিপতি লগ্ন গত হইলে জাতক বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রবিৎ কৃপণ ও স্বার্থপর হয়। পঞ্চমাধিপতি দ্বিতীয়ে থাকিলে মানব ধনবান্, গীতাদিবিৎ, উচ্চ পদস্থ, খ্যাত, কিন্তু দুঃখিত চিত্ত ও ক্রোধী হয়। ক্রূরগ্রহ হইলে ধনের অল্পতা হয়। পঞ্চমাধিপতি তৃতীয় ভাবগত হইলে জাতক মিষ্টভাষী, বন্ধুজনের মধ্যে যশস্বী ও মায়াবী হয়। পঞ্চমেশ চতুর্থ ভাবে থাকিলে পিতৃ কর্ম্মে রত, মাতৃভক্ত, সুবুদ্ধি মন্ত্রী বা গুরুপদ বাচ্য হয়। পঞ্চমাধিপতি পঞ্চমে থাকিলে বুদ্ধিমান্, মানী, বচনকুশল, সুত যুক্ত ও খ্যাত হয়। পঞ্চমেশ ষষ্ঠ থাকিলে শত্রুযুক্ত, রুগ্ন বা শত্রু ভাবাপন্ন পুত্রযুক্ত, মানহীন, রোগ যুক্ত, ও ধনহীন হয়। পঞ্চমাধিপতি সপ্তম গত হইলে সুশীলা ও সুতবতী স্ত্রী লাভ হয়। পঞ্চমেশ অষ্টম ভাগবত হইলে সন্তানহীনতা স্ত্রী হইতে অসুখ ও বিকৃতাঙ্গ বিশিষ্ট পুত্র ও ভ্রাতা উৎপন্ন হয়, পঞ্চমাধিপতি নবমগত হইলে জাতক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কবি, গীতজ্ঞ, রসিক ও রাজমান্য হয়। পঞ্চমাধিপতি দশম ভাব গত হইলে মানব রাজকর্ম্মা, সৎকর্ম্মরত, বিখ্যাত, মাতৃসুখযুক্ত ও নৃপতুল্য পুত্রবিশিষ্ট হয়। পঞ্চমাধিপতি একাদশগত হইলে জাতক জনবল্লভ, শূর, সুতবান্, গ্রন্থকর্ত্তা, সৎকর্ম্মফলভুক্, গীতবিদ্ ও রাজানুগ্রহবান্ হয়, পঞ্চমেশ ক্রূর গ্রহ হইয়া ব্যয় ভাব গত হইলে মানব সুতহীন হয়। শুভগ্রহ হইলে সুপুত্রবান্ হয় ও জাতক সুতসন্তাপ বিশিষ্ট ও বিদেশ গমনে উদ্যত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ ভাব।

ষষ্ঠ ভাব হইতে বৈরী, ক্রূরকর্ম্ম, রোগ, চিন্তা, মাতুল প্রভৃতির বিচার করা যায়। শুভগ্রহ ও মিত্রযুক্ত রবি ষষ্ঠে থাকিলে শত্রুনাশ হয়। কিন্তু রবি শত্রু গ্রহ দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে বহুশত্রু উৎপন্ন করে ও শত্রু দমন করা আয়াস সাধ্য হয়। ক্ষীণ চন্দ্র পাপক্ষেত্রে পাপ দৃষ্ট হইয়া ষষ্ঠস্থ হইলে জাতকের পীড়া দায়ী হয়, কিন্তু চন্দ্র পূর্ণ হইলে অথবা শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া গুরুক্ষেত্রে থাকিলে শত্রুহানিকর হয়। মঙ্গল ষষ্ঠস্থানে শত্রুগৃহগত বা নীচস্থ হইলে পীড়াকর ও রাজ্যহানিকর হয়। শত্রুগৃহগত বা নীচস্থ না হইলে জাতকের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। শত্রু গৃহ গত পাপযুক্ত বুধ বক্রী বা অতি-চারী হইয়া ষষ্ঠে থাকিলে শত্রু বৃদ্ধি করে। ইহার বিপরীতে শুভফল দায়ী হয়। কিন্তু বুধ শুভগ্রহ হইয়াও বক্রী অবস্থায় ষষ্ঠে থাকিলে পীড়াকর হইয়া থাকে। ষষ্ঠে বৃহস্পতি থাকিলে অনায়াসে শত্রু সকল দমিত হয়। কিন্তু উক্ত বৃহস্পতি বক্রী বা শত্রুক্ষেত্র গত হইলে শত্রুগণ পীড়াকর হইয়া থাকে। শুক্র অস্তগত, নীচস্থ, শত্রু গৃহগত হইয়া ষষ্ঠে থাকিলে কলহ, রোগ ও শত্রু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শুক্র তুঙ্গী স্বক্ষেত্রগত ও মিত্রগৃহগত হইলে জয়দায়ী হয়। শনি নীচস্থ হইয়া ষষ্ঠে থাকিলে নিকৃষ্ট জাতীয় লোক শত্রু হয়। নীচস্থ না হইলে অনায়াসে শত্রু পরাজিত হয়। তুঙ্গী শনি ষষ্ঠ গত হইলে অর্থ কামনা পরিপূর্ণ হয়। লগ্ন হইতে ষষ্ঠস্থ রাহু অনায়াসে শত্রু সকলের নিপাত করিয়া থাকে।

ষষ্ঠাধিপ পাপদৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে অথবা ষষ্ঠে একাধিক পাপগ্রহ থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে হয়। লগ্নাধিপ ষষ্ঠে ও ষষ্ঠাধিপ লগ্নে শনি রাহুযুক্ত হইয়া থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হয়। দুর্ব্বল ষষ্ঠাধিপতি পাপদৃষ্ট বা পাপ মধ্যগত হইলে শত্রু পীড়া হয়। ষষ্ঠাধিপতি দুঃস্থানগত হইয়া নীচস্থ ও শত্রুযুক্ত হইলে যদি লগ্নাধিপতি বলবান্ হয় তাহা হইলে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শুভক্ষেত্রগত ও শুভযুক্ত দৃষ্ট হইলে শত্রুর সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শনি বা মঙ্গল দ্বারা যুক্ত হইলে চৌর ও অগ্নিভয় হইয়া থাকে।

রবি পিতৃকারক। এই জন্য লগ্নাধিপতির শত্রু হইয়া দুর্ব্বল রবি ষষ্ঠ গত হইলে পিতৃবর্গ অর্থাৎ জ্ঞাতি হইতে শত্রুতা হয়। এইরূপ অন্যান্য গ্রহের কারকতা নির্ণয় করিয়া কোন পক্ষ হইতে শত্রুতা হইবে বিচার করা যায়। যথা মঙ্গল ভ্রাতৃকারক। দুর্ব্বল মঙ্গল লগ্নাধিপতির শত্রু হইয়া ষষ্ঠগত হইলে ভ্রাতৃপক্ষ হইতে শত্রুতা হইবে ইত্যাদি।

চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি ও বুধ বলবান্ হইয়া রিপুস্থান গত হইলে গোধনাদি বৃদ্ধি হয়। ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ক্ষুধা বিশিষ্ট হয় ও শুভগ্রহ থাকিলে জাতক মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। যদি ষষ্ঠাধিপতি পাপগ্রহ হয় ও লগ্নে বা অষ্টমে থাকে তাহা হইলে তদ্দশা অন্তর্দ্দশায় দেহে ব্রণাদি রোগ হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতিযুক্ত হইয়া পাপগ্রহলগ্নে থাকিলে জাতকের ব্রণ হয়। এইরূপ পঞ্চমে থাকিলে পিতার ও পুত্রের ; চতুর্থে মাতার ; সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীর ; তৃতীয়ে থাকিলে অনুজের ; একাদশে থাকিলে অগ্রজের ; ও অষ্টমে থাকিলে গুহ্য দ্বারের ব্রণ পীড়া হয়। রবি শীর্ষে, চন্দ্র ওষ্ঠে, মঙ্গল কণ্ঠে, বুধ নাভি নিম্নে, ও রাহু কেতু উদরে ব্রণ উৎপন্ন করে। যদি ব্রণ রোগের যোগ থাকে তাহা হইলে লগ্নাধিপতি বুধ-ক্ষেত্রে বুধ দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে গুহ্যদ্বারের পীড়া উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গল ও বুধ লগ্নাধিপতি হইয়া যদি চন্দ্র রাহু বা শনির সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। যদি লগ্নে লগ্নাধিপতি না থাকে তাহা হইলে লগ্নে রাহুযুক্ত চন্দ্র থাকিলে শ্বেতকুষ্ঠ হয়; শনিযুক্ত চন্দ্র থাকিলে কৃষ্ণ কুষ্ঠ হয়; ও কুজ যুক্ত চন্দ্র থাকিলে রক্তকুষ্ঠ হয়। ষষ্ঠেশ ও অষ্টমেশ রবির সহিত যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে জ্বরাদি পীড়া, মঙ্গলের সহিত যুক্ত হইয়া লগ্নবর্ত্তী হইলে শস্ত্র ব্রণ, বুধযুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে পিত্তজপীড়া, গুরুযুক্ত হইলে নীরোগতা, শুক্রযুক্ত হইয়া থাকিলে স্ত্রীর পীড়া, শনিযুক্ত হইয়া থাকিলে বায়ুজ পীড়া ও রাহুকেতুযুক্ত হইয়া থাকিলে সর্পভয় উৎপন্ন করে।

লগ্নাধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি শনিযুক্ত হইয়া কেন্দ্র ত্রিকোণগত হইলে কারাগারাদি হইতে কষ্ট হয়। ও তৎসহ রাহুকেতু থাকিলে নিগড়বন্ধন হইয়া থাকে। যদি শনি ও মঙ্গল ষষ্ঠস্থ হইয়া রবি ও রাহু দ্বারা দৃষ্ট হয় ও যদি লগ্নাধিপতি বলহীন হয় তাহা হইলে জাতক দীর্ঘরোগী হয়।

ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে নীরোগী, সবল, উদ্যমশীল, রিপুহন্তা বাচাল ও কুটুম্বগণের কষ্টকর হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি ধন স্থানে থাকিলে দুষ্ট, চতুর, সঞ্চয়শীল, উচ্চপদস্থ, বিখ্যাত, রোগযুক্ত, ও পুত্র কর্ত্তৃক অপহৃত-ধন হয়। ষষ্ঠাধিপতি তৃতীয়ে থাকিলে মানব ক্রোধী, বিত্তবান্, ভ্রাতৃগণের বিরোধী ও সাধুলোকের কষ্টদায়ী হয়। ষষ্ঠাধিপতি চতুর্থে থাকিলে পিতৃপুত্রের বৈরিতা, রুগ্ন পিতা, পিতৃবিত্ত হানি বা তদ্বিষয়ক বিবাদ, মাতৃপীড়া ও স্থায়ী লক্ষ্মী প্রদান করে। ষষ্ঠাধিপতি পঞ্চম গত হইলে পিতাপুত্রের শত্রুতা অথবা পুত্রের হানি রাজার নিগ্রহ প্রভৃতি অশুভফল প্রদান করে। ষষ্ঠাধিপতি ষষ্ঠ গত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে মানব নীরোগী, সুখী, কৃপণ ও কুস্থানবাসী হয়। ষষ্ঠাধিপতি ক্রূর গ্রহ হইয়া সপ্তমগত হইলে প্রচণ্ডা স্ত্রী লাভ হয়। শুভগ্রহ হইলে স্ত্রী বন্ধ্যা বা গর্ভপাত রোগযুক্তা হয়। শনি ষষ্ঠাধিপতি হইয়া অষ্টমে থাকিলে গ্রহণীরোগ, মঙ্গল হইলে সর্পভয়, বুধ হইলে বিষ দোষ, চন্দ্র হইলে হঠাৎ মৃত্যু, রবি হইলে সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ হইতে ভয়, বৃহস্পতি হইলে দুষ্টবুদ্ধি, ও শুক্র হইলে নেত্রপীড়া উৎপন্ন করে। ক্রূরগ্রহ ষষ্ঠাধিপতি হইয়া নবমগত হইলে খঞ্জ, পণ্ডিত বিরুদ্ধবাদী, যাচক ও গুরুর প্রতি অবজ্ঞাকারী হয়। ক্রূরগ্রহ ষষ্ঠাধিপতি হইয়া দশম ভাব গত হইলে মাতার সহিত শত্রুতা বিশিষ্ট, ধর্ম্মপর, পুত্র-পালনমতি ও মাতার অপ্রিয় হয়। শুভগ্রহ হইলে ফল অপেক্ষা-কৃত শুভ হইয়া থাকে। ক্রূরগ্রহ ষষ্ঠাধিপতি হইয়া একাদশ গত হইলে শত্রু হইতে মৃত্যু হয়, রিপু ও তস্কর হইতে হানি হয় ও চতুষ্পদ হইতে লাভ হয়। ষষ্ঠাধিপতি দ্বাদশভাব গত হইলে চতুষ্পদ দ্রব্য ধান্যাদি নাশ, পরদার গমন, জীব হিংসাপরতা প্রভৃতি অশুভফল উৎপন্ন করে।

সপ্তম ভাব।

সপ্তম ভাব হইতে জায়া, অংশী, গমনাগমন, বাণিজ্য প্রভৃতি চিন্তা করা যায়। ধনভাব, সপ্তমভাব ও শুক্র হইতে জায়া সম্বন্ধীয় সুখাসুখ চিন্তা করা যায়। পত্নীকারক শুক্র অস্তগত শত্রুযুক্ত প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলে জাতক জায়া বিষয়ে সুখী হয় না। জায়া স্থানে একাধিক পাপগ্রহ থাকিলেও জায়া জনিত অসুখ উৎপন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। যেরূপ লগ্ননবাংশ হইতে জাতকের গঠন, আকৃতি প্রভৃতি বলিতে পারা যায় ঠিক সেইরূপ সপ্তমভাবের নবাংশ হইতে ও সপ্তমে গ্রহগণের যোগ ও দৃষ্টি প্রভৃতি বিচার করিয়া জায়ার আকৃতি প্রকৃতি বলিতে পারা যায়। সপ্তম ভাব হইতে মোটের উপর জায়া বিষয়ক বিচার হয়। একাধিক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিলে যদি প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়া স্ত্রী এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সপ্তম হইতে গণনা আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ ষষ্ঠ ঘরে বিচার করিতে হইবে। কারণ ষষ্ঠস্থানের নামান্তর সপত্নস্থান। প্রথমা স্ত্রীর সপ্তম স্থান হইলে, দ্বিতীয়া স্ত্রীর সপ্তম হইতে ষষ্ঠ অর্থাৎ দ্বাদশ স্থান। তৃতীয়া স্ত্রীর দ্বাদশ হইতে ষষ্ঠ অর্থাৎ পঞ্চম স্থান। এইরূপে বিচার করিতে হইবে। তৃতীয় স্থান সহোদর স্থান। অতএব সপ্তম হইতে তৃতীয় ভাবে অর্থাৎ নবম ভাবে পত্নীর ভ্রাতা অর্থাৎ শ্যালকের বিষয় বিচার করিতে হইবে। সপ্তম স্থান পত্নী স্থান, অতএব নবম হইতে সপ্তম অর্থাৎ তৃতীয় স্থান হইতে শ্যালী সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। নবম পিতার স্থান। কোনও মতে দশম। অত-এব সপ্তম হইতে নবম বা দশম স্থান হইতে অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান হইতে শ্বশুর ও সপ্তম হইতে চতুর্থ অর্থাৎ দশমে শ্বাশুড়ী চিন্তনীয়। কেবল যে পত্নীভাব বিষয়েই এরূপ করিতে হইবে তাহা নহে। সমস্ত ভাবেই এইরূপ করিয়া লইবে। তৃতীয় স্থান অনুজস্থান। তৃতীয় হইতে তৃতীয় অর্থাৎ পঞ্চম স্থান হইতে দ্বিতীয় সহোদর বিচার করিতে হয়। চতুর্থ মাতৃস্থান অতএব চতুর্থ হইতে ষষ্ঠে মাতৃ-সপত্নী অর্থাৎ বিমাতৃ বিষয়ক বিচার করিবে। ইত্যাদি।

কারকতা অনুসারে লগ্নাধিপতির যে জাতি সপ্তমাধিপতির জাতি তদপেক্ষা হীন হইলে জাতক অপেক্ষাকৃত নীচকুলে বিবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। ও উচ্চ হইলে উচ্চ কুলে বিবাহ করিবে। গ্রহের যোগ বশতঃ ফলের বিভিন্নতা বিচার করিয়া ফল বলিবে। যেমন মেষ লগ্নে জাত ব্যক্তির সপ্তম তুলারাশি। মেষের অধিপতি মঙ্গল ক্ষত্রিয়; তুলাধিপ শুক্র ব্রাহ্মণ; অতএব মেষ লগ্ন জাত ব্যক্তি উত্তম কুলে বিবাহ করিবে। কিন্তু তুলাতে যদি শনি থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছের বাস হইল। সুতরাং এস্থলে অপেক্ষাকৃত হীনকুলে বিবাহ হইবে জানা গেল।

সপ্তমাধিপতি শুভ যুক্ত না হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থিত হইলে ও অস্তগত নীচস্থ প্রভৃতি দোষ যুক্ত হইলে জায়া সুখ হয় না। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি সপ্তমে থাকিলে অথবা সপ্তমাধিপতি স্বয়ং কোন দুঃস্থানের বিশেষতঃ ষষ্ঠ ও অষ্টমের অধিপতি হইলে ও পত্নী নাশাদি অশুভ ফল হইয়া থাকে। এইরূপে সাধারণ নিয়মানুযায়ী ফলাফল নির্ণয় করিব।

প্রত্যেক ভাবে অনেকগুলি বিচার্য্য বিষয় আছে। সাধারণ নিয়মানুসারে কোন ভাব ফল হইলে যে সেই ভাবের অন্তর্গত সকল গুলিই ভাল হইবে তাহা নহে। এই জন্যই সন্দেহস্থলে ভাব বিচারের সঙ্গে সঙ্গে কারকতা বিচারের প্রয়োজন। সপ্তম ভাবে অনেক গুলি বিচার্য্য বিষয় আছে সাধারণ নিয়মানুসারে সে গুলির শুভত্ব বা অশুভত্ব স্থির হইল এক্ষণে কোনটীর বিষয় পৃথক্ বিচার করিতে গিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেই বিষয়ের কারকের অবস্থা দেখিতে হইবে। যেমন পত্নী স্থান হইতে বাণিজ্য বিষয়ক বিচার করিতে হয়। কেহ পত্নী বিষয়ে সৌভাগ্যশালী তাই বলিয়া যে সে বাণিজ্য-বিষয়েও উন্নতি করিবে তাহা নহে। যদি কেবল পত্নীর সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সন্দেহস্থলে সপ্তম ভাব বিচারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে পত্নীকারক শুক্র শত্রুগ্রহযুক্ত দৃষ্ট ও দুর্ব্বল কিনা, শুক্র হইতে সপ্তম স্থানের অবস্থা কিরূপ ইত্যাদিও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন এইরূপ সমস্ত ভাবেই বুঝিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিচার্য্য বিষয়ের কারকতা ও ভাব বিচারের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিচারের জন্য বিশেষ বিধি গুলি গঠিত হয়। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য কতকগুলি বিশেষবিধি লিখিত হইতেছে। ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি থাকিলে ভার্য্যা জীবিত থাকে না। লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, অষ্টমে বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকিলে কন্যার স্বামী দীর্ঘজীবী হয় না ও পাত্রের স্ত্রী দীর্ঘ জীবিনী হয় না। কিন্তু জায়া ও পতি উভয়েরই একইরূপ সপ্তমভাবের অশুভকর যোগ থাকিলে উভয়েই পুত্রাদি যুক্ত হইয়া জীবিত থাকে। এই জন্য বিবাহের সময় কোষ্ঠী মিলান প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সপ্তম ভাব মিলন করার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষীরা গণ ও বর্ণের মিলন করিয়া থাকেন। গণ নির্ণয়ের বিষয়ে একটী খনার বচন আছে—"দমা রাম দমাদিন্দু রারাম মদরাদরাঃ। দূরে রাম মদারারি মামদা গণনির্ণয়ঃ" এই বচনে এক একটী অক্ষর এক একটী গণের সূচক। দ অক্ষরে দেবগণ, ম অক্ষরে মানব অর্থাৎ নরগণ, ও র অক্ষরে রাক্ষসগণ। অশ্বিন্যাদিক্রমে গণিতে হয়। যেমন ঐ বচনের প্রথম অক্ষর দ; অতএব প্রথম অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রে দেবগণ। দ্বিতীয় অক্ষর মা, অতএব দ্বিতীয় অর্থাৎ ভরণী নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির নরগণ। তৃতীয় অক্ষর রা; অতএব তৃতীয় অর্থাৎ কৃত্তিকানক্ষত্রে জাতব্যক্তি রাক্ষসগণ ইত্যাদি। দেবগণের সহিত সমস্ত গণেরই বিবাহ চলিতে পারে। নরগণের সহিত রাক্ষসগণের বিবাহ হয় না। অবশ্য পাত্র ও কন্যা একই গণের হইলে শ্রেষ্ঠ মিলন হয়। মীন, কর্কট

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বৃশ্চিক রাশিতে জাতব্যক্তি বিপ্রবর্ণ। সিংহ, তুলা ও ধনু রাশিতে জাতব্যক্তি ক্ষত্রিয়বর্ণ। কুম্ভ, মিথুন ও মেষ বৈশ্যবর্ণ। মকর, বৃষ ও কন্যা শূদ্রবর্ণ। কন্যা বর্ণে শ্রেষ্ঠ হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ।

দ্বাদশে বা সপ্তমে একাধিক ক্রূরগ্রহ থাকিলে যদি চন্দ্র পঞ্চমে থাকে তাহা হইলে জাতক স্ত্রী পুত্রবিহীন হয়। শুক্র বুধযুক্ত হইয়া সপ্তমে থাকিলে মানব কলত্রহীন হয়। শুভদৃষ্ট হইলে অধিক বয়সে মনোরমা পত্নী লাভ করে। সপ্তমাধিপতি সপ্তমে থাকিয়া ক্রূরযুক্ত হইলে জায়ানাশ হয়। সপ্তমে বৃহস্পতি বুধ থাকিলে এক স্ত্রী হয়। চন্দ্র ও শুক্র সপ্তমে থাকিলে বহু পত্নী বা বহু বল্লভা হয়। সপ্তম স্থান রবি ও মঙ্গলের ক্ষেত্র হইলে প্রায়শঃই একস্ত্রী হইয়া থাকে। জায়ানাশ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিশেষ কোন একটা যোগ থাকিলে এই সমস্ত ফলের অন্যথা হয়। লগ্নাধিপতি ও সপ্তমাধিপতি উভয়েই লগ্নে বা সপ্তমে থাকিলে দুই স্ত্রী হয়। লগ্নাধিপতি সপ্তমে অথবা সপ্তমাধিপতি পঞ্চমে থাকিলে জাতক স্ত্রীর আদেশানুবর্ত্তী হয়। লগ্নে রাহু বা কেতু থাকিলে স্ত্রী স্বামীর বশীভূত হয়। সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে মানব স্ত্রী বিষয়ে সুখী হয় না।

জন্মকালে সপ্তমে শনি বা মঙ্গলের বর্গ হইলে অর্থাৎ শনি ও মঙ্গলের ক্ষেত্র নবাংশাদি হইলে অথবা শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে মানব রাজকার্য্যে ব্যুৎপন্ন হয়। সপ্তমে শুক্র থাকিলে অত্যন্ত কামাতুর হয়। বুধ থাকিলে পরস্ত্রীগামী হয়। পাপযুক্ত দ্বিতীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাবের অধিপতি শুক্রের সহিত যুক্ত হইয়া লগ্নে থাকিলে মানব কামাতুর ও পরস্ত্রীগামী হয়। লগ্নেশ ও ষষ্ঠেশ পাপযুক্ত হইলে জাতক জার হয়। সপ্তমাধিপতি রাহু ও কেতুর সহিত যুক্ত হইলে ব্যভিচারপরায়ণ হয়। চন্দ্র সম রাশিতে থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীর বেশ মেয়েলি মেয়েলি গঠন হয়। বিষম রাশিতে থাকিলে স্ত্রী পুরুষ ভাব যুক্তা হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি ও পঞ্চমাধিপতি শুভদৃষ্ট হইয়া ষষ্ঠাধিপযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে স্ত্রী উপপতির সাহায্যে পুত্র উৎপন্ন করে। তাহার স্বামী বহুস্ত্রীবিশিষ্ট হইলেও অনপত্য থাকে।

সপ্তমাধিপতি ও ধনাধিপতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট গ্রহের দশা অন্তর্দ্দশায় বিবাহ হয়। শুক্র, চন্দ্র ও লগ্ন হইতে সপ্তমাধিপতির দশাতেও বিবাহ হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি বলবান্ হইয়া কেন্দ্রকোণ গত হইলে বাল্যে বিবাহ হয়।

গমনাগমন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে শাস্ত্রকারেরা তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ এই চারি গৃহ হইতে গমনাগমন চিন্তা করেন। তন্মধ্যে উপদেশ এই যে তৃতীয়স্থানের যাত্রা অতি নিকটবর্ত্তী দেশে হইয়া থাকে। সপ্তমস্থান হইতে কার্য্যোপলক্ষে অপেক্ষাকৃত দূরদেশে গমনাগমন বুঝায়। নবমস্থান হইতে কিছু অধিকদূরে গমন সূচিত হয় ও তীর্থযাত্রা নবমস্থানের ফলভিন্ন হয় না। দ্বাদশ স্থান হইতে অতিদূর যাত্রা চিন্তা করা যায়। ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টমে একাধিক পাপ থাকিলে শুক্রের অবস্থা দেখিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ হইবে এইরূপ ফল বলিবে। বুধ বাণিজ্যের কারক সপ্তমভাব ও বুধ উভয়ের বলবিচার করিয়া ও ধনাধিপতির শুভাশুভত্ব দেখিয়া বাণিজ্য কুশলতা ও তাহা হইতে উন্নতির বিষয়ে ভাবি ফল বলিবে।

সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক ভোগী, রূপবান, অন্যস্ত্রীতে প্রীতি রহিত ও স্ত্রী দ্বারা দলিত চিত্ত হয়। সপ্তমাধিপতি দ্বিতীয়ে থাকিলে স্ত্রী দুষ্ট প্রকৃতি ও সুখহীন হয় ও সেইব্যক্তি নির্জ্জনবাস প্রিয় হয়। সপ্তমাধিপতি তৃতীয়ে থাকিলে জাতক আত্মনির্ভর শক্তি সম্পন্ন, বন্ধুবৎসল ও দুঃখিত চিত্ত হয়। এবং জাতকের স্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরূপা ও দেবররতা হয়; ক্রূরগ্রহ হইলে দেবরগৃহগতা হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি চতুর্থে থাকিলে জাতক চঞ্চলচিত্ত, অতিরিক্ত স্নেহবিশিষ্ট ও পিতৃবৈর সাধক হয় ও জাতকের পিতা কঠোরভাষী হয় এবং পুত্রবধূদিগকে প্রতিপালন করে। সপ্তমেশ পঞ্চমরাশি গত হইলে জাতক সুতান্বিত, সৌভাগ্যযুক্ত, সাহসী ও দুষ্টমতি হয়। তাহার পুত্র মাতাকে প্রতিপালন করে। সপ্তমাধিপতি ষষ্ঠস্থ হইলে স্ত্রীর সহিত শত্রুতা বিশিষ্ট অথবা রুগ্না স্ত্রী বিশিষ্ট ও স্ত্রীর প্রতি আসক্তি শূন্য হয়। ক্রূরগ্রহ হইলে জাতকের মৃত্যুকর হয়। সপ্তমাধিপতি সপ্তমগত হইলে দীর্ঘায়ু, প্রীতিবৎসল, নির্ম্মল স্বভাব ও তেজস্বী হয়। সপ্তমাধিপতি অষ্টম গত হইলে বেশ্যাসক্ত অথবা বিবাহশূন্য, দ্বিবেদরত, ও স্ত্রীলোকের অবাধ্য হয়। সপ্তমাধিপতি নবমগত হইলে জাতক স্বয়ং তেজস্বী, শীলবান ও জাতকের স্ত্রী শীলবতী ও তেজস্বিনী হয়। সপ্তমেশ ক্রূরগ্রহ হইয়া নবমে থাকিলে ক্লীবের ন্যায় হয় ও লগ্নাধিপতি দৃষ্ট হইলে প্রবল তার্কিক হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি দশমগত হইলে মানব রাজার বিরুদ্ধাচারী, লম্পট, কর্কশভাষী ও ক্রূর প্রকৃতি হয়। ক্রূরগ্রহ হইলে শ্বশুর দুষ্ট প্রকৃতি ও বধূ শাশুড়ির অনুগতা হয়। সপ্তমাধিপতি একাদশগত হইলে পরিণীতা স্ত্রী ভক্তা রূপবতী ও সুশীলা হয় ও প্রসব সময়ে সবিশেষ প্রীতিমতী হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি দ্বাদশগত হইলে জাতক গৃহবন্ধুহীন হয় অথবা ভার্য্যা চঞ্চলা হয় অথবা বাহির হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম ভাব

মহর্ষি পরাশর বলেন যে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত মানবের আয়ুঃ স্থির করা যায় না। ঐ কাল পর্য্যন্ত জপ হোম ও চিকিৎসাদি দ্বারা বালককে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে চব্বিশবৎসরের মধ্যে আয়ুঃ সত্ত্বেও বালক মরিতে পারে ইহাই পরাশরোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইল। এক্ষণে দেখা যাউক এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে কিরূপ স্থলে বালকের মারক যোগ হইতে পারে। অল্পবয়সে রিষ্ট অর্থাৎ ফাঁড়া নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষীরা তিনটী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। (১) গণ্ডরিষ্টাদি বিচার (২) গ্রহরিষ্ট বিচার (৩) পতাকী রিষ্ট বিচার। আমরা একে একে তিনটী রিষ্টের বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

(১) গণ্ডরিষ্ট

অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ডে ও রেবতী অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচ দণ্ডে জন্মাইলে জাতকের গণ্ডদোষ হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রের দোষযুক্ত কাল দিবাগণ্ডনামে অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের দোষযুক্তকাল রাত্রিগণ্ডনামে ও রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের পূর্ব্বলিখিত দোষযুক্ত কাল সন্ধ্যাগণ্ড নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রাতঃসন্ধ্যাকালে ও সায়ংসন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাগণ্ডে কোন বালক জন্মিলে বালকের রিষ্ট হয়। নিশাকালে নিশাগণ্ডে জন্মিলে বালকের মাতার রিষ্ট হয়। ও দিবাগণ্ডে দিবা-ভাগে জন্মিলে বালকের পিতার রিষ্ট হয়। দিবা ভাগে নিশাগণ্ডে জন্মিলে ও নিশাভাগে দিবাগণ্ডে জন্মিলে কোনও রিষ্টই হয় না। দিবাগণ্ডে কন্যা ও রাত্রিগণ্ডে পুরুষ জন্মিলেও গণ্ডদোষ হয় না। জ্যোতিষীরা জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা ও মূলা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তির পক্ষে কয়েকটী বিশেষ বিধি লিখিয়া গিয়াছেন। এই তিনটী নক্ষত্রের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন অংশেই জন্ম হউক না কেন প্রায় সকল অংশেই কোনও না কোনও অনিষ্টফল আসিয়া পড়ে। কোনও মতে চিত্রার প্রথম দুই চরণে মাতার, পুষ্যার দ্বিতীয় চরণে পিতার, পূর্ব্বাষাঢ়ার দ্বিতীয় চরণে ভ্রাতার ও উত্তর ভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুণীর প্রথম চরণে জন্ম হইলে নিজের পীড়া হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে জন্মকালে দন্তের সহিত জন্ম হইলে অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় মাসে দাঁত উঠিলে পিতামাতার; তৃতীয় মাসে ভ্রাতার ও দশম মাসে নিজের রিষ্টকর হয়। কোনও মতে প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, নবমী, দ্বাদশী ও অমাবস্যা এই কয়তিথিতে জন্ম হওয়াই রিষ্টকর। কেহ কেহ বলেন যে কর্কট মীন ও বৃশ্চিক লগ্নের প্রথমভাগে সন্ধিলগ্নে জন্ম হইলেই রিষ্টকর হয়। ঐ সন্ধিলগ্নকে গণ্ডান্ত কহে। গণ্ডান্ত জাতব্যক্তি দৈবাৎ জীবিত থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বৈশাখের শুক্লাষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া, মাঘের কৃষ্ণা-দ্বাদশী, ফাল্গুণের শুক্লাচতুর্থী ও চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার জন্ম হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনপুত্রের পর জাতা কন্যা ও তিন কন্যার পর জাত পুত্র মাতৃপিতৃকুলের রিষ্টকারক। পিতা পুত্রের অথবা দুইভ্রাতার একই নক্ষত্রে জন্ম হইলে দুইজনের মধ্যে একজনের রিষ্ট হয়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর যে কোন অংশেই জন্ম হউক না সকল অংশেই কোনও না কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে। বৈধৃতি বা ব্যতীপাত যোগে অথবা সূর্য্যের রাশি সংক্রমণ কাল হইতে ষোড়শদণ্ডমধ্যে জন্ম হইলে দারিদ্র্যকারক যোগ হয়। ইত্যাদি অনেকবিধ অনিষ্ট যোগের বিষয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রে লিখিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং এই সমস্ত দোষের প্রতিকারার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আছে। শান্তি স্বস্ত্যয়নে অন্য কোনও ফল থাকুক বা না থাকুক অন্ততঃ তাহার দ্বারা বিশ্বাসবিশিষ্ট লোকের মানসিক শান্তি বিধান হয় সন্দেহ নাই। এইজন্য উপরিলিখিত কোন অনিষ্টকর সময়ে জন্ম হইলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা মন্দ নহে।

উপরি লিখিত অন্য অন্য রিষ্ট বা অনিষ্ট যোগ ছাড়িয়া দিয়া বালকের জন্মকালে গণ্ডদোষ হইয়াছে কি না দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। গণ্ডদোষের জন্য বিশেষ শান্তির ব্যবস্থা আছে। জ্যেষ্ঠার শেষ অৰ্দ্ধ প্রহর ও মূলার প্রথম অৰ্দ্ধপ্রহর, অশ্লেষার শেষ অৰ্দ্ধপ্রহর ও মঘার প্রথম অৰ্দ্ধপ্রহর, রেবতীর শেষ অৰ্দ্ধপ্রহর ও অশ্বিনীর প্রথম অৰ্দ্ধপ্রহর অভুক্ত মূল নামে বিখ্যাত। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠার শেষ অৰ্দ্ধদণ্ড ও মূলার প্রথম অৰ্দ্ধদণ্ড বিশেষ অশুভ। অভুক্ত মূলে জাত বালককে জ্যোতিষীরা পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। পরিত্যাগ করিতে না পারিলে পিতা বালকের আটবৎসর মুখ দেখিবে না এইরূপ ব্যবস্থা আছে। উত্তরা নক্ষত্রের দুইমাস পর্য্যন্ত, পুষ্যার তিন মাস, চিত্রার ছয়মাস, পূৰ্ব্বাষাঢ়ার আট মাস, অশ্লেষার নয় মাস, জ্যেষ্ঠার পনর মাস ও মূলার আট বৎসর পর্য্যন্ত অনিষ্টকাল।

গ্রহরিষ্ট।

গ্রহরিষ্ট সম্বন্ধে এত অধিক প্রকার বিশেষ বিধি আছে যে সে গুলি সমস্ত লিপিবদ্ধ করা একপ্রকার অসম্ভব। আমরা কেবল প্রধান প্রধান ৬।৭ টী গ্রহরিষ্ট লিখিয়া যে যে অবস্থায় রিষ্টভঙ্গ হয় তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিব।

যদি পাপগ্রহ ত্রিকোণ ও কেন্দ্রবর্ত্তী হয় ও শুভগ্রহ ষষ্ঠ অষ্টম ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশগত হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয় কালে জাতব্যক্তি সদ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করে। পাপ দৃষ্ট চন্দ্র ষষ্ঠ ও অষ্টম গত হইলে, জাত ব্যক্তির সদ্য মৃত্যু হয়। শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া উক্ত স্থান গত হইলে আটবর্ষে ও শুভাশুভ উভয় দৃষ্ট হইলে চারি বর্ষে রিষ্টকর হইয়া থাকে। যদি শুক্লপক্ষে রাত্রে অথবা কৃষ্ণপক্ষে দিনে জন্ম হয় ও চন্দ্রে শুভাশুভ গ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র ষষ্ঠাষ্টমগত হইলেও রিষ্টকর হয় না। শুভগ্রহের দৃষ্টি বর্জ্জিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে অথবা শনিযুক্ত মঙ্গল ষষ্ঠে ও অষ্টমে থাকিলে, অথবা শুভ দৃষ্টি রহিত হইয়া শনি ও মঙ্গল একত্রে পঞ্চমে থাকিলে, বালক সদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লগ্ন হইতে ষষ্ঠাষ্টমস্থ বুধ, কর্কটে চন্দ্র দৃষ্ট হইয়া থাকিলে, চারিবর্ষে বালকের মৃত্যু হয়। শুক্র দৃষ্টি হীন রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল ও শনি দৃষ্টি যুক্ত বৃহস্পতি, মঙ্গলের ক্ষেত্রে অষ্টমস্থ হইলে তিনবর্ষে জাতকের মৃত্যু হয়। দুঃস্থান গত শুক্র, রবি ও চন্দ্রের ক্ষেত্রগত হইয়া সমস্ত অশুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইলে ছয় বর্ষে জাতকের রিষ্টকর হয়। শনি, পাপ দৃষ্ট হইয়া লগ্নে থাকিলে ষোড়শ দিবস মধ্যে, পাপযুক্ত হইয়া থাকিলে মাসমধ্যে ও পাপযোগ দৃষ্টি বর্জ্জিত হইয়া থাকিলে এক বর্ষ মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়। শনি, তুলা মকর ও কুম্ভে থাকিয়া লগ্নগত হইলে রিষ্টকর হয় না। পাপদৃষ্ট রাহু কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে দশম বর্ষে অথবা ষোড়শবর্ষে রিষ্টকর হয়। ইহা কোনও কোনও আচার্য্যের অভিমত। লগ্নাধিপতি বা জন্ম রাশিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে অস্তগত হইয়া থাকিলে মেষাদি গণনায় যতসংখ্যক রাশিতে থাকে তত বর্ষে রিষ্ট হয়।

বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ বলবান্ হইয়া কেন্দ্র কোণবর্ত্তী হইলে সমস্ত গ্রহজনিত রিষ্ট ভঙ্গ হয়। তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশস্থ, রাহু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেতু, শনি ও মঙ্গল সর্ব্বরিষ্ট নাশ করেন। মেষ বৃষ ও কর্কট লগ্নস্থ রাহু সর্ব্বরিষ্ট নাশক। মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা বিছা ও কুম্ভ শীর্ষোদয় রাশি ও মীন উভয়োদয়। বাকি কয়েকটী পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞক। শীর্ষোদয় ও উভয়োদয় রাশিতে সমস্ত গ্রহ থাকিলে সমস্ত রিষ্ট ভঙ্গ হয়। আকাশ ধূলিশূন্য, মেঘ সকল সুনীল, গগনচারিগণ সুস্থ, বায়ু মৃদু মন্দগতি এইরূপ বিমল মুহূর্ত্তে জন্ম হইলেও জাতকের সকল রিষ্ট নষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) পতাকীরিষ্ট বিচার।

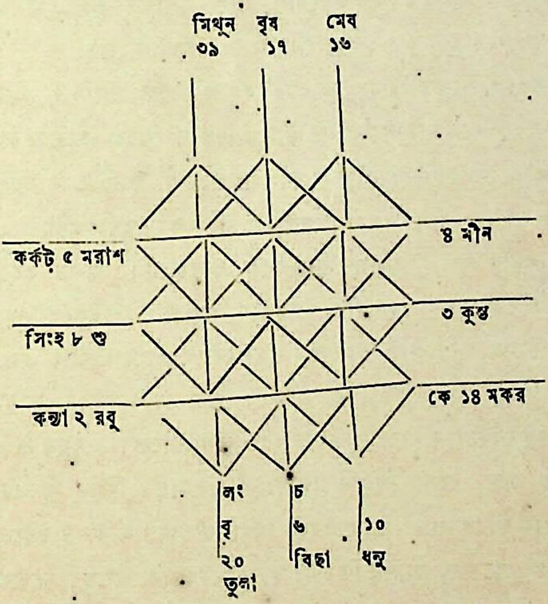

উপরে একটী পতাকী চক্র অঙ্কিত হইল। ইহাতে এক একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখাগ্রে এক একটী রাশি কল্পিত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন রাশির সমীপে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। কোন্ রেখাগ্রে কোন্ রাশি কল্পিত হয় ও কোন্ রাশির সমীপে কোন্ সংখ্যা লেখা রীতি আছে, তাহা উক্ত চক্রে লিখিত হইল।

পতাকী চক্রে কর্কটে ৫, সিংহে ৮, কন্যায় ২, তুলায় ২০, বিছায় ৬, ধনুতে ১০, মকরে ১৪, কুম্ভে ৩, ও মীনে ৪ লিখিত হইয়া থাকে। মেষে—কন্যা ধনু ও মীনের সংখ্যা যোগ করিয়া যোগ ফল লিখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এইরূপ বৃষে—সিংহ, বিছা ও কুম্ভের সংখ্যা সকলের যোগ ফল ও মিথুনে—কর্কট তুলা ও মকরের সংখ্যা সকলের যোগ ফল লিখিত হইয়া থাকে। এইজন্য মেষে ১৬, বৃষে ১৭ ও মিথুনে ৩৯ লেখা গিয়াছে।

পতাকী চক্রের বিচার করিতে হইলে—পূর্ব্ব লিখিত পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে বামার্দ্ধাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি নির্ণয় করিতে হয়। পতাকী চক্রে প্রত্যেক রাশি—সরল রেখা দ্বারা অন্য ৩ টী রাশির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যেমন, মেষ হইতে যে কয় রেখা গিয়াছে সে কয় রেখা কন্যা, ধনু ও মীন স্পর্শ করিয়াছে। কর্কট হইতে বহির্গত রেখা গুলি ধনু, মীন ও মিথুনে গিয়াছে। এইরূপে রেখা দ্বারা সংলগ্ন রাশি গুলি পরস্পর পরস্পরের বেধস্থানে আছে এরূপ কহা গিয়া থাকে। বিশেষ এই যে মেষ, বৃষ ও মিথুন কোনও রাশিরই বেধস্থানে নহে, এরূপ ধরা হইয়া থাকে। যেমন কর্কট হইতে এক রেখা মিথুনে গিয়াছে। তজ্জন্য মিথুন কর্কটের বেধস্থান হইবে না। তবে অবশ্য মিথুনের বেধস্থান কর্কট হইবে। সুতরাং প্রত্যেক রাশির তিনটী করিয়া বেধস্থান আছে। মেষের বেধস্থান—কন্যা, ধনু ও মীন। বৃষের—সিংহ, বিছা ও কুম্ভ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথুনের কর্কট, তুলা ও মকর। কর্কটের বেধস্থান—কর্কট, ধনু ও মীন (মিথুন নহে)। সিংহের—সিংহ, বিছা ও কুম্ভ (বৃষ নহে)। কন্যার—কন্যা, তুলা ও মকর (মেষ নহে)। এইরূপ তুলার বেধস্থান—কন্যা, তুলা ও মীন। বিছার—সিংহ, বিছা ও কুম্ভ। ধনুর—ধনু, মকর ও কর্কট। মকরের—কন্যা, ধনু ও মকর। কুম্ভের—সিংহ, বিছা ও কুম্ভ। মীনের—কর্কট, তুলা ও মীন। যদি দণ্ডাধিপতি গ্রহ লগ্নের বেধস্থানে থাকে তাহা হইলে পতাকী বেধ হইয়াছে বলা যায়। ও বেধস্থানের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিনে মাসে বা বৎসরে অথবা তাহাদের দুইটীর বা তিনটীর যোগফল সংখ্যক দিনে মাসে বা বৎসরে জাতকের রিষ্ট হইবার কথা।

যেরূপ জন্ম কুণ্ডলীতে গ্রহাদি ও লগ্ন লিখিত হয়, সেইরূপ পতাকী চক্রেও গ্রহাদি ও লগ্ন লিখিত হইয়া থাকে। উপরিলিখিত চক্রে দেখা যায় যে জাতকের কর্কটে মঙ্গল, রাহু ও শনি ছিল। সিংহে শুক্র ছিল। কন্যায় রবি ও বুধ ছিল। তুলায় লগ্ন ও তথায় বৃহস্পতি ছিল। বিছায় চন্দ্র ছিল ও মকরে কেতু ছিল। জাতকের রবির দণ্ডে জন্ম। তুলার বেধস্থান কন্যা তুলা ও মীন। রবি কন্যা রাশিস্থ সুতরাং তুলার বেধস্থান গত, অতএব ইহার পতাকীবেধ হইয়াছে। তুলার বেধস্থান তিনটীতে ২।২০।৪ এই তিনটী সংখ্যা লিখিত আছে। ইহাদের দুইটী দুইটী করিয়া যোগ করিলে ৬,২২ ও ২৪ হয়। তিনটীর যোগ ফল ২৬ হয়। অতএব ২, ২০, ৪, ৬, ২২, ২৪, ২৬এত সংখ্যক দিনে মাসে বা বর্ষে রিষ্ট হইবার কথা। আমরা জানি এই বালকের ৬ বর্ষ অতীত হইলে ৭ম বর্ষে কার্ত্তিক মাসে মৃত্যু হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যোগ ফলাদি দ্বারা যে বয়স নির্ণীত হয় তাহা সব সময় ঠিক মিলে না। কিন্তু প্রায় স্থলেই দেখা যায় যে পতাকীরিষ্ট প্রাপ্ত বালক প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না ও অধিকাংশ স্থলেই তিনটী বেধস্থানের সংলগ্ন অঙ্ক তিনটীর যোগ ফল অপেক্ষা অধিক বৎসর বাঁচে না। পতাকী রিষ্ট প্রবল হইলে হাজার সর্ব্বরিষ্ট ভঙ্গ যোগ থাকুক না কেন কিছুতেই বর্ষকাল লোপ পায় না।

সবল পাপগ্রহ রিষ্টকারক হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রাপ্ত অঙ্কাবলী সংখ্যক দিনে রিষ্ট হইয়া থকে। মধ্যবল হইলে মাসে ও দুর্ব্বল হইলে তৎসংখ্যক বৎসরে রিষ্ট হয়। শুভ গ্রহস্থলে ঠিক ইহার বিপরীত। শুভগ্রহ রিষ্টকারক হইয়া বলবান্ হইলে তত সংখ্যক বর্ষে, মধ্যবল হইলে মাসে ও ক্ষীণবল হইলে তত সংখ্যক দিনে রিষ্ট হয়। লগ্ন পাপ গ্রহযুক্ত দৃষ্ট হইলে অথবা শত্রুরাশিগত পাপ গ্রহ লগ্নে থাকিলে যোগাদি দ্বারা প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যক দিনে রিষ্ট হইয়া থাকে। লগ্ন শুভদৃষ্টযুক্ত হইলে যদি স্বামিগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে বর্ষ পরিমাণে মৃত্যু হইয়া থাকে। শুভগ্রহের দণ্ডে জন্ম হইলে যদি লগ্ন কোনরূপে পাপ বিদ্ধ না হয় তাহা হইলে বালকের রিষ্ট হয় না। এইরূপ অশুভগ্রহের দণ্ডে জন্ম হইলে যদি লগ্ন শুভ বিদ্ধ না হয় তাহা হইলে সত্বর বালকের মৃত্যু হয়। লগ্নাধিপতি ও দণ্ডাধিপতি একই গ্রহ হইলে পতাকীরিষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ুর্ব্বিচার।

বালকের জন্মমাত্রেই এই সমস্ত রিষ্টাদি বিচার করিবে। যদি কোনও রূপ রিষ্ট না থাকে তাহা হইলে প্রথমেই আয়ুর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য। কারণ, যাহার আয়ুই নাই তাহার লক্ষণে প্রয়োজন কি? আয়ুর্ব্বিচার সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই জৈমিনীসূত্র ও পরাশর মতে আয়ুর্ব্বিচার করিয়া থাকেন। আমরা জৈমিনীসূত্র মতে কি প্রকারে আয়ুর্ব্বিচার করিতে হয় লিখিতেছি। জৈমিন্যুক্ত আয়ুঃ প্রায়ই মিলিয়া থাকে। জৈমিনী আয়ুষ্কালকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন। জন্মের পর হইতে বত্রিশ বৎসর কাল অল্পায়ুঃ; তৎপরে চৌবট্টি বৎসর কাল পর্য্যন্ত মধ্যায়ুঃ; তদূর্দ্ধে ৯৬ পর্য্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ। আয়ুষ্কালের উল্লিখিত খণ্ডকে কক্ষা কহা যায়। কক্ষাবৃদ্ধির যোগ থাকিলে ৯৬ বর্ষ অপেক্ষাও অধিক আয়ুঃ হইতে পারে। লগ্ন ও চন্দ্র, লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি, এবং জন্মলগ্ন ও হোরা লগ্ন* দ্বারা আয়ু নির্ণীত হইয়া থাকে।

---

* হোরা লগ্ন আনয়ন করিবার ক্রম—আড়াই দণ্ডে এক রাশি কল্পনা করিয়া জন্ম দণ্ডাদিতে কত রাশি কত অংশ হয় ত্রৈরাশিক দ্বারা স্থির করিবে। যে রাশি অংশ লব্ধ হইবে, বিষম রাশি লগ্ন হইলে তাহার সহিত রবিস্ফুট যোগ করিবে ও সমরাশি হইলে লগ্নস্ফুট যোগ করিবে। প্রাপ্তযোগ ফলই হোরালগ্ন স্ফুট। যেমন, মনে কর জন্মকাল একচল্লিশ দণ্ড হইল। আড়াই দণ্ডে এক রাশি হইলে একচল্লিশদণ্ডে কত? এই ত্রৈরাশিক দ্বারা ষোল রাশি বার অংশ পাওয়া গেল। কিন্তু বারর অধিক রাশি নাই। অতএব ইহা হইতে ১২ বাদ দিয়া ৪ রাশি ১২ অংশ পাওয়া গেল। মনে কর লগ্নস্ফুট ৭।৪ ও রবিস্ফুট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। আমরা জানি মেষাদি রাশি চরস্থির দ্বিস্বভাব ইত্যাদিক্রমে কথিত হইয়া থাকে। আমরা জানি যে চররাশির পরবর্ত্তীরাশি স্থিররাশি ও স্থিররাশির পরবর্ত্তী রাশি দ্বিস্বভাব। চররাশির সংখ্যা ১ ধরিলে স্থির রাশির সংখ্যা ২ ও দ্বিস্বভাব রাশির সংখ্যা ৩ ধরিতে হয়। ফের, চররাশির সংখ্যা ৪, স্থির রাশির সংখ্যা ৫, দ্বিস্বভাব রাশির সংখ্যা ৬। লগ্ন ও চন্দ্র চর স্থিরাদি কিরূপ রাশিতে অবস্থিত দেখিতে হইবে। চর রাশির সংখ্যা ১, স্থির রাশির সংখ্যা ২ দ্বিস্বভাব রাশির সংখ্যা ৩ ধরিয়া এতদুভয়ের অর্থাৎ লগ্ন রাশির ও চন্দ্র রাশির সমষ্টি করিতে হইবে। সমষ্টি চররাশি বোধক হইলে অর্থাৎ ৪ হইলে লগ্ন ও চন্দ্র অল্পায়ুঃ প্রদ হইবে। স্থির রাশি বোধক হইলে অর্থাৎ ২ বা ৫ হইলে দীর্ঘায়ুঃপ্রদ হইবে। দ্বিস্বভাব রাশি বোধক হইলে অর্থাৎ ৩ বা ৬ হইলে মধ্যায়ুঃপ্রদ হইবে। যদি লগ্ন ও চন্দ্র উভয়েই চর রাশিতে থাকে তাহা হইলে উভয়েই চরাদি গণনায় ১ সংখ্যক রাশি গত। উভয়ের সমষ্টি ২ হইল। ২ স্থির রাশিবোধক এই জন্য লগ্ন ও চন্দ্রদীর্ঘায়ুঃপ্রদ হইবে। একটী চরে অর্থাৎ চরাদি গণনায় ১ সংখ্যক রাশিতে অপরটী স্থিরে অর্থাৎ ২ সংখ্যক রাশিতে হইলে উভয়ের সমষ্টি ৩ হওয়ায় অর্থাৎ দ্বিস্বভাব বোধক হওয়ায় মধ্যায়ুঃপ্রদ হইবে। এইরূপ একটী চরে অপরটী

১১।১; ৭।৪ লগ্নস্ফুট হইলে বৃশ্চিক রাশি লগ্ন হইল ; বৃশ্চিক রাশি মেষ হইতে গণনায় অষ্টম রাশি সুতরাং সমরাশি। অতএব ৪।১২ + লগ্নস্ফুট অর্থাৎ ৭।৪= ১১।১৬ ইহাই হোরালগ্নস্ফুট। অর্থাৎ মীনের ১৬ অংশে হোরালগ্ন হইল। যদি লগ্ন বৃশ্চিক না হইয়া তুলা হইত, তাহা হইলে লগ্নস্ফুট যোগ করিতে হইত না। কারণ তুলা মেষ হইতে গণনায় বিষম সংখ্যক রাশি। তাহা হইলে রবিস্ফুটে ৪।১২ যোগ করিতে হইত। অর্থাৎ ১১।১ + ৪।১২=৩।১৩ ইহাই হোরালগ্নস্ফুট হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিস্বভাবে হইলে ১+৩=৪ অর্থাৎ চর রাশিবোধক অঙ্ক পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপস্থলে জাতক অল্পায়ুঃ হইবে। এইরূপ দুইটীই স্থিরে হইলে লগ্ন ও চন্দ্র অল্পায়ুঃপ্রদ ও একটী স্থিরে অপরটী দ্বিস্বভাব রাশিতে হইলে লগ্ন ও চন্দ্র দীর্ঘায়ুর্দ্দায়ী হইয়া থাকে।

যেরূপ লগ্ন ও চন্দ্র দ্বারা আয়ু আনীত হয়, সেইরূপ লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি দ্বারাও আয়ুর বিচার করিবে। এবং জন্মলগ্ন ও হোরালগ্ন দ্বারাও আয়ুরবিচার করিবে। যদি তিনটীতে তিন প্রকারের আয়ু পাওয়া যায়, তাহা হইলে জন্মলগ্ন ও হোরালগ্ন দ্বারা আনীত আয়ুই গ্রহণ করিবে। তাহা না হইলে অধিকাংশস্থলে যে আয়ুঃ আইসে তাহাই গ্রাহ্য। আমরা এই নিয়ম কয়েকটী একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদীকৃত করিতেছি। ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত কুণ্ডলীতে লগ্ন স্থির রাশিতে; চন্দ্র মেষে অর্থাৎ চর রাশিতে। স্থির রাশির সংখ্যা=২; চররাশির সংখ্যা = ১; যোগ ফল = ৩ (দ্বিস্বভাব বোধক সংখ্যা) সুতরাং লগ্ন ও চন্দ্র হইতে মধ্যায়ুঃ আইসে। এইরূপ লগ্নেশ শনি চরে; অষ্টমেশ বুধ চরে; এতদ্দ্বারা দীর্ঘায়ুর্যোগ হয়। জন্মকাল ১৯।৭; ২॥০ দণ্ডে ১ রাশি হইলে ১৯।৭ পলে ত্রৈরাশিক দ্বারা ৭ রাশি ১৯ অংশ ২৪ কলা হইল। কুম্ভে লগ্ন; কুম্ভ বিষম রাশি; সুতরাং এস্থলে রবিস্ফুট যোগ করিতে হইবে। রবিস্ফুট ৬।১২।১২; যোগফল ২।১।৩৬; সুতরাং ইহাই হোরালগ্ন স্ফুট। সুতরাং হোরালগ্ন মিথুনে দ্বিস্বভাব রাশিতে; কুম্ভ স্থির রাশি; ৩+২=৫; সুতরাং এতদ্দ্বারা দীর্ঘায়ুর্যোগ পাওয়া গেল। অধিকাংশস্থলেই দীর্ঘায়ুর্যোগ পাওয়ায় পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে জাতকের দীর্ঘায়ু হইবে ইহাই পাওয়া গেল। এক্ষণে এই নিয়ম সংক্রান্ত বিশেষ বিধিগুলি লিখিত হইতেছে। প্রথম শিক্ষার্থিগণ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্নলিখিত বিশেষবিধিগুলি একেবারে আয়ত্ত করিতে পারিবেন তাহা আশা করা যায় না। এবং আয়ুর্ব্বিচার বিষয়ক সমস্ত বিশেষ বিধিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখা সম্ভব পর নহে। তবে মোটামুটী ধরণের কয়েকটী দেওয়া যাইবে এই মাত্র। প্রথম শিক্ষার্থিগণ এই নিয়মটী আয়ত্ত করিয়া ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৭ম নিয়ম অভ্যাস করিবেন তাহা হইলে মোটামুটী কাজ চলিবে। সবগুলি একেবারে আয়ত্ত করিতে গেলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। হয়ত কোন-টীই আয়ত্ত হইবে না। দ্বিতীয়বার পাঠ কালে সমস্ত নিয়মগুলি পাঠ করিবেন।

২। শনি যোগ কারক হইলে কক্ষাহ্রাস হয়। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু-র্যোগে জন্ম হইলে মধ্যায়ুঃ হয়। মধ্যায়ুর্যোগে জন্ম হইলে অল্পায়ু হয়। অল্পায়ুর্যোগে জন্ম হইলে বাল্যে নিধন হইয়া থাকে। বৃহৎ পারাশরীতেও লিখিত আছে যে জন্মলগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি শনি-যুক্ত হইলে কক্ষাহ্রাসহয়। কিন্তু এই কক্ষাহ্রাস সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। কেহ কেহ বলেন যে শনিযোগ কর্ত্তা হইলে কক্ষাহ্রাস না হইয়া বরং কক্ষাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে জৈমিনি সূত্রকার মীমাংসা করিয়াছেন যে শনি স্বক্ষেত্রগত ও তুঙ্গী হইলে কক্ষাহ্রাস হয় না। এবং যদি শনি কেবল পাপগ্রহ কর্ত্তৃক* দৃষ্ট ও যুক্ত হয়

---

* জৈমিনিসূত্রমতানুযায়ী দৃষ্টি—চররাশিস্থ গ্রহ তন্নিকটবর্ত্তী স্থিররাশিস্থ গ্রহকে দর্শন করেনা তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থিররাশিস্থ গ্রহকে দেখিয়া থাকে। এই রূপ স্থিররাশিস্থ গ্রহ তন্নিকটবর্ত্তী চররাশি ভিন্ন অন্যান্য চররাশিস্থ গ্রহকে দেখিয়া থাকে। দ্বিস্বভাবস্থ গ্রহ অপরাপর দ্বিস্বভাবস্থ গ্রহকে দৃষ্টি করে। এমতে পাদদৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যদি শনিতে একটীও শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে তাহা হইলেও কক্ষাহ্রাস হয় না।

৩। বৃহস্পতি তনু বা সপ্তমভাবগত হইলে কক্ষাবৃদ্ধি হয়। অথবা যে কোন রাশিস্থ বৃহস্পতি কেবল শুভগ্রহ দৃষ্ট ও শুভযুক্ত হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহের দৃষ্টি ও যোগ বর্জ্জিত হইলে কক্ষাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই কক্ষাবৃদ্ধি শব্দের অর্থ এই যে অল্পায়ুর্যোগে জন্ম হইলে মধ্যায়ুঃ হয়। মধ্যায়ুর্যোগে জন্ম হইলে জাতবালক দীর্ঘায়ুঃ হয়। ও দীর্ঘায়ুর্যোগে জন্ম হইলে ৯৬ বর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল বাঁচে।

৪। অষ্টমাধিপতি তুঙ্গগত হইলে ৯ বৎসর আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

৫। জন্মকালে যে গ্রহের স্ফুটের অংশ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তাহাকে জাতকের আত্মকারক বলা যায়। রাহু সম্বন্ধে বিপরীত নিয়ম। রাহুর স্ফুটাংশ যদি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে রাহু আত্মকারক হইয়া থাকে। ৭০ পৃষ্ঠের লিখিত কুণ্ডলীতে শুক্র ২৯অংশে আছে। এতদপেক্ষা কোন গ্রহের স্ফুটের অংশ সংখ্যা অধিক নহে। রাহুর স্ফুটাংশ ও সর্ব্বগ্রহের স্ফুটাংশ সংখ্যা হইতে ন্যূন নহে। অতএব এস্থলে শুক্র আত্মকারক। লগ্ন হইতে অষ্টমাধিপতি ও সপ্তম হইতে গণনায় অষ্টম স্থানের অধিপতি এতদুভয়ের মধ্যে বলবান* গ্রহ লগ্ন হইতে কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে

---

*জৈমিনিসূত্রে বলের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে যাহার সহিত কোন গ্রহ যুক্ত নহে তাহা হইতে গ্রহ যুক্ত গ্রহ বলবান্। দুইটীই গ্রহযুক্ত হইলে যাহার সহিত অধিক সংখ্যক গ্রহ যুক্ত হইবে সেইটীকেই বলবান বলিয়া গণ্য করিবে। গ্রহ-যোগদ্বারা সমান বলী হইলে রাশিদ্বারা বলাবল নির্ণয় করিবে যথা চররাশিস্থ গ্রহ হইতে স্থিররাশিস্থ গ্রহ বলবান ও স্থিররাশিস্থ গ্রহ হইতে দ্বিস্বভাব রাশিস্থ গ্রহ বলবান। এস্থলে এই জৈমিনিসূত্র মতোক্ত বলই গ্রহণ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘায়ুঃ, পণফরগত হইলে মধ্যায়ুঃ ও আপোক্লিমগত হইলে মানব অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মকারক হইতে অষ্টমেশ ও তৎসপ্তম রাশি হইতে অষ্টমেশ এতদুভয়ের মধ্যে বলবান্ গ্রহ আত্ম-কারক হইতে কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে দীর্ঘায়ুঃ, পণফরে থাকিলে মধ্যায়ুঃ,ও আপোক্লিমে থাকিলে অল্পায়ুঃ হয়। যদি দুইটী হইতে একই প্রকার আয়ুঃ আইসে তাহা হইলে এই নিয়মের প্রায়ই অন্যথা হয় না।

৬। তৃতীয়ে আত্মকারক থাকিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। দীর্ঘায়ুর্যোগ থাকিলে মধ্যায়ুঃ ও মধ্যায়ুর্যোগ থাকিলে অল্পায়ুঃ হয়।

৭। লগ্ন ও সপ্তম হইতে অষ্টমাধিপতি দ্বয়ের মধ্যে কোনটীর সহিত যদি আত্মকারক ও তৎসপ্তম হইতে অষ্টমাধিপতিদ্বয়ের কোনটীর যোগ থাকে তাহাহইলে দীর্ঘায়ুর্যোগে জন্ম হইলেও মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে।

৮। লগ্ন ও সপ্তম পাপ মধ্যগত হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয়, দ্বাদশ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সর্ব্বত্র পাপগ্রহ থাকিলে অথবা লগ্ন হইতে তিনটি কোণেই অশুভ গ্রহ থাকিলে কক্ষাহ্রাস হয়। এইরূপ বৃহস্পতি ও তাহা হইতে সপ্তম অথবা আত্মকারক ও তাহা হইতে সপ্তম যদি পাপ মধ্যগত হয়; অথবা যদি বৃহস্পতি কিম্বা আত্মকারক হইতে ত্রিকোণে পাপ গ্রহ থাকে তাহা হইলে কক্ষাহ্রাস হয়। বৃহস্পতি কিম্বা আত্মকারক নীচস্থ ও পাপযুক্ত হইলেও কক্ষাহ্রাস হইয়া থাকে।

৯। ইহার বিপরীতে কক্ষাবৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ লগ্ন ও সপ্তম, অথবা আত্মকারক ও তাহা হইতে সপ্তম অথবা বৃহস্পতি ও তাহা হইতে সপ্তম, শুভমধ্যগত হইলে কক্ষাবৃদ্ধি হয়। লগ্ন, অথবা আত্মকারক অথবা বৃহস্পতি হইতে তিনটী কোণেই শুভ গ্রহ থাকিলে কক্ষাবৃদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। বৃহস্পতি অথবা আত্মকারক তুঙ্গী ও শুভ যুক্ত হইলে কক্ষাবৃদ্ধি হয়।

১০। শুভযোগে কক্ষাবৃদ্ধি ও পাপযোগে কক্ষাহানি এরূপ লিখিত হইয়াছে ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে উক্তস্থান সকলে চন্দ্র ও শুক্র দ্বারা কক্ষাবৃদ্ধি হয় না। ৯ বর্ষ মাত্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ও শনির যোগ দ্বারা কক্ষাহ্রাস হয় না। ৯বর্ষ মাত্র হ্রাস হইয়া থাকে।

আমাদের বিচার্য্যকুণ্ডলীতে প্রথম নিয়ম অনুসারে দীর্ঘায়ুর্যোগ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কক্ষাহ্রাস হইবে না। কারণ লগ্নাধিপতি স্বয়ং শনি হইলেও স্বক্ষেত্র গত হওয়ায় কক্ষা-হ্রাসকর হইবে না। তৃতীয় নিয়মানুসারে কক্ষাবৃদ্ধির যোগ হয় নাই। লগ্ন হইতে অষ্টমাধিপতি বুধ, সপ্তম হইতে অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি আত্মকারক হইতে অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি ও তাহার সপ্তম হইতে অষ্টমাধিপতি বুধ। এইজন্য ৭ম নিয়মানুসারে জাতক মধ্যায়ুঃ হইল।

সর্ব্বার্থ চিন্তামণিকার বলেন—আয়ুষ্কালকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা যায়; অল্প, মধ্য ও দীর্ঘ। ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত অল্পায়ুঃ। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যায়ুঃ ও তদূর্দ্ধে দীর্ঘায়ু। রবি লগ্নাধিপতির শত্রু হইলে জাতক অল্পায়ুঃ, সম হইলে মধ্যায়ুঃ ও মিত্র হইলে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। কিন্তু ফল বিচারকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে রবি ও লগ্নাধিপতির বলাবলের তারতম্য অনুসারে এই নিয়মোক্ত ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। অল্পায়ুর্যোগ পড়িলেও রবি ও লগ্নেশ বলবান্ হইয়া শুভ ভাবস্থ হইলে মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে। এইরূপ দীর্ঘায়ুর্যোগ পড়িলেও রবি ও লগ্নেশ নীচগত বা দুর্ব্বল হইয়া অশুভ-প্রদভাবে পড়িলে মধ্যায়ুঃ হইয়া যায়।

আয়ুঃ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে অনেক বিশেষবিধি আছে। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে দুই একটী লিখিত হইতেছে। লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হইলে যদি বৃহস্পতি কেন্দ্র কোণগত হন ও দুঃস্থানে পাপগ্রহ থাকেন তাহা হইলে জাতকের মধ্যায়ুঃ হয়। শুভগ্রহ কেন্দ্র কোণগত ও শনি বলশালী হইলে যদি ষষ্ঠাষ্টমে পাপগ্রহ থাকেন তাহা হইলে জাতক মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে। লগ্নে, কেন্দ্রে অথবা ত্রিকোণে শুভাশুভ মিশ্রিত হইয়া থাকিলে জাতক মধ্যায়ুঃ হয়। পাপযুক্ত অষ্টমেশ ব্যয় ভাবগত হইলে জাতক অল্পায়ুঃ হয়।

আমাদের বিচার্য্য কুণ্ডলীতে লগ্নেশ শনি রবির সম এইজন্য মধ্যায়ুঃ হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ৭২ পৃষ্ঠার লিখিত দ্বিতীয় সংখ্যক কুণ্ডলী হইতে কিরূপ আয়ুঃ হইতে পারে দেখা যাউক। জাতকের হোরা লগ্ন ১।১২ ও আত্মকারক বৃহস্পতি। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে মধ্যায়ুঃ আনীত হয়। লগ্নেশ ও অষ্টমেশ হইতে দীর্ঘায়ুঃ। জন্ম লগ্ন ও হোরালগ্ন হইতে মধ্যায়ুঃ। ৭ম নিয়ম দ্বারা মধ্যায়ুঃ খণ্ডে মৃত্যু হইবে পাওয়া গেল।

মারক দশা বিচার

লঘুপারাশরী বৃহৎপারাশরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মারক দশা বিচারের প্রণালী লিখিত হইতেছে। মারক দশা বিচারের পূর্ব্বে কয়েকটী নূতন সংজ্ঞা জানা আবশ্যক। কারণ, লঘুপারাশরীর লেখক বিংশোত্তরী দশার ফলাফল বিচারের জন্য কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। শুভগ্রহ—অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র, পাপযোগ বিহীন বুধ ও অক্ষীণচন্দ্র—কেন্দ্রাধিপতি হইলে পাপ নামে অভিহিত। এইরূপ পাপগ্রহ—অর্থাৎ রবি,শনি, মঙ্গল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপযুক্ত বুধ ও ক্ষীণচন্দ্র—কেন্দ্রাধিপতি হইলে শুভ নামে অভিহিত হয়। কোণাধিপতি গ্রহ মাত্রেই শুভ। তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি পাপ। কোণপতি গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি হইলে পাপ নামে—কথিত হয়। রবি ও চন্দ্র ভিন্ন অষ্টমাধিপতি পাপ। ব্যয়াধিপতি ও ধনাধিপতির পাপত্ব বা শুভত্ব কিছুই নাই। অশুভভাবগত অথবা অশুভ ফলদায়ী গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অশুভ ফলদায়ী হয় ও শুভ ভাবগত অথবা শুভফল প্রদ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে শুভ ফলদায়ী হইয়া থাকে। গ্রন্থকার রাহু ও কেতুর স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। রাহু ও কেতু যে ভাবে বা যে ভাবাধিপতির সহিত যুক্ত বা যে ভাবাধিপতির সপ্তমস্থ হন সেই ভাবজ ফল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই জন্য মারক স্থানস্থ ও মারকেশ সম্বন্ধ যুক্ত রাহু কেতু মারক হইতে পারে। পাপ ভাবস্থ অর্থাৎ ৩। ৬।৮।১১ স্থানস্থ ও পাপ যুক্ত বা পাপগ্রহ হইতে সপ্তমস্থ রাহু কষ্টফলদ। শুভভাবস্থ শুভভাবাধিপতি যুক্ত রাহু কেতু শুভফল দায়ী। মারক স্থান কি তাহা লিখিত হইতেছে।

অষ্টম স্থান হইতে আয়ুর বিচার করা যায়। সুতরাং অষ্টমকে লগ্ন স্বরূপ ধরিলে তাহা হইতে অষ্টম অর্থাৎ তৃতীয়স্থান ও আয়ুঃস্থান। ব্যয় শব্দের অর্থ খরচ বা হানি। সুতরাং আয়ুর ব্যয় কারক স্থান অর্থাৎ মারক স্থান অষ্টম ও তৃতীয় হইতে দ্বাদশ। সুতরাং সপ্তম ও দ্বিতীয় মারক স্থান*। সপ্তম হইতে দ্বিতীয়ের মারকত্ব বলবান্

---

*যেরূপ লগ্ন হইতে সপ্তম ও দ্বিতীয়াদি নিজের মারকস্থান। সেইরূপ ৪র্থভাব হইতে গণনায় দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান মাতার মারকস্থান। নবম হইতে উক্তস্থানদ্বয় পিতার মারকস্থান। এইরূপ যে ভাবের মারক বিচার করিতে হইবে সেই ভাবকে লগ্নস্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রণালীমত মারক বিচার করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে দুই একটী লিখিত হইতেছে। লগ্নাধিপতি দুর্ব্বল হইলে যদি বৃহস্পতি কেন্দ্র কোণগত হন ও দুঃস্থানে পাপগ্রহ থাকেন তাহা হইলে জাতকের মধ্যায়ুঃ হয়। শুভগ্রহ কেন্দ্র কোণগত ও শনি বলশালী হইলে যদি ষষ্ঠাষ্টমে পাপগ্রহ থাকেন তাহা হইলে জাতক মধ্যায়ুঃ হইয়া থাকে। লগ্নে, কেন্দ্রে অথবা ত্রিকোণে শুভাশুভ মিশ্রিত হইয়া থাকিলে জাতক মধ্যায়ুঃ হয়। পাপযুক্ত অষ্টমেশ ব্যয় ভাবগত হইলে জাতক অল্পায়ুঃ হয়।

আমাদের বিচার্য্য কুণ্ডলীতে লগ্নেশ শনি রবির সম এইজন্য মধ্যায়ুঃ হইয়াছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ৭২ পৃষ্ঠার লিখিত দ্বিতীয় সংখ্যক কুণ্ডলী হইতে কিরূপ আয়ুঃ হইতে পারে দেখা যাউক। জাতকের হোরা লগ্ন ১।১২ ও আত্মকারক বৃহস্পতি। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে মধ্যায়ুঃ আনীত হয়। লগ্নেশ ও অষ্টমেশ হইতে দীর্ঘায়ুঃ। জন্ম লগ্ন ও হোরালগ্ন হইতে মধ্যায়ুঃ। ৭ম নিয়ম দ্বারা মধ্যায়ুঃ খণ্ডে মৃত্যু হইবে পাওয়া গেল।

মারক দশা বিচার

লঘুপারাশরী বৃহৎপারাশরী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মারক দশা বিচারের প্রণালী লিখিত হইতেছে। মারক দশা বিচারের পূর্ব্বে কয়েকটী নূতন সংজ্ঞা জানা আবশ্যক। কারণ, লঘুপারাশরীর লেখক বিংশোত্তরী দশার ফলাফল বিচারের জন্য কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। শুভগ্রহ—অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র, পাপযোগ বিহীন বুধ ও অক্ষীণচন্দ্র—কেন্দ্রাধিপতি হইলে পাপ নামে অভিহিত। এইরূপ পাপগ্রহ—অর্থাৎ রবি,শনি, মঙ্গল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপযুক্ত বুধ ও ক্ষীণচন্দ্র—কেন্দ্রাধিপতি হইলে শুভ নামে অভিহিত হয়। কোণাধিপতি গ্রহ মাত্রেই শুভ। তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি পাপ। কোণপতি গ্রহ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশাধিপতি হইলে পাপ নামে—কথিত হয়। রবি ও চন্দ্র ভিন্ন অষ্টমাধিপতি পাপ। ব্যয়াধিপতি ও ধনাধিপতির পাপত্ব বা শুভত্ব কিছুই নাই। অশুভভাবগত অথবা অশুভ ফলদায়ী গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অশুভ ফলদায়ী হয় ও শুভ ভাবগত অথবা শুভফল প্রদ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে শুভ ফলদায়ী হইয়া থাকে। গ্রন্থকার রাহু ও কেতুর স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। রাহু ও কেতু যে ভাবে বা যে ভাবাধিপতির সহিত যুক্ত বা যে ভাবাধিপতির সপ্তমস্থ হন সেই ভাবজ ফল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই জন্য মারক স্থানস্থ ও মারকেশ সম্বন্ধ যুক্ত রাহু কেতু মারক হইতে পারে। পাপ ভাবস্থ অর্থাৎ ৩।৬।৮।১১ স্থানস্থ ও পাপ যুক্ত বা পাপগ্রহ হইতে সপ্তমস্থ রাহু কষ্টফলদ। শুভভাবস্থ শুভভাবাধিপতি যুক্ত রাহু কেতু শুভফল দায়ী। মারক স্থান কি তাহা লিখিত হইতেছে।

অষ্টম স্থান হইতে আয়ুর বিচার করা যায়। সুতরাং অষ্টমকে লগ্ন স্বরূপ ধরিলে তাহা হইতে অষ্টম অর্থাৎ তৃতীয়স্থান ও আয়ুঃস্থান। ব্যয় শব্দের অর্থ খরচ বা হানি। সুতরাং আয়ুর ব্যয় কারক স্থান অর্থাৎ মারক স্থান অষ্টম ও তৃতীয় হইতে দ্বাদশ। সুতরাং সপ্তম ও দ্বিতীয় মারক স্থান*। সপ্তম হইতে দ্বিতীয়ের মারকত্ব বলবান্

---

*যেরূপ লগ্ন হইতে সপ্তম ও দ্বিতীয়াদি নিজের মারকস্থান। সেইরূপ ৪র্থভাব হইতে গণনায় দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান মাতার মারকস্থান। নবম হইতে উক্তস্থানদ্বয় পিতার মারকস্থান। এইরূপ যে ভাবের মারক বিচার করিতে হইবে সেই ভাবকে লগ্নস্বরূপ কল্পনা করিয়া প্রণালীমত মারক বিচার করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারকস্থানের অধিপতি এবং মারকস্থান গত ও মারকেশের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী পাপ গ্রহ সকল মারক হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব প্রণালীমত জাতক অল্পায়ুঃ, মধ্যায়ুঃ কি দীর্ঘায়ুঃ বিচার করিয়া লইবে। যদি জাতকের অল্পায়ুঃ হয় তাহা হইলে প্রথম ৩২ বর্ষের মধ্যে যখন মারকের দশা অন্তর্দ্দশা পড়িবে সেই সময় মৃত্যু হইবে ইহাই বলিবে। যদি জাতকের মধ্যায়ুঃ হয় তাহা হইলে প্রথম ৩২ বর্ষের মধ্যে মারক দশা পড়িলেও মৃত্যু হইবে না, পীড়াদি মাত্র হইবে ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ৩২ বর্ষ পরে মধ্যায়ুঃ খণ্ডের মধ্যে যখন মারকদশা পড়িবে সেই সময় মৃত্যু হইবে। যদি জাতকের দীর্ঘায়ুঃ হয় তাহা হইলে প্রথম ৬৪ বর্ষের মধ্যে তাহার কিছুতেই মৃত্যু হইবে না। পীড়াদি হইতে পারে মাত্র স্থির নিশ্চয় করিয়া মধ্যায়ুঃ খণ্ড গত হইলে যখন মারকগ্রহের দশা অন্তর্দ্দশা পড়িবে সেই সময় মৃত্যু বলিবে।

এক্ষণে যদি দৈবাৎ খণ্ডমধ্যে মারকদশা না পড়ে অর্থাৎ যদি এরূপ হয় যে যাহার দীর্ঘায়ুর যোগ আছে তাহার ৬৪ বৎসরের পরে মারক দশা পাওয়া যায় না অথবা যাহার মধ্যায়ুর যোগ আছে তাহার ৩২ বর্ষ পরে ৬৪ বর্ষ মধ্যে মারক দশা পাওয়া যায় না; তাহা হইলে অর্থাৎ অসম্ভব স্থলে ব্যয়াধিপতির দশায় অথবা তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট পাপ গ্রহের দশায় মৃত্যু হইবে এরূপ বলিবে। যদি তাহাও না পড়ে তাহা হইলে ব্যয়াধিপতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট শুভগ্রহের দশায় মৃত্যু নির্দ্দেশ করিবে। তাহাও অসম্ভব হইলে অষ্টমাধিপতিকে মারক বলিবে। যদি দৈবাৎ পূর্ব্বোক্ত মারকের মধ্যে যথাখণ্ডে কোন মারকেরই দশা পাওয়া না যায় তাহা হইলে লঘুপারা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরোক্ত সংজ্ঞানির্দ্দিষ্ট পাপগ্রহের দশাতে মৃত্যু হইবে এরূপ বলিবে। চন্দ্র ও রবি দ্বিতীয় ও সপ্তমেশ হইলে মারক হয় না ইহা টীকাকার বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞানুসারে যদি শনি পাপ হন ও সেই শনির সহিত যদি মারকেশের সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে শনিকেই মারক বলিয়া জানিবে।

দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা মারক বিচার বিশদীকৃত হইতেছে।

৭০ পৃষ্ঠার কুণ্ডলী হইতে জানিয়াছি যে জাতক মধ্যায়ুঃ। জাতকের ধনাধিপতি বৃহস্পতি প্রবল মারক। সপ্তমাধিপতি রবি বুধের সহিত সম্বন্ধ করায় বুধের মারকতা হইয়াছে। এইজন্য ইহার বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশায় বুধের অন্তরে মৃত্যু হইয়াছে। (৯৮ পৃষ্ঠাদেখ।)

৭২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সংখ্যক কুণ্ডলীর বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে যে জাতক মধ্যায়ুঃ সুতরাং ৩২ বর্ষ পর্যন্ত মারক বিচারের আবশ্যকতা নাই। আমরা জানি ৩ বর্ষ এগার মাস পর্য্যন্ত ইহার বিংশোত্তরী মতোক্ত কেতু দশা ছিল। (৯৬ পৃষ্ঠা দেখ) তৎপরে শুক্রদশা ২৩ বৎসর ·১১ মাস পর্য্যন্ত, তৎপরে রবিদশা ২৯ বৎসর ১১ মাস পর্য্যন্ত, তৎপরে চন্দ্রদশা ৩৯ বৎসর ১১ মাস পর্য্যন্ত। চন্দ্র সপ্তমাধিপতি হইলে মারক হয় না। এই জন্য জানাগেল যে ৩৯ বৎসর ১১ মাসের মধ্যে রিষ্টকর হইবে না বৃহৎ পারাশরীতে লিখিত আছে বৃশ্চিকে মকরে জন্ম নৃনাং রাহুর্মৃতিপ্রদঃ।” “ষষ্ঠভে পাপ ভূয়িষ্ঠে ষষ্ঠেশোমুখ্য মারকঃ।” অর্থাৎ বৃশ্চিকে ও মকরে জন্ম হইলে যদি রাহুর পাপফল দাতৃত্ব থাকে তাহা হইলে রাহু জাতকের মৃত্যু দায়ী হয়। ষষ্ঠে একাধিক পাপগ্রহ থাকিলে ষষ্ঠাধিপতিকে প্রধান মারক বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিবে। এই জন্য রাহুর দশায় বুধের অন্তর্দ্দশায় জাতকের মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষ মঙ্গল চতুর্থেশ এইজন্য সংজ্ঞানুসারে শুভ। মঙ্গল একাদশপতি হইলেও পাপ নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞানুসারে মঙ্গল কোণপতি হইয়া একাদশেশ হইলে অশুভপ্রদ হইত। ও তাহাহইলে মারকেশের সম্বন্ধী হওয়ায় মারক হইত। মঙ্গল পঞ্চমাধিপতি যুক্ত হওয়ায় শুভ-ফলের আধিক্য হইয়াছে। এই সকল কারণে মঙ্গল মারক না হইয়া রাহুই প্রবল মারক হইল।

মারকবিচার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল এই কয়েকটী আয়ত্ত হইলেই অনেক স্থলে মারকবিচারের শক্তি জন্মিবে। তবে একাধিকগ্রহের মারকতা বিষয়ে সন্দেহ স্থলে সাহায্যার্থ নিম্নে কয়েকটী বিশেষ বিধি লেখা গেল। অবশ্য প্রত্যেক স্থলে পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন যে পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে মারকত্ব না হইলে গ্রহগণ মারক হইবে না। প্রথম বার পাঠ কালে এগুলি পরিত্যাগ করিবে। দ্বিতীয়াদি বারেও যদি এগুলি পাঠ করিতে গিয়া বিরক্তি বোধ হয় অথবা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যে সংস্কার হইয়াছে তাহার সহিত বিশেষ গোল লাগে তাহা হইলে পাঠক এগুলি ছাড়িয়া দিবেন। ফলতঃ এগুলি ছাড়িয়া দিলেও পাঠক মোটামুটী পীড়াদি ও মারকাদি বিচার করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠে একাধিক পাপগ্রহ থাকিলে ষষ্ঠেশ প্রধান মারক হয় অথবা ষষ্ঠ হইতে ত্রিকোণগত গ্রহও মারক হইতে পারে। মধ্যায়ুর্যোগজাতব্যক্তির অনেক সময় ষষ্ঠ ও অষ্টমাধিপতি মারক হয়। ষষ্ঠ হইতে ত্রিকোণগত গ্রহ দীর্ঘায়ুঃ ও অল্পায়ুর্য্যোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাত ব্যক্তির পক্ষে মারক। যষ্ঠেশ বিশেষ বলবান্ হইলে তাহা হইতে ত্রিকোণগত গ্রহ মারক হয়। যষ্ঠেশ যে রাশিতে থাকে তদধিপতিও মারক হইতে পারে। পঞ্চমস্থ মঙ্গল, যষ্ঠস্থ বৃহস্পতি, চতুর্থস্থ শনি ও সপ্তমস্থ রাহু মারক হয়। জন্মনক্ষত্র হইতে তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম নক্ষত্রে যে যে গ্রহের দশা সম্ভব হয় সেই সেই গ্রহ মারকেশ সম্বন্ধ প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলে কষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। অষ্টমেশ অষ্টমগত হইলে তদ্দশায় পীড়া হয়। এইরূপ লগ্নেশ লগ্নে থাকিলেও তদ্দশায় পীড়া হয়। কিন্তু এস্থলে অষ্টমেশও লগ্নেশ মারক হয় না। পীড়া নাশ হইয়া নানাবিধ শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। লগ্ন দুর্ব্বল হইলে লগ্নেশ দশায় ও অষ্টমেশের অন্তর্দ্দশায় প্রথমতঃ কষ্ট হয়। কিন্তু পশ্চাৎ ফল শুভ হয়। লগ্নাধিপতি বিশেষ বলবান্ হইলে অষ্টমাধিপতির দশায় নিধন হইয়া থাকে।

অষ্টমভাব হইতে অন্যান্য বিচার্য্য বিষয়।

অষ্টমভাবের মারক বিচার যথাসম্ভব শেষ করিয়া এক্ষণে আমরা অষ্টমভাব হইতে অন্যান্য বিচার্য্যবিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মরণদেশ সম্বন্ধে কারকতা বিচারকালে লিখিত হইয়াছে। অষ্টমাধিপতি পাপ গ্রহ হইয়া সপ্তমে থাকিলে পথে মৃত্যু হয়। ও লগ্নাধিপতি দুষ্ট হইয়া লগ্নে থাকিলে সহসা গৃহে মৃত্যু হইয়া থাকে। যে গ্রহ বলবান্ হইয়া অষ্টমকে পূর্ণদৃষ্টি করে সেই গ্রহ নির্দ্দিষ্ট ধাতুর প্রকোপে অথবা তাহার কারকতাদি বিচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা যে পীড়া আসিতে পারে সেই পীড়ায় মৃত্যু হয়। যদি অষ্টমাধিপতি বহুগ্রহ যুক্ত হয় অথবা অষ্টমে বহুগ্রহ থাকে তাহা হইলে বহুজনের মৃত্যুকালে জাতকের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন যে লগ্নেশ, অষ্টমেশ ও পঞ্চমেশ একত্র যুক্ত হইলে সস্থত মৃত্যু হয়। এইরূপ লগ্নেশ অষ্টমেশ ও সপ্তমেশ একত্রযুক্ত হইলে সস্ত্রীক মৃত্যু হইয়া থাকে। অষ্টমস্থ শুভগ্রহ ধনদায়ী হয়। পাপগ্রহ ধন নাশ করে। অষ্টমস্থ শুভগ্রহ দুর্ব্বল ও পাপপীড়িত হইলে ঋণাদি বৃদ্ধি করে। বস্তুতঃ ধনস্থানে যেরূপ গ্রহাদি থাকিলে যেরূপ শুভাশুভ হয়, অষ্টমস্থানে সেইরূপযোগে ধন বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে গুহ্যদেশে বা তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে বা বাম কটিতে আঘাত বা ব্রণ হয়। অষ্টমে রবি অথবা অন্য কোন পাপগ্রহ থাকিলে ক্ষয়কাশাদি, ভগন্দর, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ প্রভৃতি পীড়া হইতে পারে। বিশেষতঃ অষ্টমস্থ পাপগ্রহগণ গুহ্যরোগ উৎপন্ন করে। শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অশুভ হয় না। অষ্টমস্থ পাপগ্রহ দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ উৎপন্ন করে। অষ্টমেশ, অষ্টমস্থ বা অষ্টম-দর্শী গ্রহ শুভ হইলে বিবাদে জয় প্রদান করে। লগ্ন ও সপ্তমস্থ পাপগ্রহও বিবাদে জয়ী করিয়া থাকে।

অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বহুবিঘ্ন, দীর্ঘরোগী, চৌর, শুভালোচনা হীন ও রাজানুগ্রহে লাভবান্ হয়। অষ্টমাধিপতি ক্রূরগ্রহ হইয়া দ্বিতীয়ে থাকিলে অল্পায়ু, রাজতুল্য হইয়াও শত্রুবান্, ও পরস্বাপহারী হয়। শুভগ্রহ হইলে শুভ হয় কিন্তু রাজাদেশে কষ্ট পায়, এমন কি মরণ পর্য্যন্তও হইতে পারে। অষ্টমাধিপতি তৃতীয়স্থ হইলে জাতক বন্ধুবিরোধী, বিকৃতাঙ্গ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বাক, চঞ্চলপ্রকৃতি অথবা সহোদর হীন হয়। অষ্টমাধিপতি চতুর্থে থাকিলে জাতক পিতৃশত্রু, পিতৃধনাপহারী ও রুগ্নপিতৃক হয়। অষ্টমাধিপতি পঞ্চমে থাকিলে জাতক অপুত্রক হয় অথবা পুত্রজন্মিলেও বাঁচেনা ও যদিই বাঁচে ত কৈতব কর্ম্ম পরায়ণ হয়। অষ্টমাধিপতি শুভগ্রহ হইয়া শুভযুক্ত হইলে সুপুত্রলাভ হয়। রবি অষ্টমাধিপতি হইয়া ষষ্ঠগত হইলে রাজ বিরোধী, চন্দ্র হইলে রোগী, মঙ্গল হইলে ঈর্ষাযুক্ত, বুধ হইলে সর্পভয়বিশিষ্ট, বৃহস্পতি হইলে (বিশেষকারণ না থাকিলে) কৃশদেহ, শুক্র হইলে নেত্র রোগী ও শনি হইলে মুখরোগী হয়। অষ্টমেশ সপ্তমগত হইলে জাতক দুষ্ট, কু স্ত্রী প্রিয়, ও গুহ্যরোগযুক্ত হয়, ক্রূরগ্রহ হইলে ভার্য্যাদ্বেষী ও স্ত্রী দোষ হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অষ্টমাধিপতি অষ্টমভাবগত হইলে ব্যবসায়ী, ব্যাধিবর্জ্জিত ও কিতবকুলে বিখ্যাত হয়। অষ্টমাধিপতি নবম গত হইলে মানব নিঃসঙ্গী, জীবঘাতক, পাপী, বন্ধুহীন. স্নেহশূন্য, পূজনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্মান করিতে পরাঙ্মুখ ও বিকৃতাস্য হয়। অষ্টমাধিপতি দশম গত হইলে রাজকর্ম্মচারী, নীচকর্ম্মকারী, অলস, অন্য জাত বা বাল্যে মাতৃহীন হয়। অষ্টমাধিপতি একাদশগত হইলে বাল্যে দুঃখী, শেষবয়সে সুখী ও অল্পায়ু হয়। শুভগ্রহ হইলে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। অষ্টমাধিপতি দ্বাদশ ভাবগত হইলে জাতক তস্কর, শঠ, নিকৃষ্ট, বিকৃত দেহ, স্বেচ্ছাচারী ও মৃত্যুর পর কাকাদির ভক্ষ্য হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম ভাব

নবমভাব ও বৃহস্পতি হইতে ভাগ্য প্রভাব, গুরুর অনুগ্রহ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, উরুপ্রদেশ, বামপদ প্রভৃতি চিন্তা করা যায়। নবম স্থানের নামান্তর ভাগ্য স্থান। লগ্ন হইতে নবম-স্থান ও চন্দ্র হইতে নবমস্থান এতদুভয়ের বলবান্ রাশি হইতে ভাগ্যভাবফল চিন্তা করিবে। নবমাধিপতি, বৃহস্পতি ও শুক্র পাপযুক্ত হইয়া দুঃস্থান গত হইলে মানব ভাগ্যহীন হয় ও কেন্দ্র ত্রিকোণগত হইলে ভাগ্যশালী হয়। ভাগ্যাধিপতি স্বক্ষেত্রে থাকিলে অথবা স্বক্ষেত্রকে দেখিলে জাতক স্বদেশে ভাগ্যবান হয়। ভাগ্যস্থানে পাপগ্রহ স্বক্ষেত্রগত হইয়া শুভদৃষ্ট হইলে জাতক সৌভাগ্যবান ও রাজতুল্য হইয়া থাকে। নবমস্থানে সমস্ত গ্রহের যোগ অথবা সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে জাতক বিশেষ ধনী, সৌভাগ্য-বান্ ও রাজতুল্য হয়। শুভদৃষ্টিহীন গ্রহসকল নীচস্থ অস্তগত ও শত্রুগৃহস্থ হইয়া নবমে থাকিলে মানব দুর্ভাগ্য হয়। রবি নবমে স্বক্ষেত্রগত বা তুঙ্গী বা মিত্রক্ষেত্রস্থ হইলে জাতক, সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানশীল ও ধার্ম্মিক হয়। নীচারি দোষযুক্ত হইলে, ভাগ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান উভয়েরই অনিষ্টকর হয় ও অতিরিক্ত চিন্তা ও বিরক্তি প্রদান করিয়া থাকে। চন্দ্র ক্ষীণ না হইয়া নবমস্থ হইলে ভাগ্যবান্ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ারত হয়। মঙ্গল প্রতাপী, ক্রূরকর্ম্মা, রক্তপদানন্দী ও শৈবব্রতাবলম্বী করিয়া থাকে। পাপযুক্ত বুধ নবমস্থ হইলে মানব বৌদ্ধমতাবলম্বী হয়। বৃহস্পতি নবমে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ, রাজপ্রিয়, দেবদ্বিজভক্তি বিশিষ্ট, সুখী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi